মহাজন-পদাবলী

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

(ভাষ্য ও টীকা সহিত)

——o(*)o——

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

——————*:০:*——————

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সংশোধিত।

—০—

ষোড়শ সংস্করণ

সন ১৩৫০ সাল।

——*——

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

প্রকাশক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র শীল
১।২, তারক চ্যাটার্জ্জি লেন,
পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

শত শত ভক্তের জীবনী ও লীলা কাহিনী সমন্বিত

বৈষ্ণবের পরম প্রিয় গ্রন্থ

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

পণ্ডিতপ্রবর—অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

পরিশুদ্ধ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

এই মহা গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩৲ টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—অক্ষয় লাইব্রেরী, ৪০ নং গরাণহাটা, কলিকাতা।
সহর ও মফঃস্বলের প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

প্রিণ্টার—শ্রীনিমাইচরণ বিশ্বাস
অক্ষয় প্রেস
২৭।৫ নং তারক চ্যাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা।

চণ্ডীদাস ও রজকিনী।

সূচীপত্র

——:০:——

চণ্ডীদাস

সূচীপত্র সমাপ্ত।

সূচীপত্র

—:০:—

বিদ্যাপতি

সূচীপত্র সমাপ্ত।

চণ্ডীদাসের জীবনী।

কবি চণ্ডীদাসের জন্ম এই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাঙ্গালা দেশে, জাতিতে তিনি বাঙ্গালী। বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী, সাকুল্লীপুর থানার এলাকাভুক্ত নান্নুর গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী।

১৩০৯ শকাব্দে বা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীদাস জন্ম গ্রহণ করেন—এবং যৌবনে পদার্পণ করিবার মুখেই পিতৃহারা হইয়া পড়েন। তাঁহার জন্মভূমি নান্নুর গ্রামে বিশালাক্ষী বা বাশুলী দেবীর মন্দির ছিল। তাঁহাকে পিতৃ-মাতৃহারা নিরাশ্রয় দেখিয়া গ্রামবাসীগণ তাঁহাকেই ঐ বাশুলী দেবীর পূজকরূপে নিযুক্ত করিয়া দেন। তরুণ চণ্ডীদাস দেবীর পূজার্চ্চনা করিয়া দেবীর প্রসাদান্নে জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে সেই দেবী মন্দিরে আরও একটী নিরাশ্রয়া আশ্রয় পাইয়াছিল। সে নারী, পরমা সুন্দরী, বালবিধবা—পূর্ণ যৌবনা কিশোরী। সে রজক-নন্দিনী,—নাম তার রামমণি। অনেকে বলেন তার প্রকৃত নাম ছিল তারামণি ধুবনী বা ধোপানী, ডাক নাম রামী। রামী মন্দিরের পরিচারিকা নিযুক্ত হইয়া সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিল।

এখন এই তরুণী পরিচারিকার রূপ, তরুণ পূজারী ঠাকুরের চক্ষে বড় ভাল লাগিল। তিনি তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভালবাসিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে রূপমুগ্ধ যুবক যুবতীর মধ্যে সঞ্জাত প্রেম বা ভালবাসার সচরাচর যে পরিণাম ঘটে, এ স্থলে তাহার কিছুই ঘটিল না,—সে ভালবাসা ছিল নিষ্কাম বা কাম লালসা পরিশূন্য।

প্রেমিক বা কবির কবিত্ব বা প্রেমের সরস উৎস,—কোন না কোন নারীকে অবলম্বন করিয়াই উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে; এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। চণ্ডীদাসের অন্তরে কবিত্বের ফল্গুধারা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ছিল। রামীকে চক্ষের সম্মুখে আদর্শরূপে পাইয়া, তাহাকে ভালবাসিয়া, তাঁহার সেই প্রচ্ছন্ন প্রেম উৎস ও কবিত্ব শতধারে বিকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। তিনি শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে দেবী বাশুলীর নির্দ্দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, রামীকে অবলম্বনে প্রেমিক কবি হইলেন—কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বহু পদাবলী রচনা করিলেন।

এই রজকিনী রামীকে তিনি পাপ চক্ষে দর্শন করেন নাই, পবিত্র প্রেমের আশ্রয়রূপেই ভক্তি নম্র নেত্রে দর্শন করিতেন। চণ্ডীদাস তাঁহার স্বলিখিত পদের একস্থানে বলিয়াছেন—

………শুন রজকিনী রামি।
ও দুটী চরণ শীতল বলিয়া শরণ লইনু আমি॥
তুমি বেদবাদিনী হরের ঘরণী, তুমি যে নয়ন তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে, তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥

অপর পক্ষে ভক্তাগ্রগণ্য চণ্ডীদাসের প্রণয়িনী রজকিনী রামমণিও বড় সাধারণ রমণী ছিলেন

না। তিনি আশ্রয়হীনা, রূপলাবণ্য সম্পন্না, নব-যৌবনা কামিনী এবং জাতিতে ধোপানী হইলেও চরিত্রহীনা ছিলেন না। তিনিও চণ্ডীদাসের গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন। হৃদয়ের পবিত্র প্রেম অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। কলুষিত নেত্রে তাঁহার দিকে কখনও চাহিয়া দেখেন নাই। তাঁহারও যথেষ্ট কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনিও কবিত্বের অসাধারণ শক্তিতে ভারতের স্ত্রী-কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। রামী চণ্ডীদাসকে কত ভালবাসিতেন, তাঁহার রচিত নিম্নোক্ত কবিতা দৃষ্টে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে,
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুখ,
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটী সম কাল, মানি জঞ্জাল,
যুগতুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে,
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল,
শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা।
হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে,
নিমেষ দিয়াছে কেবা॥
যাহে সর্ব্বক্ষণ, হয় দরশন,
নিবারণ সেই করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক,
দোষ দিয়া বিধাতারে॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার,
সুহৃদ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা,
জগৎ দেখি আঁধার॥

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম সাময়িক। পদ কল্পতরু পাঠে জানা যায়,—বিদ্যাপতির গুণ শ্রবণে চণ্ডীদাস তাঁহার দর্শনে ইচ্ছুক হন। মিথিলাধিপতি রাজা শিবসিংহ, তাঁহার সভাপণ্ডিত বিদ্যাপতিকে সঙ্গে লইয়া এই সময়ে একবার গৌড়রাজ্য পরিদর্শনে আসেন। উভয়েই চণ্ডীদাসের গুণ গান শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য নান্নুরাভিমুখে যাত্রা করেন। এ দিকে চণ্ডীদাসও ঐ সংবাদ অবগত হইয়া কবি বিদ্যাপতিকে দেখিবার জন্য তদানীন্তন বঙ্গের রাজধানী মঙ্গল কোটের অভিমুখে রওনা হইলেন। ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে গঙ্গাতীরে এক বটবৃক্ষতলে উভয় কবির সাক্ষাৎ হইয়া যায় এবং উভয়ে উভয়কে বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলেন।

চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তবে চণ্ডীদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দৈবহি দুঁহুঁ দোঁহা দরশন পাওল, লেখহি না পারই কোই।
দুঁহুঁ দোঁহা নাম শ্রবণে তঁহি জানল রূপ নারায়ণ গোই॥
সময় বসন্ত যাম দিন মাঝহি বটতলে সুরধনী তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল পুলকে কলেবর গীর॥

চণ্ডীদাস চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনিতে ভালবাসিতেন। চণ্ডীদাস বাঙ্গালার আদি কবি না হইলেও তাঁহাকে সরল সহজ ভাষায় কাব্য রচনার আদি কবি বলা যায়। চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলা বর্ণনে যে কল্পনা শক্তি, রচনা পরিপাট্য, রস মাধুর্য্য ও সুললিত ছন্দ বন্ধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বলা চলে। মিথিলার বিদ্যাপতি, বাঙ্গালার চণ্ডীদাস অপেক্ষা নানা বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন সত্য কিন্তু সরল সুন্দর সরস ভাষায় চণ্ডীদাস যেরূপ মনোভাবের নিখুঁত ছবি চিত্রিত করিয়াছেন, বিদ্যাপতির পদাবলীতে তাহা দৃষ্ট হয় না। চণ্ডীদাস মনোরাজ্যের পরিদর্শক, আর বিদ্যাপতি বহির্জগতের চিত্রকর। একজন ভাবুক—অন্য জন দার্শনিক। একজন পণ্ডিত—অন্য জন স্বভাব কবি। বাঙ্গালার ভূষণ, এই ভক্ত ভাবুক কবি চণ্ডীদাস ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন।

বিদ্যাপতির জীবনী।

কবি-কুল-তিলক বিদ্যাপতি মৈথিলী ব্রাহ্মণ। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে মিথিলায় তাঁহার জন্ম হয়। অনেকে বলিয়া থাকেন বিদ্যাপতিও চণ্ডীদাসের ন্যায় বাঙ্গালী। তাঁহাদের বিশ্বাস তিনি শৈশবে বাংলা ত্যাগ করিয়া মিথিলায় গিয়া বাস করেন,—সেই জন্যই তাঁহার কবিতায় মাঝে মাঝে বঙ্গভাষাও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, নচেৎ তাঁহার কবিতা বা পদাবলীতে খাঁটী মৈথলী ভাষাই থাকিত। কিন্তু এ যুক্তি প্রমাণ সহ নয়,—তিনি যে বাঙ্গালী তাহার সবিশেষ প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় না।

অতি উচ্চ কুলে, খ্যাতনামা বংশে তাঁহার জন্ম। ধনে, জ্ঞানে, মানে—সকল বিষয়েই তাঁহাদের বংশ সমগ্র মিথিলা প্রদেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। তাঁহারা বংশানুক্রমে বহুদিন যাবৎ মিথিলার রাজ-মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির প্রপিতামহ বীরেশ্বর শুধু মন্ত্রীই ছিলেন না—তিনি মহাপণ্ডিতও ছিলেন। তাঁহার রচিত বীরেশ্বর পদ্ধতি অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্মণেরা আজও দশকর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহার পিতামহের নাম জয়দত্ত। তিনিও একজন খ্যাতনামা যশস্বী পণ্ডিত ছিলেন। লোকে তাঁহাকে যোগীশ্বর বলিয়া অভিহিত করিত।

বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতি। তিনিও একজন মহাপণ্ডিত। তৎকালীন রাজা গণেশ্বরের তিনি শুধু পরম বন্ধুই ছিলেন না, তাঁহার রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। রাজা গণেশ্বরের

মৃত্যুর পর, গণপতি তাঁহার স্বরচিত গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক পুস্তকখানি পরলোকগত বন্ধুর নামে উৎসর্গ করেন। তৎপরবর্ত্তী রাজা দেবসিংহের রাজত্বকালে পণ্ডিত গণপতিও গতায়ু হন। পিতার মৃত্যুর পর বিদ্যাপতি পিতার শূন্যপদে অর্থাৎ মিথিলেশ্বর দেবসিংহের রাজমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন।

দেবসিংহের পরলোকগমনের পর, তৎপুত্র শিবসিংহ মিথিলার রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। এই বিদ্যোৎসাহী রাজা বিদ্যাপতিকে কবিতা রচনায় উৎসাহিত করেন। তাঁহার উৎসাহেই বিদ্যাপতি বহু কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হন। গুণগ্রাহী রাজা বিদ্যাপতিকে বিসফী নামক গ্রাম দান করেন। এই গ্রাম বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গা জেলার সীতামারী মহকুমার অধীন, জারৈল পরগণার মধ্যে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। বিদ্যাপতি ঐ মনোরম স্থানে তাঁহার বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অধুনা তাঁহার বংশধরেরা এখানে আর বাস করেন না, তাঁহারা বর্ত্তমানে সোরাট নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। বিসফীতে বিদ্যাপতি প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শিবসিংহ মাত্র তিন বৎসর মিথিলার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন. তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নী লছিমাদেবী রাজপাটে উপবেশন করেন। স্বামীর ন্যায় রাণীও বিদ্যাপতির গুণানুরাগিণী ছিলেন। তিনিও স্বামীর ন্যায় কবিকে স্নেহ যত্ন ও তাঁহাকে কবিতা রচনায় উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বিদ্যাপতিও লছিমাদেবীকে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং মান্য করিতেন। তাঁহার বহু পদাবলীতেই রাণী লছিমাদেবীর নাম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস এই রাজ্ঞী লছিমাদেবীই বিদ্যাপতিকে কবি কণ্ঠহার উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। রাজানুগ্রহে উৎসাহিত এবং পরিপুষ্ট হইয়া কবি গঙ্গাবাক্যাবলী, কীর্ত্তিলতা, দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, বিভাগসার, পুরুষ পরীক্ষা, দানবাক্যাবলী, বিবাদসার, গয়াপত্তন প্রভৃতি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন।

বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। রাজা দেবসিংহ, রাজা শিবসিংহ, রাণী লছিমাদেবী, রাজা কীর্ত্তিসিংহ, রাণী বিশ্বাস দেবী, রাজা ভৈরব সিংহ প্রভৃতির রাজত্বকালে তিনি মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। অবশেষে রামভদ্র রাজসিংহাসনে বসিবার কিছুদিন পরে, ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে একশত ছয় বৎসর বয়সে বিদ্যাপতি ঠাকুর দেহরক্ষা করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

কথিত আছে, বিদ্যাপতি নিজের অন্তিমকাল আসন্ন বুঝিয়া গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করিবার জন্য স্বগ্রাম হইতে তদভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। বহুদূর আসিয়া তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। গঙ্গা তখনও দুইক্রোশ দূরে অবস্থিত। তিনি আর চলিতে অক্ষম হইয়া, মর্ম্মান্তিক যাতনায় কাতরকণ্ঠে গঙ্গাদেবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"মা! আমি তোমার জন্য এতদূর আসিলাম, আর তুমি কি আমার জন্য এই দুই ক্রোশ আসিতে পারিবে না?" প্রবাদ আছে, মা সন্তানের ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন,—সেই রাত্রিতেই গঙ্গাদেবী তথায় আসিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি ঠাকুর যে গ্রামে তাঁহার নশ্বর দেহ রাখিয়া অনন্তধামে চলিয়া যান, সেই গ্রামের নাম সাহিত বাজিতপুর।

———

মহাজন-পদাবলী

প্রথম খণ্ড

চণ্ডীদাস

শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ।

পরস্পর সখীর উক্তি।

ধানশী।

যমুনা যাইয়া, শ্যামেরে দেখিয়া,
ঘরে আইলা বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ধেয়ায় শ্যামের রূপখানি॥
নিজ করোপর, রাখিয়া কপোল,
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটী নয়নে, বহিছে সঘনে,
শ্রাবণে মেঘেরি ধারা॥
হেনকালে তথা, আইলা ললিতা,
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া, ব্যথিত হইয়া,
তুলিয়া লইল কোরে॥
নিজ বাস দিয়া, মুছিয়া পুছয়ে,
মধুর মধুর বাণী।
আজু কেন ধনি, হয়েছ এমনি,
কহ না কি লাগি শুনি॥
আজ মনসুখে, হাসি বিধুমুখে,
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল, কাঁদিয়া ব্যাকুল,
কেমন করিছে প্রাণ॥
চাঁচর চিকুর, কভু না সম্বর,
কেন হৈলে অগেয়ান।
চণ্ডীদাস কহে, বেজেছে হৃদয়ে,
শ্যামের পিরীতি বাণ॥ ১॥

লালসা ধানশী।

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার,
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায়॥

নায়ক-নায়িকার সন্মিলনের পূর্ব্বদর্শন ও শ্রবণাদিজনিত রতির উন্মীলনকে পূর্ব্বরাগ বলে।

ধেয়ায়—ধ্যান করে। পারা—মত। কোরে—কোলে।

পূর্ব্বরাগ,—লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়িমা, বৈরাগ্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা হয়।

রাই এমন কেন বা হইল।
গুরু তুরুজন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল ॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসাঞা পড়ে ॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাড়য়ে লালসে,
না বুঝি তাহার ছলা ॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে,
হাত বাড়ায়েছে চাঁদে।
চণ্ডীদাস কয়, করি অনুনয়,
ঠেকেছে কালীয়ার ফাঁদে ॥ ২ ॥

সিন্ধুড়া।

(ওগো) রাধার কি হল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়ে বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা ॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমত যোগিনী পারা ॥
এলাইয়া বেণী, ফুলয়ে গাঁথনি,
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হরিষ বয়ানে, চাহে মেঘপানে,
কি কহে দু'হাত তুলি ॥
এক দিঠি করি, ময়ূর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বন্ধুর সনে ॥ ৩ ॥

মুখরা উক্তি।

ধানশী।

সোনার নাতিনী, এমন যে কেনি,
হইলা বাউরি পারা।
সদাই রোদন, বিরস বদন,
না বুঝি কেমন ধারা ॥
যমুনা যাইতে, কদম্ব তলাতে,
দেখিল সে কোন জনে।
যুবতী জনার, ধরম-নাশক,
বসি থাকে সেই খানে ॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের, কলঙ্ক রাখিলে,
চাহিয়া তাহার পানে ॥
একে কুলনারী, কুল আছে বৈরী,
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে, কুল শীল নাশে,
কালিয়ার প্রেম-মধু ॥ ৪ ॥

সখীদের পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তি।

ধানশী।

কালিয়া বরণ, হিরণ পিন্ধন,
যখন পড়য়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া, কান্দয়ে ধরিয়া,
সব সখী জনে জনে ॥

তুরুজন—তুর্জ্জন।

দেব পাইল—দেবতার আবেশ হইল, ভূতে পাইল।

পারা—(পানা) তুল্য, মত।—অর্থাৎ যোগিনীর মত।

দিঠি—দৃষ্টি।

নিজের কেশ, মেঘ ও ময়ূরের বর্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সাদৃশ্য দেখিয়া বিভোর হইতেছেন।

মুখরা—শ্রীরাধিকার মাতামহী।

বাউরী—পাগলিনী।

বড়ুয়া—বড়লোকের, রাজার।

কেহ কহে মাই, ওঝা দে ঝাড়াই,
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে, কহিলে না টুটে,
সে যে বৃষভানু সুতা॥
রক্ষ-মন্ত্র পড়ে, নিজ চুলে ঝাড়ে,
কেহ বা কহয়ে ছলে।
আনি দিব তোরে, নিচয়ে কহি রে,
কালার গলার ফুলে॥
কহে চণ্ডীদাসে, আন উপদেশে,
কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে, পাইবে চেতনে,
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা॥ ৫॥

সখীবাক্য।

বালা ধানশী।

এ সখি সুন্দরি কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয়॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়ে উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি॥
মৌন করিয়া তুমি কি ভাবিছ মনে।
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কহে বুঝিলাম নিশ্চয়।
পশিল শ্রবণে বাঁশী অতত্ত্ব সে হয়॥ ৬॥

তথা রাগ।

অঙ্গ পুলকিত, ঘরম সহিত,
অঝরে নয়নে ঝরে।
হেন অনুমানি, কালরূপ খানি,
তোমারে করিয়া ভোরে॥
শুন শুন রাই, কহি তুয়া ঠাঁই,
ভাল না দেখি যে তোরে।
সতী কুলবতী, তোমার খেয়াতি,
আছয়ে গোকুলপুরে॥

দেখি নানা দশা, অঙ্গ যে বিবশা,
নহে ত ভাল ব্যাভারে।
সে বর নাগর, রসের সাগর,
কিবা না করিতে পারে॥
ইহাতে এখন, দেখিবে কেমন,
নাহি লাজ গুরুভয়।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম নব রস,
বুঝিলে বুঝন নয়॥ ৭॥ *

নাম শ্রবণ। † শ্রীরাধিকার উক্তি।

কামোদ।

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়ানে হেরিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে চাহি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী-কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায়॥ ৮॥

মাই—ভাই। বড়ু—ব্রাহ্মণ বালক চণ্ডীদাস।

* এই পদ দুইটি পদ-কল্পতরু বা অন্য কোন গ্রন্থে নাই, ইহা রসপর্য্যায় নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইল।

† বন্দি, দূতী ও গীত হইতে শ্রবণ হয়।

পরতাপে—প্রতাপে।

ঐছন—ঐরূপ।

যাচায়—যৌবন দান করে।

চিত্রপটে দর্শন।

তিরোথা ধানশী।

হাম সে অবলা, হৃদয়ে অখলা,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখাল আনি॥
হরি হরি এমন কেন বা হৈল।
বিষম বাড়ব, আনল মাঝারে,
আমারে ডারিয়া দিল॥
বয়স কিশোর, বেশ মনোহর,
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন-যুগল, করয়ে শীতল,
বড়ই রসের কূপ॥
নিজ পরিজন, সে জন আপন,
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে, পশিল পরাণে,
বুক বিদরিয়া মরি॥
চাহি ছাড়াইতে, ছাড়া নাহি চিতে,
এখন করিব কি।
কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম নবরূপে,
ঠেকিলা রাজার ঝি॥ ৯॥

স্বপ্নে দর্শন।

বিভাষ।

আমি ত অবলা, তাহে এত জ্বালা,
বিষম হইল বড়।
নিবারিতে নারি, গুমরিয়া মরি,
তোমারে কহিনু দড়॥
সহজে আপন, বয়স যেমন,
আন নহে হাম জানি।
স্বপনে ভাবিয়া, সে রূপ কালিয়া,
না রহে আপন প্রাণী॥
সই! মরণ ভাল।
সে বর নাগর, মরমে পশিল,
ভাবিতে হইল কাল॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
এই ত রসের কূপ।
এক কীট হয়ে, আর দেহ পায়ে,
ভাবিয়া তাহার রূপ॥ ১০॥

সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্য চিত্রে, চ স্যাৎ স্বপ্নাদৌচ দর্শনম্—অর্থাৎ দর্শন তিন প্রকার—সাক্ষাদ্দর্শন, চিত্রপটে দর্শন এবং স্বপ্নাদিতে দর্শন।
বসিয়া নিকটে, লিখি চিত্রপটে,—পাঠান্তর।
বাড়ব—বাড়বাগ্নি।
ডারিয়া—ফেলিয়া (ডালিয়া)।
বেশ—রূপ।

ভাবিয়া—দর্শন করিয়া।
বাশুলী—বাশুলী দেবী।
যেমন তৈলপায়ী পোকা কাঁচপোকা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহার রূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহারই ন্যায় দেহ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ।

প্রথম দর্শন।

গান্ধার।

সই কি আজু দেখিনু রঙ্গ।
আজি গিয়াছিনু, যমুনারি কূলে,
দুই চারি জন সঙ্গ॥
এক কালা দেহ, বসন ভূষণ,
চূড়াটি টলিয়া বামে।
হেরম্ব অনুজ, তাহে আরোপিত,
বেড়িয়া কুসুম দামে॥
তার মাঝ দিয়া, ময়ূরের পাখা,
হেলিয়া দুলিছে বায়।
যেমন রবির, সু-তার রঙ্গ,
লহরী তেমতি প্রায়॥
তাহে শশধর, মলয় চন্দন,
তার মাঝে গোরোচনা।
তাহার সৌরভ, পেয়ে অলিকুল,
করে আসি আনাগোনা॥

নাসা খগ জিনি, রূপ অনিকিণী,
এ দুই নহিলে নয়।
আকর্ণ পূরিত, যে দুটী লোচন,
চঞ্চলে শোভিত তায় ॥
কটাক্ষে মিশালে, হাসির হিল্লোলে,
অমিয়া বরিখে রাশি।
দেখিয়া সে রূপ, হেন মনে করি,
সদা থাকি নিশিদিশি ॥
গলে বনমালা, কিবা করে আলা,
যমুনা দুকূল ভরি।
পীতবাস অতি, কাঞ্চন মূরতি,
করেতে মুরলী ধরি ॥
এত দিন বসি, গোকুল নগরে,
না দেখি না শুনি কানে।
এমন মূরতি, গড়ে কোন বিধি,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ১১ ॥

সাক্ষাদ্দর্শন।

কামোদ।

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়া ত কোটি কাম,
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ (৩) ধনু ভঙ্গী ঠাম, নয়ানকোণে পূরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি ॥
সই! এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সে মূরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি,
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান ॥
এ বড় কারিগরে, কুন্দিল তাহারে,
প্রতি অঙ্গ মদনের শরে।
যুবতী-ধরম, ধৈর্য্য ভুজঙ্গম,
দমন করিবার তরে ॥

ভাঙ—ভ্রূ।

অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে, মালা বিরাজিত,
কি দিব উপমা তার ॥
নাভির উপরে, লোমলতাবলী,
সাপিনী আকার শোভা।
(৪) উরুর বলনী, রাম কদলী,
ইন্দ্রধনুক আভা ॥
চরণ-নখরে, বিধু বিরাজিত,
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া, সে রূপ দেখিয়া,
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥ ১২ ॥

কামোদ।

স্বজনি কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুলনন্দন, হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরুমূলে ॥
গোকুলনগর মাঝে, আর যে রমণী আছে,
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি,
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা ॥
মল্লিকা-চম্পক-দামে, চূড়ার টালনী বামে,
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে, সুন্দর সৌরভ পেয়ে,
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে ॥
সে কি রে চূড়ার ঠাম, কেবল যেমন কাম,
নানা ছাঁদে বাঁধে পাক মোড়া।
শিরে বেড়ল বৈনানজালে, নবগুঞ্জামণিমালে,
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া ॥

ভুরুর বলনী, কামধেনু জিনি। (কোন পুস্তকের এই পাঠ)।

বলনী—গঠন।

টালনী—হেলন। যৈছন—যেরূপ।

সোপিয়ে বেনানি জাল—পাঠান্তর।

পায়ের উপর থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা,
গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু চণ্ডীদাস কয়, না হইল পরিচয়,
রসের নাগর বড় কালা ॥ ১৩ ॥

কামোদ।

জলদ-বরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু,
উদয় হ'য়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উতরোল,
নিমিখে নিমিখ নাহি হয় ॥
সখি! দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভাবে সে নাগরী, হয়েছে পাগলী,
সকল লোকেতে বলে ॥
কিবা সে চাহনি, ভুবন-ভুলানী,
দোলে গলে বনমালা।
মধুর লোভে, ভ্রমর বুলে,
বেড়িয়া তঁহি রসালা ॥
দুইটী মোহন, নয়নের বাণ, *
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে, ঘুচায়ে ধরমে,
পরাণ সহিত টানে ॥
চণ্ডীদাস কয়, ভুবনে না রয়,
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল, সে জন ভুলিল,
কি তার কুল বিচার ॥ ১৪ ॥

ধানশী।

শ্যামের বদনের ছটার কিবা ছবি।
কোটি মদন জনু, জিনিয়া শ্যামের তনু,
উদইছে যেন শশী রবি ॥

উতরোল—ব্যগ্র।

বুলে—ভ্রমণ করে।

* দুইটি লোচন, মদনের বাণ,
পাঠান্তর।

কিবা সে শ্যামের রূপ, সুধাময় রসকূপ,
নয়ন জুড়াল যাহা চাঞা।
হেন মোর মনে লয়, যদি লোকভয় নয়,
কোলে করি যেয়ে ধাঞা ॥
শ্যামের মুরলী, করিল পাগলী,
রহিতে নারিনু ঘরে।
সবারে বলিয়া, বিদায় লইব,
কি করিব সোদর পরে ॥
ধরম করম, দূরে তেয়াগিনু,
মরমে লাগিল যে।
চণ্ডীদাসে ভণে, আপনার মনে,
বুঝিয়া করিবে সে ॥ ১৫ ॥

কামোদ।

সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো,
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা, খঞ্জন আনিল রে,
চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেহা ॥
সে থেহা নিঙাড়ি কেবা, মুখ বনাইল রে,
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা, ওষ্ঠ গঢ়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করী শুণ্ড ॥
কম্বু জিনিয়া কেবা, কণ্ঠ বনাইল রে,
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা, সারদ্র বনাইল রে,
ঐছন দেখি পীতাম্বর ॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা, রতন বসাইল রে,
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কেবা, সুষমা করেছে রে,
এমতি তনুর দেখি আভা ॥

থেহা—স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য।

আরদ্র—হরিদ্রা।

আদলি উপরে কেবা, কদলী রোপল রে,
ঐছন দেখি উরুযুগে।
অঙ্গুলি উপরে কেবা, দর্পণ বসাইল'রে,
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগে ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

তুড়ী।

পথে জড়াজড়ি, দেখিনু নাগরী,
সখীর সহিতে যায়।
সকল অঙ্গ, মদন-রঙ্গ,
হসিত বদনে চায় ॥
সই! কে বল মোহিনী সেহ।
যদি সহায় পাই, এমতি হয়,
তা সঙ্গে করিয়ে লেহ ॥
নীল মুকুতা, হার বেকতা,
শোভিত দেখিনু ভাল।
যেন তারাগণ, উদিত গগন,
চাঁদেরে বেড়িয়া জাল ॥
কুচ যে মণ্ডলী, কনক-কটোরি,
বনালে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি, মনের খুসি,
দান করে যদি দাতা ॥
চণ্ডীদাস কহে, যদি দান নহে,
কি জানি মাগিবা তায়।
ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে,
তিমিরে লাগয়ে ভয় ॥ ১৭ ॥

মদনতরঙ্গ (পাঠান্তর)।
লেহ—প্রেম।
যে ধন মাগিয়ে, তাহা না পাইয়ে, আশ রহি যায়।—ইতি পাঠান্তর।

সখীর প্রতি কৃষ্ণের বাক্য।

তুড়ী।

বেলি অসকালে, দেখিনু যে ভালে,
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ায় কেবল, নয়ন-যুগল,
চিনিতে নারিনু কে ॥
সই! সে রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা, বসন-শোভা,
পাসরিতে নারি তারে ॥
বাম অঙ্গুলিতে, মুকুর সহিতে,
কনক-কটোরি তাথে।
সিঁথায় সিন্দূর, নয়ানে কাজর,
মুকুতা শোভিত মাথে ॥
নীল শাড়ী, মোহনকারী,
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে, সঁপিনু চরণে,
দাস মনে করি আশ ॥
কুচযুগ গিরি, কনক-কটোরি,
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায়, চমকিয়া চায়,
ঘন না চাহে লোকলাজে ॥
কিবা সে ভঙ্গিমা, কি দিব উপমা,
চলন মন্থর গতি।
কোন ভাগ্যবানে, পাইয়াছে দানে,
ভজিয়া সে উমাপতি ॥
চণ্ডীদাসে কয়, মূরতি এ নয়,
বধিতে নাগর জনে।
অমিয়া ছানিয়া, যতন করিয়া,
গড়িল সে অনুমানে ॥ ১৮ ॥

বেলি—বেলা।
অসকালে—অবসানে।
ভালে—ভাগ্যক্রমে।
কটোরি—বাটী।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

বিভাষ।

সেই কোন বিধি, আনি সুধা নিধি,
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী, অবশ তখনি,
মূরছি পরলুঁ হামে॥
সই! আর কি বলিব আমি।
সে তিন আখর, কৈল জরজর,
হইল অন্তরগামী॥
সব কলেবর, কাঁপে থর থর,
ধরণ না যায় চিত।
কি করি কি বলি, বুঝিতে না পারি,
শুনহ পরাণ-মিত॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
সেই যে নবীন বালা।
তার দরশনে, বাড়িল দ্বিগুণে,
পরশে ঘুচিবে জ্বালা॥ ১৯॥

আশাবরী।

রমণীর মণি, পেখিনু আপনি,
ভূষণ সহিতে গায়।
দেখিতে দেখিতে, বিজুরি ঝলকে,
ধৈরজে ধৈরজ যায়॥
সই! চাহনি মোহিনী থোর।
মরমে বাঁধিনু, হেরিয়া ভুলিনু,
রূপের নাহিক ওর॥
বদন চাঁদ, কামের ফাঁদ,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কাঁদে।
কেশের আগ, চুম্বয়ে টাগ,
ফিরিয়া ফিরিয়া বাঁধে॥
বসন খসয়ে, অঙ্গুলি চাপয়ে,
কর সে কড়ছে থুইয়া।
দেখিয়ে লোভয়ে, মদন ক্ষোভয়ে,
কেমনে ধরিব হিয়া॥
জলের কান্ধারে, কেশের আন্ধারে,
সাপিনী লাগয়ে মোয়।
কেমনে কামিনী, আছয়ে আপনি,
এমন সাপিনী থোয়॥
দশন-কাঁতি, মুকুতা-পাঁতি,
হাসিতে উগারে শশী।
পরাণ-পুতলী, হইল পাগলী,
মরমে রহিল পশি॥
শূন্য যে হিয়া, রহল পড়িয়া,
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডীদাসে কয়, ফিরি দেখা হয়,
তবে সে পরাণ রয়॥ ২০॥

তুড়ী।

থির বিজুরী, বরণ গৌরী,
পেখনু ঘাটের কূলে।
কানড় ছান্দে, কবরী বান্দে,
নবমল্লিকার মালে॥
সই! মরম কহিয়ে তোরে।
আড় নয়ানে, ঈষৎ হাসিয়া,
বিকল করল মোরে॥
ফুলের গেঁড়ুয়া, লুফিয়া ধরয়ে,
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচযুগ, বসন ঘুচায়ে,
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণ-কমলে, মল্ল তোড়ল,
সুন্দর যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে, হৃদয় উল্লাসে,
পুনঃ কি হইবে দেখা॥ ২১॥

বিজুরি—বিজলী। থোর—অল্প।
ধৈরজ—পাঠান্তর ধৈরজে ধৈরজ যায়।
টাগ—জঙ্ঘা।

কড়ছে—কটিদেশে।
থির—স্থির। মল্ল তোড়ল—তোড়া, মল।

তুড়ী।

কনক-বরণ, কিয়ে দরপণ,
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত, চাঁদ যে শোভিত,
সিন্দুর অরুণ আর ॥
সই! কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার ভিতর, কাটিয়া পাঁজর,
মরমে রহল পশি ॥
গলার উপর, মণিময় হার,
গগন মণ্ডল হেরু।
কুচযুগ--গিরি, কনক-গাগরি,
উলটি পড়ল মেরু ॥
গুরু সে উরুতে, লম্বিত কেশ,
হেরি যে সুন্দর তার।
চরণের ফুল, হেরিয়া দুকূল,
জলদ শোভিত ধার ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
হেরিয়া নখের কোণে।
জনম সফলে, যমুনার কূলে,
মিলায়ল কোন জনে ॥ ২২ ॥

ধানশী।

সজনি! ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গৌরী, নবীন কিশোরী,
নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥
শুন হে পরাণ, সুবল সাঙ্গাতি,
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা ॥
অঙ্গের বসন, করেছে আসন,
আলাএ্যে দিয়াছে বেণী।

নিছনি—বালাই। গাগরী—কলসী।
উরজ উরুতে, লম্বিত কেশ, হেরিয়া সুন্দর তার।
—পদকল্পতরুর পাঠ।

উচ কুচ-মূলে, হেম হার দোলে,
সুমেরু শিখর জিনি ॥
সিনিয়া উঠিতে, নিতম্ব তটিতে,
পড়েছে চিকুররাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার, কনক চাঁদার,
শরণ লইল আসি ॥
কিবা সে দুগুলি, শঙ্খ ঝলমলি,
সরু সরু শশি-কলা।
সাজিতে উদয়, শুধু সুধাময়,
দেখিয়া হইনু ভোলা ॥
চলে নীল শাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি,
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর, হিয়া নহে থির,
মনমথ জ্বরে ভোর ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
শুন হে নাগর চাঁদা।
সে যে বৃষভানু, রাজার নন্দিনী,
নাম বিনোদিনী রাধা ॥ ২৩ ॥

কামোদ।

সখীগণ সঙ্গে, যায় কত রঙ্গে,
যমুনা-সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাবয়ে,
ঝঙ্কার করয়ে ফিরি ॥
নানা আভরণ, মণির কিরণ,
সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী, বরণ বিজুরী,
সদাই মনেতে জাগে ॥

সিনিয়া—স্নান করিয়া।
শ্রীরাধার কেশরাশির উপমাস্থলে কবি বলিতেছেন—যেন কেশের ঘোর কৃষ্ণবর্ণে পরাজিত হইয়া অন্ধকার রোদন করিয়া কনক-চন্দ্রের শরণ লইল।
দুগুলি—যোড়া।
বিজুরী—বিদ্যুৎ।

সই ! সে নব রমণী কে ।
চকিত হেরিয়া, জ্বলতহি হিয়া,
ধরিতে নারিয়ে দে ॥
পুনঃ না হেরিলে, না রহে জীবন,
তোমারে কহিনু বড় ।
কহে চণ্ডীদাস, পূরাহ, লালস,
নাগর চতুর বড় ॥ ২৪ ॥

তুড়ী ।

তড়িত-বরণী, হরিণ-নয়নী,
দেখিনু আঙ্গিনা-মাঝে ।
কিবা বা দিয়া, অমিয়া ছানিয়া,
গড়িল কোন বা রাজে ॥
সই ! কিবা সে সুন্দর রূপ ।
চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে,
বড়ই রসের কূপ ॥
সোনার কটোরি, কুচযুগ গিরি,
কনক-মন্দির লাগে ।
তাহার উপরে, চূড়াটী বানালে,
সে আর অধিক ভাগে ॥
কে হেন কারিগর, বানাইল ঘর,
দেখিতে নারিনু তারে ।
দেখিতে পাইতু, শিরোপা করিতু,
এমতি মন যে করে ॥
হৃদয়ে আসিল, বেকত হইল,
দেখিতে পাইনু সে ।
ঐছন মন্দিরে, শয়ন করে যে,
সে মেনে নাগর কে ॥
হিয়ার মালা, যৌবন ডালা,
পসারী পসায়ল যেন ।
চাকুতে কাটিয়া, চাক যে করিয়া,
তাহাতে বৈসাল হেন ॥
অধর-সুধা, পড়িছে জুদা,
দশন মুকুতা শশী ।
মোর মনে হয়, এমত করয়,
তাহাতে যাইয়া পশি ॥
চণ্ডীদাসে কয়, ও কথা কি হয়,
মরম কহিলে বটে ।
আর কার কাছে, কহ যদি পাছে,
তবে যে কুৎসা রটে ॥ ২৫ ॥

তুড়ী ।

নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরী,
চমকি চলিয়া গেল ।
সঙ্গের সঙ্গিনী, সকল কামিনী,
ততহি উদিত ভেল ॥
সই ! জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী ।
ভঙ্গিম রঙ্গিমা, ঘন যে চাহনি,
গলে যে মোতিম হারি ॥
অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাবয়ে,
ঝঙ্কার করয়ে যাই ।
অঙ্গের বসন, ঘুচায়ে কখন,
কখন ঝাঁপয়ে তাই ॥
মনের সহিতে, পরম কৌতুকে,
সখীর কান্ধেতে বাহু ।
হাসির চাহনি, দেখালো কামিনী,
পরাণ হারানু তহুঁ ॥
চলন-ভঙ্গী, অতি সুরঙ্গী,
চাপটিল জীবন মোর ।
অঙ্গুলির আগে, চাঁদ যে ঝলকে,
পড়িছে উছলি জোর ॥

দে—দেহ ।
কাজে—পাঠান্তর রাজে ।
চূড়া—স্তনের চুচুক [বোঁটা] মন্দিরের চূড়ার ন্যায় ।

জুদা—ভিন্ন ।
বিজুরী—বিদ্যুৎ ।
মোতিম—মুকুতা ।

চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে,
দারুণ চাহনি তারি।
হিয়ার ভিতরে, কাটিয়া পাঁজরে,
বিঁধিল বাণ যে মারি॥
জরজর হিয়া, রহিল পড়িয়া,
চেতন নাহিল মোর।
চণ্ডীদাস কয়, ব্যাধি সমাধি নয়,
দেখিয়া হইলুঁ ভোর॥ ২৬॥

গান্ধার।

বদন সুন্দর, যেন শশধর,
উদিত গগনে হয়।
ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে,
তিমিরে লাগয়ে ভয়॥
নয়ান চালনি, বিভঙ্গি সে ধনি,
তিখিণী তিখিণী শর।
দেখিয়া অন্তর, উপজিল তর,
মদন পাইল ডর॥
সই! কে বলে কুচযুগ বেল।
সোনার গুলি, শোভয়ে ভালি,
যুবক বধিতে শেল॥
আজানুলম্বিত, করিবর শুণ্ডিত,
কনক ভুজ যে সাজে।
হেরিয়া মদন, গেল সে সদন,
মুখ না তুলিল লাজে॥
মাঝা ডম্বুর, সিংহিনা আকার,
নিতম্ব বিমান-চাক।
চরণ কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে,
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক॥

অঙ্গুলীর মাঝে, যাবক সাজে,
মিহির শোভিত জনু।
চণ্ডীদাসে কয়, কি জানি কি হয়,
লিখিতে নারিলুঁ তনু॥ ২৭॥

তথা রাগ।

একে যে সুন্দরী, কনক-পুতলী,
খঞ্জন লোচন তার।
বদন-কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে,
তিমির কেশের ভার॥
সই! নবীনা বালিকা সে।
দৈবে উপজিল, দেখিতে না পাইল,
সুমতি না দিল কে॥
নজরে নজরে, পরাণে পরাণে,
ধৈরজ উঠায়ল যে।
সঙ্গে কেহ নাই, শুন কহি ভাই,
কাহারে শুধাবে কে॥
দন্তটি যে, দাড়িম বীজে,
ওষ্ঠ বিম্বক শোভা।
দেখিয়া যুবকে, মদন কুহকে,
মন যে হইল লোভা॥
গলায় মাল, শোভিছে ভাল,
তাম্বুল বদনে তার।
চর্ব্বিত চর্ব্বণে, পড়িছে বদনে,
শোভিত পিন্ধন ধার॥
চণ্ডীদাস বলে, গিয়াছিল জলে,
আইল পরাণ ঘরে।
রাজার ঝিয়ারী, সুন্দরী নারী,
তুমি কি করিবে তারে॥ ২৮॥

তিমির পাইল ভয় (পাঠান্তর।)
বিষের ধায়নি (পাঠান্তর) বিষের।
ধারনি—বিষমাখান।
তিখিণী—তীক্ষ্ণ।
বিমান চাক—রথের চাকা।

যাবক—আলতা। জনু—যেন।
বুলয়ে—ভ্রমণ করে।
নয়ন উজোরে—পরশ ছটায় (পাঠান্তর)।
পিন্ধন—পিঙ্গল (পাঠান্তর)।

তুড়ী।

চম্পক-বরণী, বয়সে তরুণী,
হাসিতে অমিয় ধারা।
ভুচিত্র বেণী, দুলিছে যনি,
কপিলা চামর পারা॥
সখি! যাইতে দেখলুঁ ঘাটে।
জগত-মোহিনী, হরিণ-নয়নী,
ভানুর ঝিয়ারী বটে॥
হিয়া জরজর, খসিল পাঁজর,
এমতি করিল বটে।
চলল কামিনী, বঙ্কিম চাহনি,
বিঁধিল পরাণ তটে॥
না পাই সমাধি, কি হইল ব্যাধি,
মরম কহিব কারে।
চণ্ডীদাস কয়, ব্যাধি সমাধি হয়,
পাইবে যবে তারে॥ ২৯॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

রাধার প্রতি বড়াই বচন।

তিরোথা ধানশী।

সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে তুঁহারি নাম॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত॥
সে যে অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর॥
যদি বা পুছিয়ে বাণী।
উলট করয়ে পাণি॥
[এ ধনি] করিয়ে তোঁহারি রীতে।
আন না বুঝিবি চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥ ৩০॥

যনি—যেন। কপিলা—গাভীবিশেষ।
ভানু—বৃষভানু।

অস্য সাধারণ্য দূত্যো।
বীরাগ্যাকথিতা হরেঃ॥

অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণের বীরা, বৃন্দা প্রভৃতি সাধারণ দূতী অর্থাৎ স্বপক্ষপাতিনী।
গাত—গাত্র।

এ ধনি এ ধনি বচন শুনি।
নিদান দেখিয়া আইলুঁ পুনিঃ॥
দেখিতে দেখিতে বাড়ল ব্যাধি।
যত তত করি না হয় সুধি॥
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর।
না খায় আহার না পিয়ে নীর॥
সোনার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙারি সোঙারি তোহারি নাম॥
না চিহ্নে মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলী আছয়ে চাই॥
তুলা আনি দিলুঁ নাসিকা-মাঝে।
তবে সে বুঝিলুঁ শোয়াস আছে॥
আছয়ে শোয়াস না রহে জীব।
বিলম্ব না সরে আমার দিব॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরণে ঔষধ রাধা॥ ৩১॥

এই পদে দূতী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের উদ্বেগ দশা বর্ণিত হইয়াছে। উদ্বেগ দশার লক্ষণ "তত্র তোঁহারি নাম" চিন্তা। "লোচনে ঝরয়ে নীর" অশ্রু ইত্যাদি।

হস্তলিখিত পুস্তকে আইলাম স্থানে "আইলুঁ", বুঝিলাম স্থানে "বুঝিলুঁ", এই প্রকার পাঠই আছে। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে আইনু, বুঝিনু প্রভৃতি পাঠ দেখা যায়; তাহা সঙ্গত বোধ হইল না বলিয়া হস্তাক্ষর দৃষ্টে পাঠই রাখা হইল। চীর—বস্ত্র।

শোয়াস—শ্বাস। জীব—জীবন। দিব—দিব্য, এই পদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মোহদশা বর্ণিত হইয়াছে। মোহদশার লক্ষণ "মোহে বিচিত্রতা প্রোক্তা নিশ্চল্য-পতনাদিকৃৎ" কাঠের পুতলী আছয়ে চাই, ইহাই নিশ্চল্য।

সুহই।

হেদে লো সুন্দরি, প্রেমের আগরী,
শুনহ নাগর কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া, তোঁহারি লাগিয়া,
কাঁন্দিয়া আকুল তথা॥
রাই রাই করি,* ফুকারি ফুকারি,
পড়ই ভূমির তলে।
ধরি মোর করে, কহয়ে কাতরে,
কেমনে সে ধনি মিলে॥
রাই! অতএ আইলুঁ আমি।
কানুর পিরীতি, যতেক আরতি,
যাইলে জানিবে তুমি॥
প্রেম অমিয়া, বাড়াহ উহারে,
তোমারে কে করে বাধা।
চণ্ডীদাস বলে, রাখি কুলে শীলে,
পূরাহ মনের সাধা॥ ৩২॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য।

বণিকিনী বেশে মিলন।

সিন্ধুড়া।

নাগর আপনি, হৈলা বণিকিনী,
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন, আমলকী বর্ত্তন,
যতন করিয়া আনে॥
কেশর যাবক, কস্তুরী দ্রাবক,
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা সুকুঙ্কুম, কর্পূর চন্দন,
আনিল মুথা শিকড়॥
থালিতে করিয়া, আনিল ভরিয়া,
উপরে বসন নিয়া।
মিছামিছি করি, ফিরে বাড়ী বাড়ী,
ভানুর দুয়ার দিয়া॥
চুবক লইবে, ফুকারি কহয়ে,
আইল দাসী যে তবে।
মোদের মহলে, দেহ আনি বলে,
অনেক নিতে যে হবে॥
থালিতে ধরিয়া, আনিল লইয়া,
যেখানে নাগরী বসি।
চুয়া সুচন্দন, করহ রচন,
বেণানী মনেতে খুসী॥
চন্দন চুবক, লইবে কতেক,
জানিতে চাহিয়ে আমি।
সকলি লইব, বেতন সে দিব,
যতেক আনহ তুমি॥
আমলকী হাতে, দিল যে মাথে,
ঘসিতে লাগিল কেশ।
ঘসিতে ঘসিতে, শ্রম যে হইল,
নাগরী পাইল ক্লেশ॥
সুমধুর বাণী, কহে সে বেণ্যানী,
চুয়া মাখিবার তরে।
চুল যে ঝাড়িয়া, হাত নামাইয়া,
মাথায় হৃদয়োপরে॥
পরশে নাগরী, হইলা আগরি,
পড়িয়া বেণ্যানী কোরে।
নিদ সে আইল, অতি সুখ হৈল,
সব শ্রম গেল দূরে॥
বেণ্যানী বলে, গেল সে বেলে,
যাইতে চাহিয়ে ঘরে।
উঠিয়া নাগরী, বসন সম্বরি,
কহে কি লাগিবে মোরে॥
বট আনিবারে, কহিল সখীরে,
শুনিয়া নাগর-রাজে।

---

* সংস্কৃত রাধী ও রাধিকা শব্দ প্রাকৃত ভাষায় রাহী ও রাহিয়া শব্দ হয়। এই রাহীশব্দের অপভ্রংশ রাই শব্দ বুঝিতে হইবে। যেমন সংস্কৃত সখি প্রাকৃত সহি—সই।

অতএ—অতএব।

আমলা বণ্টন—পাঠান্তর।

মাথায় কুশের পরে—পাঠান্তর।

কহে না লইব, আর ধন নিব,
না কহি তোমারে লাজে ॥
কহ না কেনে, কি আছে মনে,
শুনিতে চাহিয়ে আমি।
থাকিলে পাইবে, নতুবা যাইবে,
থির হৈয়া কহ তুমি ॥
বেণ্যানী কহয়ে, হিয়ার ভিতরে,
বড় ধন আছে সেহ।
কৃপা যে করিয়া, বাস উঘারিয়া,
সে ধন আমারে দেহ ॥
তখন নাগরী, বুঝিল চাতুরী,
হাসিয়া আপন মনে।
গন্ধের বেতন, হইল এমন,
জীবন যৌবন টানে ॥
কর সমাধান, বুঝিলাম কান,
আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে, মারহ প্রাণে,
কেবা শিখাইল তোরে ॥
পরের নারী, আশ যে করি,
মরহ আপন মনে।
কোথা বা হৈয়াছে, কেবা বা পা'ঞাছে,
না দেখিয়ে কোন স্থানে ॥
চণ্ডীদাসে কয়, কত ঠাঞি হয়,
যাহাতে যাহাতে বনে।
যৌবন-ধনে, কেবা বা মানে,
সোঁপয়ে যে প্রাণে প্রাণে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাদিয়া-বেশে মিলন।

বরাড়ী।

বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাড়ি ঢাকনী, বাহির করয়ে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে ॥

রাখহ—পাঠান্তর।

বিষহরি বলি দেই কর।
শুনিয়া যতেক বালা, দেখিতে আইল খেলা,
খেলাইছে মাল-পুরন্দর ॥ ধ্রু ॥
সাপিনীরে দেয় থোব, সাপিনীর বাড়ে কোপ,
উঠে দণ্ড ধরিয়া যে ফণা।
অঙ্গুলি মুড়িয়া যায়, সাপিনী ফিরিয়া চায়,
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা ॥
খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন,
কহে তুমি থাক কোন স্থানে।
থাকি বনের ভিতরে, নাগ-দমন বলে মোরে,
নাম মোর জানে সব জনে ॥
বসন মাগিবার তরে, আইলুঁ তোদের ঘরে,
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছিঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল একখানি পাব,
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি ॥
বটের ভিখারী হও, বহুমূল্য নিতে চাও,
লহিলে শোভিত চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর, তেনা পরিধান কর,
সদাই বেড়াও নদীতটে ॥
বেদে কহে ধীরে ধীরে, তোমার বস্ত্র নিব শিরে,
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে, অভিলাষ হয় চিতে,
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥
চুপ করে থাক বেদে, যা পাও তা লও সেধে,
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।
চুরি দারি নাহি করি, ভিক্ষা মাগি পেট ভরি,
আমি ভয় করিব কাহারে ॥
তোমা লৈয়া করি ক্রীড়া, তুমি কেন মান পীড়া,
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে ॥ ৩৪ ॥

বিষহরি—দেবতা মনসা।
দাপনা—জঙ্ঘা। বট—কড়ি।
তেনা—ছেঁড়া কানী।

শ্রীকৃষ্ণের চিকিৎসক বেশে মিলন।

গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার, দেখি একবার,
ভাল যে করিতে পারি॥
শিরে শিরঃশূল, পিরীতির জ্বর,
হয়ে থাকে যে রোগীর।
বচন না বলে, আঁখি নাহি মেলে,
তাহারে পিয়াই নীর॥
কেবল একান্ত ধন্বন্তরী।
নাহি জানে বিধি, এমন ঔষধি,
পিয়াইলে যায় জ্বরি॥
ও ঔষধ খেয়ে, ভাল যে হয়ে,
বট দিও তবে পাছে।
এক জন তথা, শুনিয়া সে কথা,
কহিল রাধার কাছে॥
পরের মুখে, শুনিয়া সুখে,
হরষিত হলো মন।
বলে যে যাইয়া, আনহ ডাকিয়া,
দেখি সে কেমন জন॥
এ কথা শুনিয়া, বাহির হইয়া,
কহে এক সখী ধাই।
আমাদের ঘরে, রোগী আছে জ্বরে,
দেখ একবার যাই॥
এই বাড়ী হৈতে, আসিছি তুরিতে,
কহে হেথা থাক বসি।
সাজ সাজিতে, চলিলা নিভৃতে,
চণ্ডীদাস কহে হাসি॥ ৩৫॥

ভাটিয়ারী।

আপন বসন, ঘুচাঞা তখন,
লেপয়ে কেশর মাটি।
তকল্লবী ছান্দে, বসন পিন্ধে,
রঙ্গে চলয়ে হাটি॥
মনোহর ঝুলি কান্ধে।
তাহার ভিতর, শিকড় নিকর,
যতন করিয়া বান্ধে॥
ঘুচাইয়া লাজে, চিকিৎসক সাজে,
বসিয়া রোগীর কাছে।
ঘুচাঞা বসন, নিরখে বদন,
(বলে) রোগ যে ইহার আছে॥
বাম হাতে ধরি, অঙ্গুলি মুড়ি,
দেখে ধাতু কিবা বয়।
পিরীতের বিষে, জেরেছে ইহারে,
পরাণ রহে কি না রয়॥
হাসিয়া নাগরী, উঠে অঙ্গ মোড়ি,
ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে, হইবে সবলে,
বেয়াধি কেমনে ছুটে॥
ঔষধ যে হয়, মনে করি ভয়,
এখনি খাওয়াইয়া যেতাম।
ভাল যে হইত, জ্বর যে যাইত,
যদি সে সময় পেতাম॥
তখন নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
চীট নাগর রাজ।
বাশুলী নিকটে, চণ্ডীদাস রটে,
এমন কাহার কাজ॥ ৩৬॥

শ্রীকৃষ্ণের পসারী বেশে মিলন।

ধানশী।

গোকুল নগরে, ইন্দ্র পূজা করে,
দেখি আইল যত নারী।
নগর ভিতর, মহা কলরব,
নাগর হৈলা পসারী॥

তকল্লবী—চাতুরী, কৌশল। চীট—শঠ।

দোকানী দোকান, মেলিলা তখন,
দেখিয়া গাহকীগণ।
কহয়ে পসারী, বহু দ্রব্য আছে,
যে নিতে চাহে যে ধন ॥
মুকুতা প্রবাল, মণিময় হার,
পোতিক মাণিক যত।
বহুদিন মনে, আনিলুঁ যতনে,
তোমাদের অভিমত ॥
খন্তিকা পুঁতিয়া, মুকুতা ঝুলাঞা,
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী, আসিয়া আপনি,
দোকান নিকটে লাগে ॥
সুমধুর বাণী, বলে সে দোকানী,
কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতা-মাল, লইবে যে ভাল,
কড়ি যে লাগিবে বাড়া ॥
শুনি নারীগণ, বলয়ে বচন,
গাহকী নহিয়ে মোরা।
কিবা ভাগ্য মেনে, দেখেছি জনমে,
এমন ধন যে তোরা ॥
যুবতী রসাল, নিল এক মাল,
দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হল, আনন্দ বাড়িল,
কতেক লইবে বলে ॥
আর এক জনে, সাধ করি মনে,
লইল সোনার সুঁচ।
লই চলি যায়, বেতন না দেয়,
পসারী ধরিল কুচ ॥
ফেরাফিরি করে, কুচ নাহি ছাড়ে,
কহে মূল্য দেহ মোর।
সঘনে বদন, করয়ে চুম্বন,
এমতি কাজ যে তোর ॥

পোতিক—একরূপ মুক্তা। মাল—মালা।
বেতন—মূল্য।

কাড়াকাড়ি ঘন, না মানে বারণ,
অরাজক হলো পারা।
যাহার যে বন, কাটে সেই জন,
রক্ষক হইবে কারা ॥
রজকী সঙ্গতি, চণ্ডীদাস গীতি,
রচিল আনন্দ বটে।
দোকানী দোকান, হলো সমাধান,
সকল গেল যে লুটে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাজীকর বেশে মিলন।

তুড়ী।

কানুর পিরীতি, কুহকের রীতি,
সকলি মিছাই রঙ্গ।
দড়াদড়ি ল'য়ে, গ্রামেতে চলিয়ে,
ফিরয়ে করিয়া সঙ্গ ॥
সই! কানু বড় জানে বাজী।
বাঁশী বংশীধারী, মদন সঙ্গে করি,
ঢোলক ঢালক সাজি ॥
মদন ঘুরিয়া (ঢলিয়া,) বেড়ায় ফিরিয়া,
যুবতী বাহির করে।
গুটিকা দুইটি, লুকিয়া ফেলাঞা,
বুকের উপর ধরে ॥
ধীরি ধীরি যায়, ভঙ্গী করি চায়,
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দড়া যে পায়ে, উঠয়ে তাহে,
থাকি থাকি সেই ঝোঁকে ॥
মুকুতা প্রবাল, উগাড়ে সকল,
আর বহুমূল্য হীরা।
একবার আসি, উগারয়ে রাশি,
নাচিয়ে বেড়ায় ফিরা ॥
কতক্ষণ বই, বাঁশ হাতে লই,
যুবতী হিয়ায় গাড়ে।

গুটিকা—বাঁটুল বা গুলি।

জাঙে জাঙে দিয়া, পায়েতে ছান্দিয়া,
বাঁশের উপরে চড়ে ॥
চড়িয়া উপরে, ঝুলিয়া পড়য়ে,
চুম্বই যুবতী মুখে ।
মুখে মুখ দিয়া, পান গুয়া নিয়া,
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে ॥
লোক নহে রাজি, কেমনে সে বাজী,
রমণী ভুলাবার তরে ।
চণ্ডীদাস কয়, বাজী মিছা নয়,
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে ॥ ৩৮ ॥

কামোদ ।

নামিল আসিয়া, বসিল হাসিয়া,
কহয়ে বেতন দেও ।
বেতনের কালে, হাত দিয়া গালে,
যুবতী সকলে কয় ॥
সই ! বাজীকরে নিবে যে কি ।
যতি কিছু দেই, কিছুই না লয়,
বলে, "আমারে জিজ্ঞাস কি" ॥*
মনে এই করি, দেহ কুচ-গিরি,
আর তব মুখ-সুধা ।
আর এক হয়, মোর মনে লয়,
তাহা মোরে যেহ জুদা ॥
সুন্দরীগণে, বুঝল মনে,
ইহার গাহক তুমি ।
চীটের চীটানী, খেতের মিঠানি,
সকলি জানিয়ে আমি ॥
চণ্ডীদাস কয়, তবে কেন নয়,
জানিয়া চতুর গণা ।
বুঝিয়ে না বুঝে, কহিলে না সুঝে,
তাহারে বলি যে কাণা ॥ ৩৯ ॥

*"মোর যোগ্য কি" পাঠান্তর ।

জুদা—পৃথক্ ।

চীট—চতুর । চীটানী—চতুরতা ।

শ্রীকৃষ্ণের নাপিতানী-বেশে মিলন ।

ধানশী ।

ধরি নাপিতানী-বেশ, মহলেতে পরবেশ,
যেখানে বসিয়া আছে রাই ।
হাতে দিয়ে দরপণী, খোলে নখরঞ্জনী,
বলে বৈস দেই কামাই ॥
বসিলা যে রসবতী নারী ।
খুলিল কনকবাটি, আনিয়া জলের ঘটি,
ঢালিলেক সুবাসিত বারি ॥
করে নখরঞ্জনী, চাঁচয়ে নখের কুণী,
শোভিত করিল যেন চাঁদে ।
আলসে অবশ প্রায়, ঘুম লাগে আধ গায়,
হাত দিলা নাপিতানী কাঁধে ॥
নাপিতানী একে শ্যামা, ননীর পুতলী বামা,
বুলাইছে মনের আকুতে ।*
ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায়, আলতা লাগায় তায়,
রচয়ে মনের হরষিতে ॥
রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি,
তলে লিখে আপনার নাম ।
কত রস পরকাশি, হৃদয়ে ঈষৎ হাসি,
নিরখি নিরখি অবিরাম ॥
নাপিতানী বলে ধনি, দেখহ চরণখানি,
ভাল মন্দ করহ বিচার ।
দেখিয়া সুন্দরী কহে, কি নাম লিখিলে উহে,
পরিচয় দাও আপনার ॥
নাপিতানী কহে ধনি, শ্যামনাম ধরি আমি,
বসতি যে তোমার নগরে ।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, এ যে নাপিতানী নয়,
কামাইয়া যাও নিজ ঘরে ॥ ৪০ ॥

নখরঞ্জনী—নরুণ ।

* আনন্দে—পাঠান্তর ।

সুহিনী।

নাপিতানী কহে শুন লো সই।
অনাথিনী জনের বেতন কই॥
কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে।
বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই॥
শুনি সখী কহে রায়ের কাছে।
নাপিতানী বসি আছয়ে নাছে॥
রাই কহে তবে "আনহ তায়।
কতেক বেতন আমায় চায়॥"
সখী যাই তবে ডাকয়ে আইস।
আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস॥
আসি নাপিতানী কহয়ে তায়।
বেতন কেন না দাও আমায়॥
রাই কহে কিবা হইবে তোর।
সে কহে বেতন নাহিক ওর॥
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই।
হেন নাপিতানী দেখিয়ে নাই॥
এমতে ধন হে করেছ কত।
সে কহে "ভুবনে আছয়ে যত॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঁই।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই॥
হৃদয়ে কনক-কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে॥
তাহার পরশ রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গৌরী।
ভাল নাপিতানী পরাণ চুরী॥
পরশ রতন পাইবা বনে।
এখন চলহ নিজ ভবনে॥
চণ্ডীদাসে কহে না কর লাজ।
নাপিতানী নহে, রসিকরাজ॥ ৪১॥

শ্রীকৃষ্ণের মালিনী বেশে মিলন।

সুহিনী।

একদিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইলা রসিকরাজ॥
ফুলমালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে।
"কে নিবে কে নিবে" ফুকারে পথে॥
তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে কত লইবে কড়ি॥
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে ঈষৎ হাসি॥
মালিনী কহয়ে সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে॥
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করিলা ছলে॥
বুঝিয়ে নাগরী ধরিল করে।
এত ঢীটপণা আসিয়া ঘরে॥
নাগর কহয়ে নহি যে পর।
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর॥ ৪২॥

শ্রীকৃষ্ণের দেয়াশিনী-বেশে মিলন।

সিন্ধুড়া।

দেয়াশিনী বেশে, মহলে প্রবেশে,
রাধিকা দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন,
কুণ্ডল কাণেতে পরে॥
নাগর সাজি বাম করে ধরে।
পিন্ধিয়া বিভূতি, সাজিল মূরতি,
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে॥
কহে "জয় দেবী, ব্রজপুরী সেবি,
গোকুল-রক্ষক নিতি।

রভস কাজ—প্রেমের কাজ।
মূল করে—মূল্য স্থির করে।
দেয়াশিনী—দেব সেবাকারিণী স্ত্রীলোক।

গোপ গোয়ালিনী, স্থভগদায়িনী,
পূজ দেবী ভগবতী ॥”
আশীর্ব্বাদ শুনি, গোপের রমণী,
আইলা দেয়াশিনী কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে, যত মনে লয়ে,
“বলে গোপ ভাল আছে ॥
সবাকার জয়, শত্রু হবে ক্ষয়,
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের পতি, সুন্দর সুমতি,
সবাকার ভাল হবে ॥”
সঙ্গেতে কুটিলা, আসিয়া জুটিলা,
পড়য়ে চরণ ধরি।
আমার বধূর, পতির মঙ্গল,
বর দেহ কৃপা করি ॥
শুনি দেয়াশিনী, হরষিত বাণী,
জটিলা সমুখে কয়।
বর যে লইবে, ভালই হইবে,
নিকটে আনিতে হয় ॥
জটিলা যাইয়া, আনিল ধরিয়া,
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরিষে, দেয়াশিনী-পাশে,
ঘুচায়ে বসন মাথে ॥
দেখি দেয়াশিনী, বলে শুভবাণী,
সব সুলক্ষণযুতা।
গন্ধর্ব্ব-পাবনী, জগৎ-তারিণী,
রাধা নাম ভানুসুতা ॥
ধরি ধনীর হাতে, মনের আকুতে,
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে, আনন্দিত চিতে,
মদন কৈল বিকার ॥
সাজিটী খুলিয়া, ফুলটী তুলিয়া,
বাঁধেন নাগরী চুলে।

আকুতে—আগ্রহে।

আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে ॥
শুনিয়া সুন্দরী, কহে ধীরি ধীরি,
“এ কথা কহবি মোয়।
আমার হিয়ার, ব্যথাটী ঘুচয়ে,
তবে সে জানি যে তোয় ॥”
একটী শপথি, রাখহ যুবতী,
কহিতে বাসিয়ে ভয়।
পরপতি সনে, বেঁধেছে পরাণে,
ইহাই দেবতা কয় ॥
হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি,
দেয়াশিনী ঘর কোথা।
“আমার ঘর, হয় যে নগর,
কহিব বিরলে কথা ॥”
সঙ্কেত বুঝিয়া, নয়ান ফিরিয়া,
তাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন, চিনিল তখন,
শ্যাম নাগর টীটে ॥
ধীরি ধীরি করি, বসন সংবরি,
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাস কয়, সুবুদ্ধি যে হয়,
বেকত করয়ে কাজে ॥ ৪৩ ॥

ধানশী।

যাইতে জলে, কদম্ব তলে,
ছলিতে গোপের নারী।
কালিয়া বরণ, হিরণ পিন্ধন,
বাঁকিয়া রহিল ঠারি ॥
মোহন মুরলী হাতে।
যে পথে যাইবে, গোপের বালা,
দাঁড়াইল সেই পথে ॥

শপথি—শপথ, দিব্য।
তাক্ করে—লক্ষ্য করে।

(বলে) যাও আন বাটে, গেলে এ ঘাটে,
বড়ই বাধিবে লেটা।
সখী কহে নিতি, এ পথে যাই,
আজি ঠেকাইবে কেটা॥
হয় বোলাবুলি, করে ঠেলাঠেলি,
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডীদাসে বলে, কালিয়া নগরে,
ছি ছি লাজে মরি মোরা॥ ৪৪॥

এক দিন বর, নাগর-শেখর,
কদম্ব তরুর তলে।
বৃষভানুসুতে, সখীগণ সাথে,
যাইতে যমুনা-জলে॥
রসের শেখর, চতুর নাগর,
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া, বচনের ছলে,
সঙ্কেত করিল তাতে॥
গো-ধন চালায়ে, শিশুগণ ল'য়ে,
গমন করিলা ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে, সখীগণ সঙ্গে,
রাই আইলা গৃহ মাঝে॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
শুন লো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত, বধূর সঙ্কেত,
না ছাড় আপন হিয়ে॥ ৪৫॥

বাসক সজ্জা।

গান্ধার।

রাধিকা আদেশে, মনের হরষে,
কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী, আর জাতী যুথী,
সাজাইছে থরে থরে॥
আজ রচয়ে বাসক শেজ।
মুনিগণ চিত, হেরি মূরছিত,
কন্দর্পের ঘুচে তেজ॥
ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর,
ফুলেতে ছাইল ঘর।
ফুলের বালিস, আরণ আলিস,
প্রতি ফুলে ফুলশর॥
শুক পিক দ্বারী, মদন প্রহরী,
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয় ঋতু মত্ত, সহিত বসন্ত,
মলয়-পবন বায়॥
উজরোল রাতি, মণিময় বাতী,
কর্পূর তাম্বুল বারি।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখি স্থানে স্থানে
শয়ন করিল গোরী॥ ৪৬॥

শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর উক্তি।

চন্দ্রাবলীর উক্তি।

কামোদ।

এই পথে নিতি, কর গতাগতি,
নূপুরের ধ্বনি শুনি।

আন বাটে—অন্য পথে।

* নায়িকাদিগের অষ্ট অবস্থার মধ্যে বাসক সজ্জা দ্বিতীয়। অষ্টাবস্থা যথা—

অথাবস্থাষ্টকঃ সর্ব্বং নায়িকানাং নিগদ্যতে।
অত্রাভিসারিকা বাসকসজ্জা চোৎকণ্ঠিতা তথা॥
খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা চ কলহান্তরিতাপি চ।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা চৈব তথা স্বাধীনভর্ত্তৃকা॥

অর্থাৎ অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্ত্তৃকা ও স্বাধীনভর্ত্তৃকা ভেদে নায়িকা আট প্রকার। তন্মধ্যে এখানে বাসকসজ্জিকা নায়িকা বর্ণিত হইতেছে। তাহার লক্ষণ—স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ। সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা। চেষ্টা চাস্যঃ স্মরক্রীড়া সংকল্পে বর্ত্মবীক্ষণম্। সখী বিনোদবার্ত্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ।

রাধা সঙ্গে বাস, আমারে নৈরাশ,
আমি বঞ্চি একাকিনী ॥
বঁধু হে ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে, রাখিব তোমারে,
সদাই দেখিতে পাব ॥
শুন সখীগণ, করিয়া যতন,
নিয়ে চল নিকেতনে।
আজিকার নিশি, রাধিকা রূপসী,
বঞ্চুক নাগর বিনে ॥
এতেক শুনিয়া, করেতে ধরিয়া,
লইয়া চলিল বাস।
রাধা ভয়ে হরি, কাঁপে থর থরি,
ভণে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

শ্রীরাগ।

চন্দ্রাবলি ! ছাড়ি দেহ মোরে।
শ্রীদাম ডাকিছে, যাব তার কাছে,
এই নিবেদন তোরে ॥
কালি আসি হাম, পূরাইব কাম,
ইথে নাহি কর রোষ।
চন্দ্রাবলী নাথ, ভুবনে বিদিত,
জগতে ঘোষয়ে দোষ ॥
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার,
বিবাদে কি ফল আছে।
লোক জানাজানি, কেন কর ধনি,
পিরীতি ভাঙ্গিবে পাছে ॥
দাদা বলরাম, করে অন্বেষণ,
ভ্রময়ে নগর মাঝে।
চণ্ডীদাস কয়, সে যদি জানয়,
সবাই পড়িবে লাজে ॥ ৪৮ ॥

চন্দ্রাবলীর উক্তি।

বিহগড়া।

কে বলে আমার, তুমি যে রাধার,
তাহার দুখের দুখী।
করিয়া চাতুরী, যাবে বুঝি হরি,
রাধারে করিতে সুখী ॥
বঁধু হে তুমি ত রাধার নাথ।
তব ভারিভুরি, ভাঙ্গিব মুরারি,
রাখিব আপন সাথ ॥
এতেক বলিয়া, করেতে ধরিয়া,
চুম্বয়ে বদন চাঁদে।
রসিক নাগর, হইয়া ফাঁফর,
পড়িল বিষম ফাঁদে ॥
হেথা সুবদনী, সখী সঙে বাণী,
কহয়ে কাতর ভাষে।
নিশা পোহাইল, পিয়া না আইল,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ৪৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার কুঞ্জে গমন।

ধানশী।

চন্দ্রাবলীসনে, কুসুমশয়নে,
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া, ভয়ে ভীত হৈয়া,
আসিল রাধার ঠাম ॥
গলে পীতবাস, করিয়া সাহস,
দাঁড়া'ল রাইয়ের আগে।
দেখে ফুলমালা, তাম্বুলের ডালা,
ফেলিয়াছে রাই আগে ॥
নাগরে দেখিয়া, মানিনী না চান,
আছেন আপন কোপে।
ভয়ে সে ভুরুর, ভঙ্গিম দেখিয়া,
নাগর তরাসে কাঁপে ॥
রোষেতে নাগরী, থাকিতে না পারি,
নাগরে পাড়ে গালি।

চণ্ডীদাস ভণে, লম্পটের সনে,
কথা কৈলে তবু ভালি ॥ ৫০ ॥

বিপ্রলব্ধা। (*)

ধানশী।

বঁধুর লাগিয়া, শেজ বিছাইলুঁ,
গাঁথিলুঁ ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজালুঁ, দীপ উজারলুঁ,
মন্দির হইল আলা ॥
সই! পাছে সব হবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর,
কাহে না মিলল কান ॥ ‡
শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া,
আইলুঁ গহন বনে।
বড় সাধ মনে, এ রূপ যৌবনে,
মিলিব বঁধুর সনে ॥
পথ পানে চাহি, কত বা রহিব,
কত প্রবোধিব মনে।
রস-শিরোমণি, আসিবে এখনি,
বড়ু চণ্ডীদাসে ভণে ॥ ৫১ ॥

ধানশী।

দু কান পাতিয়া, ছিলুঁ এতক্ষণ,
বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই ॥
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির,
সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া, দেখ লো স্বজনী,
বঁধুর শবদ শুনি ॥
পুনঃ কহে রাই, না আসিল বঁধু,
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
ফুলের এ মালা, ফুলের এ ডালা,
শেজ বিছাইলুঁ ফুলে।
সব হইল বাসী, আর কেন সই,
ভাসাগে যমুনা জলে ॥
কুঙ্কুম কস্তুরী, চুবক চন্দন,
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস, ফুলহার ফণী,
দংশিছে হৃদয়ে যেন ॥
সকল লইয়া, যমুনায় ডার,
আর ত না যায় দেখা।
ললাটের সিঁদুর, মুছি কর দূর,
নয়ানের কাজর-রেখা ॥
আর না রাখিব, এ ছার পরাণ,
না যাব লোকের মাঝে।
থির হও রাই, চলুঁ চণ্ডীদাস,
আনিতে নিঠুররাজে ॥ ৫২ ॥

সে যে বৃষভানু সুতা।
মরমে পাইয়া ব্যথা ॥
সজল নয়ন হইয়া।
রহে পথ পানে চাঞা ॥
ফুলের শেজ বিছাইয়া।
রহয়ে ধেয়ানি হৈয়া ॥
উজোর চাঁদনী রাতি।
মন্দিরে রতন-বাতি ॥
কাহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলল কান ॥

---

* কৃত্বা সঙ্কেতনপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথামনান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ।
নির্ব্বেদ-চিন্তা-স্বেদাশ্রু মূর্চ্ছা-নিঃশ্বসিতাদিভাক।

সঙ্কেত করিয়াও প্রাণবল্লভকে না পাইয়া ব্যথিত হইলে তাহাকে বিপ্রলব্ধা বলে। ইহাতে নির্ব্বেদ, চিন্তা, স্বেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা ও নিশ্বাস ইত্যাদির চেষ্টা দেখা যায়।

‡ কান—কানু বা কানাই। সংস্কৃত কৃষ্ণ শব্দ, প্রাকৃত কন্ অপভ্রংশ—কানাই বা কান।

সকল বিফল হৈল।
আধ রজনী গেল ॥
শ্যাম বঁধুয়ার পাশ।
চলুঁ বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৫৩ ॥

খণ্ডিতা। *

কামোদ।

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥
শুন প্রাণবঁধু তোমায় বলিহারী যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই ॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিঁদুর তোমার মুনির মনোলোভা ॥
খর নখ দংশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর ॥
নীল পাটের শাটী কোঁচার বলনী।
রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী ॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলে কিবা কাজে ॥
চারিদিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মোছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥ ৫৪ ॥

রামকেলি।

ছুঁইও না ছুঁইও না বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদমুখখানি দেখ ॥
নয়ানের কাজর, বয়ানে লেগেছে,
কালোর উপরে কালো।
প্রভাতে উঠিয়া, ও মুখ দেখিলাম,
দিন যাবে আজ ভালো ॥
অধরের তাম্বুল, বয়ানে লেগেছে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও,
নয়ান ভরিয়া দেখি ॥
চাঁচর কেশের, চিকণ চূড়া,
সে কেন বুকের মাঝে।
সিঁদুরের দাগ, আছে সর্ব্ব-গায়,
মোরা হ'লে মরি লাজে ॥
নীল কমল, ঝামরু হয়েছে,
মলিন হয়েছে দেহ।
কোন রসবতী, পেয়ে সুধানিধি,
নিঙাড়ে লয়েছে সেহ ॥
কুটিল নয়ানে, কহিছে সুন্দরী,
অধিক করিয়া ত্বরা।
কহে চণ্ডীদাস, আপন স্বভাব,
ছাড়িতে না পারে চোরা ॥ ৫৫ ॥

রামকেলি।

এস এস বঁধু, করুণার সিন্ধু,
রজনী গোঙালে ভালে।
রসিকা রমণী, পেয়ে গুণমণি,
ভাল ত সুখেতে ছিলে ॥
নয়নে কাজর, কপালে সিন্দুর,
ক্ষত-বিক্ষত হে হিয়া।
আঁখি ঢরঢর, পরি নীলাম্বর,
হরি এলে হর সাজিয়া ॥
ধিক ধিক নারী, পর আশাধারী,
কি বলিব বিধি তোয়।

---

* উলঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেরনন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা ॥
এষা তু রোষ নিশ্বাস তূষ্ণীম্ভাবাদিভাগ্ ভবেৎ ॥

নায়ক সঙ্কেতসময় উল্লঙ্ঘন করতঃ অন্য নায়িকার রতি-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া প্রাতঃকালে আগমন করিলে তাহা দেখিয়া যে নায়িকা ক্রোধযুক্তা হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ ও তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে তাহাকে খণ্ডিতা বলে।

এমত কপট, ধৃষ্ট লম্পট শঠ, *
হাতেতে সঁপিলি মোয় ॥
কাঁদিয়া যামিনী, পোহাইলাম আমি,
তুমিত সুখেতে ছিলে।
রতি চিহ্ন সব, লইয়া মাধব,
প্রভাতে দেখিতে এলে ॥
এ মিনতি রাখ, ঐখানেতে থাক,
আঙ্গিনাতে না আইস।
ছুঁইলে তোমারে, ধরমে আমারে,
না করিবে পরশ ॥
লোকমুখে কত, শুনিলাম যত,
প্রতীত আজি হ'ল সব।
চণ্ডীদাস কয়, নাগর দয়াময়,
এত দয়ার স্বভাব ॥ ৫৬ ॥

বিভাষ।

দেহেতে নিলাজ বঁধু নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাভে আসে ॥
বুক-মাঝে তব কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ ॥
নখপদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভায় করিল ভূষিত ॥
কপালে সিঁদুর-রেখা অধরে কাজল।
সে ধনি বিহনে তোর আঁখি ছলছল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনী।
না ছুঁইহ আমি ইহার সব সঙ্গ জানি ॥ ৫৭ ॥

সিন্ধুড়া।

বঁধু! কহ না রসের কথা শুনি।
কেমনে কামিনী সঙ্গে, যাপিলা যামিনী রঙ্গে,
কত সুখে পোহালে রজনী ॥
নীল নলিনী আভা, কে নিলে অঙ্গের শোভা,
কাজর মলিন অঙ্গখানি।
চিকণ চূড়ার ছাঁদ, কে নিলে বরিহা ফাঁদ,
আজি কেন পিঠে দোলে বেণী ॥
ধন্য সে বরজ-বঁধু, যে পিয়ে অধর-মধু,
পাষাণে নিশার তার সাথী।
রক্ত উৎপলকুলে, যৈছে ভ্রমর বুলে,
ঐছন ফিরয়ে তুন আঁখি ॥
রচিয়া সিঁদুরের বিন্দু, কে নিল অমিয় সিন্ধু,
নাসার ছলে নাকের মুকুতা।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, এ কথা অন্যথা নয়,
ভাল জানে বৃষভানুসুতা ॥ ৫৮ ॥

ললিত।

আরে মোর আরে মোর সোনার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিঁদুর ॥
বদনকমলে কিবা তাম্বুল শোভিত।
পায়ের নখের ঘায় হিয়া বিদারিত ॥
না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে ॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত ॥
সাধিলা মনের সাধ কি আর বিচার।
দূরে রহ দূরে রহ প্রণতি আমার ॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বলিলা কেমনে।
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে ॥ ৫৯ ॥

---

* ধৃষ্ট নায়ক লক্ষণ—অভিব্যক্তান্যতরুণী ভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ। মিথ্যাবচনদক্ষশ্চ ধৃষ্টোহয়ং খলু কথিতা ॥ অন্য নায়িকার রতি চিহ্ন অভিব্যক্ত হইলেই মিথ্যা বাক্য দ্বারা যে নায়ক তাহা গোপন করে, তাহাকে ধৃষ্ট কহে।

শঠ নায়কের লক্ষণ—প্রিয়ং ব্যক্তি পুরোহন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্। নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোহয়ং কথিতো বুধৈঃ॥ সম্মুখে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ, অন্যত্র অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে এবং নিগূঢ় অপরাধ করে, তাহাকে শঠ কহে।

লম্পট—স্পষ্টার্থ।

ললিত।

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজালে হেন সাজে হেরে বাসি দুঃখ॥
কপালে কঙ্কণ-দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঙারী॥
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরোমাঝে॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখালে তারে এ হেন পীরিতি॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বৈস আঁচলেতে মুখানি মুছাই॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া॥ ৬০॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি!

রামকেলি।

শুন শুন সুনয়নি! আমার যে রীত।
কহিলে প্রতীত নহে জগতে বিদিত॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি।
এতেক না কহ ধনি! অসম্ভব বাণী॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ॥
মিছা কথায় কত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যেই সেই ত পাপিনী॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরম সবে কেনে।
তাহার এমত বাদ হইবে তখনে॥
চণ্ডীদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে!
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কি যাবে॥৬১॥

শ্রীরাধিকার উক্তি।

রামকেলি।

ভাল ভাল ভাল, কালিয়া নাগর,
শুনালে ধরম কথা।
পরের রমণী, মজালে যখন,
ধরম আছিল কোথা॥
চোরের মুখেতে, ধরম কাহিনী,
শুনিয়া পায় যে হাসি।
পাপ পুণ্য জ্ঞান, তোমার যতেক,
জানয়ে বরজ-বাসী॥
চলিবার তরে, দাও উপদেশ,
পাথর চাপাঞা পিঠে।
বুকেতে মারিয়া, চাকুর ঘা,
তাহাতে লুনের ছিটে॥
আর না দেখিব, ও কালা মুখ,
এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি যথা, মনের মানুষ,
যেখানে মন যে টানে॥
কেন দাঁড়াইয়ে, পাপিনীর কাছে,
পাপেতে ডুবিবে পাছে।
কহে চণ্ডীদাস, যাও চলি যথা,
ধরমের থলি আছে॥ ৬২॥

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

ধানশী।

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী * হইয়া কেন একে দেখ আন॥
বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনু দিবানিশি কিছু না জানিয়ে॥
ফাগু-বিন্দু দেখিয়ে সিন্দুর বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ-দাগ মিছাই ভাবহ॥
এত বলি বিনোদ নাগর চলি যায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর॥ ৬৩॥

ললিতার উক্তি।

ধানশী।

ললিতা কহয়ে শুন হে হরি।
দেখে শুনে আর রহিতে নারি॥

* তরুণীর আবার চক্ষুর দোষ কেন?

শুন শুন ওহে রসিকরাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ ॥
উচিত কহিতে কাহার ডর।
কিবা সে আপন কিবা সে পর ॥
শিশুকাল হ'তে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রৈতে ধৈরজ ধরি ॥
এক ঘরে যদি না পোষে তায়।
ঘরে ঘরে ফিরে, পায় কি না পায় ॥
সোনা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে ॥
এ রস দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
চোরের কখন মন শুদ্ধ নয় ॥ ৬৪ ॥

শ্রীরাধিকার মান সখীবাক্য।

সুহই।

শুন লো রাজার ঝি।
লোকে না বলিবে কি ॥
মিছাই করিস মান।
তো বিনু জাগল কান ॥
আনত সঙ্কেতে করি।
তাহা জাগাইলা হরি ॥
উলটি করিস মান।
বড়ু চণ্ডীদাস গান ॥ ৬৫ ॥

* মান দুই প্রকার;—সহেতু ও নির্হেতু, সে সকলের উদাহরণ এই কাব্যে পাওয়া যায় না, সুতরাং মানের বিবরণ এখানে উদ্ধৃত হইল না। তবে মান দ্বারা যে নায়ক-নায়িকার প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, তাহারই প্রমাণ স্বরূপ উজ্জ্বল-নীলমণিগ্রন্থ হইতে প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা—স্নেহং বিনা ভয়ং ন স্যান্নের্য্যা চ প্রণয়ং বিনা।
তস্মান্মান প্রকরোহয়ং দ্বয়োঃ প্রেমপ্রকাশকঃ ॥
অর্থাৎ স্নেহ (নায়ক নায়িকার প্রতি আর্দ্রীভাব) ব্যতীত ভয় হয় না ও প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষ্যা (নায়িকার অসহনত্ব) হয় না, সেই জন্যই মানপ্রকাশ নায়কনায়িকার প্রেম-প্রকাশক।

ধানশী।

ললিতার বাণী, শুনি বিনোদিনী,
প্রসন্ন বদনে কয়।
আমি ত কেবল, তোদের অধীন,
যা বল শুনিতে হয় ॥
সখি! তোরা মোর কর এই হিত।
আর যেন কখন, না করে এমন,
পুছ উহায় ভালমত ॥
পুনঃ আর যদি, এমন ব্যাভার,
করয়ে এ ব্রজভূমে।
উহার প্রণতি, শ্রবণ-গোচর,
না করিব এ জীবনে ॥
এত শুনি হরি, গলে বাস ধরি,
কহয়ে কাতর বাণী।
শুন বিনোদিনী, জনমে জনমে,
আমি আছি প্রেমে ঋণী ॥
এত শুনি গোরী, দুবাহু পসারি,
বঁধুয়া করিল কোলে।
এইখানে হয়, রসামৃতময়,
চণ্ডীদাস ইহা বলে ॥ ৬৬ ॥

বসন্ত।

এ ধনি মানিনী মান নিবার।
আবীরে অরুণ শ্যাম-, অঙ্গ-মুকুর পর,
নিজ প্রতিবিম্ব নেহার ॥
তুহুঁ এক রমণী, শিরোমণি রসবতী,
কোন ঐছে জগ মাহ।
তোঁহারি সমুখে, শ্যাম সহ বিলসব,
কৈছন রস নিরবাহ ॥
ঐছন সহচরী, বচন হৃদয়ে ধরি,
সরমে ভরমে মুখ ফেরি।
ঈষত হাসি মনে, মান তেয়াগল,
উলসিত দুঁহে দোঁহা হেরি ॥

* ইহাই সহেতু মান।

পুনঃ সব জন মেলি, করয়ে বিনোদ কেলি,
পিচকারী করি নিজ হাতে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস, আবীর যোগায়ত,
সকল সখীগণ সাথে ॥ ৬৭ ॥ *

শ্রীরাধার বিরহে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা।

ধানশী।

কনক বরণ করিয়া মনে।
ভ্রমই মাধব গহন বনে॥
হিমকর হেরি মূরছ পড়ি।
ধূলায় ধূসর যাওত গড়ি॥
অপরাধী আমি কোথায় যাব।
রাই সুধামুখী কেমনে পাব॥
এতেক কহিতে মিলল রাই।
চণ্ডীদাস তবে জীবন পাই॥ ৬৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার দূতির বাক্য।

শ্রীরাগ।

আসি সহচরী, কহে ধীরি ধীরি,
শুনহ নাগর রায়।
অনেক যতনে, ঘুচালাম মানে,
ধরিয়া রাইয়ের পায়॥
তবে যদি আর, মান থাকে তার,
মানবি আপন দোষ।
তোমার বদন, মলিন দেখিলে,
ঘুচিবে এখনি রোষ॥
তুরিত গমনে, এস আমা সনে,
গলেতে ধরিয়া বাস।
সে হেন নাগর, হইয়া কাতর,
দাঁড়াল রাইয়ের পাশ॥
রাই কমলিনী, হেরি গুণমণি,
বঁধুয়া লইল কোলে।
দুহুঁক হৃদয়ে, আনন্দ বাড়িল,
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥ ৬৯ ॥

বিভাষ।

উহার নাম করোনা নামে মোর নাহি কাজ।
উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট ভুবন ভরি লাজ॥
উনি নাটের গুরু সই! উনি নাটের গুরু।
উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু॥
এনে চন্দ্র হাতে দিল যখন ছিল উহার কাজ।
এখন উহার অনেক হলো আমরা পেলাম লাজ॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশ।
উহার সনে লেহ করে তনু হৈল শেষ॥ ৭০ ॥

ধানশী।

ছি ছি মানের লাগিয়া
শ্যাম বঁধুরে হারায়েছিলাম।
শ্যাম সুন্দর, মধুর মূরতি,
পরশে শীতল হইলাম॥
শ্রীমধুমঙ্গলে, আন কুতূহলে,
ভুঞ্জাও ওদন দধি।
হারাধন যেন, পুনহি মিলল,
সদয় হইল বিধি॥
নিজ সুখ-রসে, পাপিনী পরশে,
না জানি পিয়ার সুখ।
কহে চণ্ডীদাস, এ লাগি আমার,
মনে উঠয়ে দুখ॥ ৭১ ॥

তাল রাগ।

ছি ছি দারুণ, মানের লাগিয়া,
বঁধুরে হারায়েছিলাম।

---

* শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গদর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করতঃ শ্রীরাধিকা মানিনী হইয়াছিলেন। পরে সখীগণ কর্ত্তৃক সেই ভ্রম অপনোদিত হইলে সহসা মান পরিত্যাগ করিলেন, ইহাই নির্হেতু মান।

শ্যাম সুন্দর, রূপ মনোহর,
দেখিয়া পরাণ পেলাম ॥
সই ! জুড়াইল মোর হিয়া ।
শ্যাম অঙ্গের, শীতল পবন,
তাহার পরশ পা'ঞা ॥ ধ্রু ॥
তোরা সখিগণ, করাহ সিনান,
আনিয়া যমুনা-নীরে ।
আমার বঁধুর, যত অমঙ্গল,
সকল যাউক দূরে ॥
শ্রীমধুমঙ্গলে, আনহ সকলে,
ভুঞ্জাহ পায়স দধি ।
বঁধুর কল্যাণে, দেহ নানা দানে,
আমারে সদয় বিধি ॥
কহে চণ্ডীদাস, শুনহ নাগর,
এমত উচিত নয় ।
না দেখিলে মুখ, শতেক মানয়ে,
ইথে কি পরাণ রয় ॥ ৭২ ॥

শ্রীরাগ ।

রাইয়ের বচন, শুনি সখীগণ,
আনল যমুনা-বারি ।
নাগর সুন্দর, সিনান করল,
উলসিত ভেল গোরী ॥
ললিতা আসিয়া, হাসিয়া-হাসিয়া,
পরায়ল পীতবাস ।
পরিয়া বসন, হরষিত মন,
বসিলা রাইর পাশ ॥
রাই বিনোদিনী, তেড়ছ চাহনি,
হানল বঁধুর চিতে ।
নাগর সুন্দর, প্রেম গর গর,
অঙ্গ চাহে পরশিতে ॥
মনে আছে ভয়, মানের সঞ্চয়,
সাহস নাহিক হয় ।
অতি সে লালসে, না চায় সাহসে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥ ৭৩ ॥

ধানশী ।

আসিয়া নাগর, সুমুখে দাঁড়াল,
গলে পীতবাস ল'য়ে ।
সে চাঁদবদনে, ফিরি না চাহিল,
তো বড় নিঠুর মেয়ে ॥
সো শ্যাম নাগর, জগত-দুর্ল্লভ,
কিসের অভাব তার ।
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দাসী হইয়াছে যার ॥
তার চূড়া মেনে, সুখেতে থাকুক,
তাহে ময়ূরের পাখা ।
তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,
দুয়ারে পাইবে দেখা ॥
অভিমানী হ'য়ে, মোরে না কহিয়ে,
তেজিলি আপন সুখে ।
আপনার শেল, যতনে আপনি,
হানিলি আপন বুকে ॥
মনের আগুনে, মরহ পুড়িয়া,
নিভাইব আর কিসে ।
শ্যাম জলধর, আর না মিলিবে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ৭৪ ॥

ধানশী ।

আপন শির হাম, আপন হাতে কাটিলুঁ,
কাহে করিলুঁ হেন মান ।
শ্যাম সুনাগর, নটবর শেখর,
কাঁহা সখি করল পয়াণ ॥
তপ বরত কত, করি দিন যামিনী,
যো কানু কো নাহি পায় ।
হেন অমূল্য ধন, মঝু পদে গড়ায়ল,
কোপে মুঞি ঠেলিলুঁ পায় ॥

আরে সই ! কি হবে উপায় ।
কহিতে বিদরে হিয়া, ছাড়িলুঁ সে হেন পিয়া,
অতি ছার মানের দায় ॥
জনম অবধি মোর, এ শেল রহিবে বুকে,
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস, কি ফল হইবে বল,
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া ॥ ৭৫ ॥*

নাপিতানী-বেশে মানভঞ্জন ।

ধানশী ।

না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর ।
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর ॥
শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরি ।
আমারে সাজায়ে দেহ নবীনা এক নারী ॥
চূড়া ধড়া তেয়াগিয়া কাঁচলী পরিল ।
নাপিতানী-বেশ ধরি নাগর দাঁড়াইল ॥
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি করিয়া গমন ।
রাইয়ের মন্দিরে আসি দিল দরশন ॥
কি লাগিয়া ধূলায় প'ড়ে বিনোদিনী রাই ।
হের এস তুয়া পায়ে যাবক পরাই ॥
চরণ-মুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে ।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লিখে ॥
সচকিতা হ'য়ে ধনী চরণ পানে চায় ।
আচম্বিতে শ্যাম অঙ্গের গন্ধ কেন পায় ॥
ইঙ্গিতে কহিল তখন বিশাখা সুন্দরী ।
নাপিতানী নহে তোমার নাগর বংশীধারী ॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে ।
আর না করিব মান চণ্ডীদাসে বলে ॥ ৭৬ ॥

---

* এই কবিতাটী কলহান্তরিতার উদাহরণ জানিবে।
লক্ষণ—
যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা ।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হিসা ॥
যে সখীদিগের সম্মুখে নায়ক পায়ে পতিত হইলেও ক্রোধবশতঃ নায়ককে নিরাশ করিয়া পরে আবার দুঃখিতা হন। সেই নায়িকাই কলহান্তরিতা।

কাকমাল্য মান্ ।

ধানশী ।

হলধর ভয়ে মালা নাহি পারে দিতে ।
ফিরিয়া আইল সখী করিয়া সঙ্গেতে ॥
হেনকালে আইল কাক খাদ্যদ্রব্য বলে ।
সেই হেতু নিল মালা ওষ্ঠে করি তুলে ॥
আহার নাহিক হলো দিল ফেলাইয়া ।
পবন দিলেক তাহা বেগে উড়াইয়া ॥
আসিয়া পড়িল ঠোঙ্গা চন্দ্রাবলীর ঘরে ।
খুলিয়া দেখিল মালা অতি মনোহরে ॥
সঙ্কেত জানিয়া এথা খুঁজে শ্যামরায় ।
দেখিতে না পায় পুনঃ সাতালী খেলায় ॥
এথা সেই মালা ল'য়ে আনন্দে পূরিল ।
চন্দ্রা বেশ করি সেই মালা পরি এল ॥
রাইকে দেখাতে তবে এল তার পাশ ।
প্রশ্নেতে জানিল ভাল কহে চণ্ডীদাস ॥ ৭৭ ॥

ধানশী ।

শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন ।
গ্রহবিপ্র-বেশে যা'ন ভানুর ভবন ॥
পাঁজি ল'য়ে কক্ষে করি ফিরে দ্বারে দ্বারে ।
উপনীত রাই পাশে ভানুরাজপুরে ॥
বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে ।
শ্যামল সুন্দর হুহু হুহু করি হাসে ॥
বিপ্র কহে ঘর মোর হস্তিনা নগর ।
বিদেশে বেড়ায়ে খাই শুনহ উত্তর ॥
প্রশ্ন করিবার তরে যে ডাকে আমারে ।
তাহার বাড়ীতে যাই হরিষ অন্তরে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে এই গ্রহাচার্য্য ।
প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য ॥
তোমাদের মনেতে যে আছে বলিবে ।
ইহারে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে ॥ ৭৮ ॥

রসোদ্গারানুরাগ।

বিভাষ।

শ্যামলা বিমলা, মঙ্গলা অবলা,
আইল রাধার পাশে।
যদি স্বতন্তরে, তথাপি রাধারে,
পরাণ অধিক বাসে॥
দেখি সুবদনী, উঠিল অমনি,
মিলিল গলায় ধরি।
কত না যতনে, রজত আসনে,
বসায় আদর করি॥
রাই-মুখ দেখি, হ'য়ে মহাসুখী,
কহয়ে কৌতুক কথা।
রজনী-বিলাস, শুনিতে উল্লাস,
অমিয় অধিক গাঁথা॥
হাস-পরিহাসে, রসের আবেশে,
মগন হইল রাধা।
চণ্ডীদাস বাণী, নিশির কাহিনী,
শুনিতে লাগয়ে সাধা॥ ৭৯॥

ললিত।

আজুক শয়নে, ননদিনী সনে,
শুতিয়া আছিলুঁ সই।
যে ছিল করমে, বঁধুর ভরমে,
মরম তোহারে কই॥
নিদের আলসে, বঁধুর ধাঁধসে,
তাহারে করিলুঁ কোরে।
ননদী উঠিয়া, রুষিয়া কহিল,
বঁধুয়া পাইলি কারে॥
এত চাটপণা, জানে কোন জনা,
বুঝিলু তোহারি রীতি।
কুলবতী হ'য়ে, পরপতি ল'য়ে,
এমনি করহ নিতি॥
যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়নে দেখিলুঁ তাই।
দাদা ঘরে এলে, করিব গোচরে,
ক্ষণেক বিরাজ রাই॥
নিঠুর বচনে, কাঁদিছে পরাণ,
মরিয়া রহিলুঁ লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি, গরবেতে থাকি,
সঘনে আমারে যজে॥
এক হাতে সখি, কচালিয়া আঁখি,
নয়ানে দেখিয়ে আর।
চণ্ডীদাসে কয়, কিবা কুল ভয়,
কানুর পীরিতি যার॥ ৮০॥

ললিত।

আর একদিন সখি শুতিয়া আছিলুঁ।
বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিলুঁ॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া॥
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি।
আছিল আমার ভালে তোর বধভাগী॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণী।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি॥
কেমনে এড়াব সখি সে তাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥ ৮১॥

গান্ধার।

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, বসিয়া ছিলাম রঙ্গে,
হেনকালে পাপ ননদিনী।
দেখিয়া আমাকে, তার কাছে ডাকে,
(বলে) আইসহ শ্যাম-সোহাগিনী॥
রাধা বিনোদিনী, তোমারে বলিতে কি।

তুই চারি দিন, আমিও ও কথা,
কানেতে শুনিয়াছি ॥
তুমি কোন দিনে, যমুনা-সিনানে,
গিয়াছিলে নাকি একা।
শ্যামের সহিতে, কদম্বতলাতে,
হৈয়াছিল নাকি দেখা ॥
সেই দিন হ'তে, সেই ত পথেতে,
করে নাকি আনাগোনা।
রাধা রাধা বলি, বাজায় মুরলী,
তেঁই হৈল জানা-শুনা ॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে,
তা সঞে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ, দূরে তেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা ॥
এ কি পরমাদ, দেয় পরিবাদ,
এ ছার পাড়ার লোকে।
পর-চরচায়, যে থাকে সদায়,
সাপে খাক তার বুকে ॥
গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এত দিন বসি মোরা।
কভু না জানিলুঁ, কভু না শুনিলুঁ,
শ্যাম কাল কি গোরা ॥
বড়ুয়ার ঝিয়ারী, বড় নাম ধরি,
তাহে বড়ুয়ার বৌ।
নিরমল কুলে, এ কথা যে তুলে,
সে নারী গরল খাউ ॥
চিত থির করি, থাক লো সুন্দরি,
যেন মন নাহি টলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়,
বড়ু চণ্ডীদাসে বলে ॥ ৮২ ॥

সুহই।

একদিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বঁধুর কথা পড়ি গেল মনে ॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু কাঁপে থরহরি ॥
কি কহিব সখিরে হইল বিষম দায়।
ঠেকিলুঁ বিপাকে আর না দেখি উপায় ॥
ননদী বলয়ে হাঁলো কি তোর হৈল।
চণ্ডীদাসে বলে উহার কপালে যা ছিল ॥ ৮৩ ॥

শ্রীরাগ।

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে হয় তাহার চিতে স্বতন্তরী নই ॥
তাহার গলার, ফুলের মালা,
আমার গলায় দিল।
তার মত, মোরে করি,
সে মোর মতন হৈল ॥
তুমি যে আমার, প্রাণের অধিক,
তেঞি সে তোমারে কই।
এ যে কাজ, কহিতে লাজ,
আপন মনেই রই ॥
তাহার প্রেমের, বশ হইয়া,
যে কহি তাহাই করি।
চণ্ডীদাস, কহয়ে ভাষ,
বালাই লৈয়া মরি ॥ ৮৪ ॥

সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাহি শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি ॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা ॥
একতনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥

কোরে দূর মানি—কোলে থাকিলেও দূর বলিয়া মনে হয়।
বা—বাতাস।

রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ॥ ৮৫॥

সিন্ধুড়া।

আমি যাই যাই বলি বলে তিন বোল।
কত না চুম্বই দেই কত দেই কোল॥
পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুন দরশন লাগি পুন দেই কোরে॥
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি বহুক।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহুক॥ ৮৬॥

মল্লার।

এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা,
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে,
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই! কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্যফলে, সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলল মোরে॥
ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ,
বিলম্বে বাহির হৈলুঁ।
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া,
কত না যাতনা দিলুঁ॥
বঁধুর পিরীতি, আরতি দেখিয়া,
মোর মন হেন করে।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুখ, সুখ করি মানে,
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে, বঁধুর পিরীতি,
শুনিয়া জগৎ সুখী॥ ৮৭॥

স্বপ্নরসোদ্‌গারানুরাগ।

পরাণ-বঁধুকে, স্বপনে দেখিলুঁ,
বসিয়া শিয়র-পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া,
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙল বরণ, বসন খানিতে,
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে, মাথাটী বাহুতে,
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া,
বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে, চরণ পসারি,
পরাণ পাইনু বোলে॥
অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন,
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে, রস উপজিল,
জাগিয়া হইলুঁ হারা॥
কপোত পাখীরে, চকিতে বাঁটুল,
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
আর কি পরাণ রয়॥ ৮৮॥

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিভাষ।

একেলি মন্দিরে, আছিলা সুন্দরী,
কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহু তাহার, পরশ না ভেল,
এ বড় মরম ধন্দ॥

বেশর—নথ জাতীয় নাসিকার অলঙ্কার।
শিথান—বালিস।
জাগিয়া হইনু হারা—জাগিয়া আর বঁধুকে পাইলাম না।

সজনি, পাওল পিরীতি ওর।
শ্যাম সুন্দর, পিরীতি-শেখর,
কঠিন হৃদয় তোর ॥
কস্তুরী চন্দন, অঙ্গের ভূষণ,
দেখিতে অধিক জোর।
বিবিধ কুসুমে, বাঁধিল কবরী,
শিথিল না ভেল তোর ॥
বয়ান কমল, বিমল মধুর,
না ভেল পুলক সাজ।
হেরইতে বলি, কবরী হেরিল,
বুঝি না করিল কাজ ॥
কিয়ে ঋতুপতি, বসতি বিষয়,
তেজিয়া দেয়লি ভঙ্গ।
চণ্ডীদাস কহে, এ দোষ কাহার,
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ ॥ ৮৯ ॥

সওয়ারী।

নিতুই নূতন, পিরীতি দুজন,
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়য়,
পরিণামে নাহি ক্ষয় ॥
সখি হে! অদ্ভুত দুহুঁক প্রেম।
এত দিন ঠাঞি, অবধি না পাই,
ইথে কি কষিল হেম ॥
উপমার গণ, সব কৈল আন,
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
এ কি অপরূপ, তাহার স্বরূপ,
সবারে করিলে অন্ধ ॥
চণ্ডীদাস কহে, দুঁহু সম হয়ে,
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে, হেন কোন্ জনে,
শুনি না দরবে চিত ॥ ৯০ ॥

জোর—এখানে উজ্জ্বল।

সুহই।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি ॥
দুহুঁ, কোরে দুহুঁ কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম, কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানুর কমল বলি, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে ॥
চাতক জলদে কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে, না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে মধুপ কহি, সেই নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল ॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে ॥ ৯১ ॥

সুহই।

একে কুলবতী ধনী, তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা ॥
অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায় ॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলে শ্যাম কহ দেখি সখি ॥
চণ্ডীদাস কহে কান্দে কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া ॥ ৯২ ॥

কুঞ্জ-বর্ণন।

ধানশী।

শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি,
উজোর সকল বন।
মল্লিকা মালতী, বিকসিত তথি,
মাতল ভ্রমরাগণ ॥

তরুকুল ডাল, ফুল ভরি ভাল,
সৌরভ পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা, জগমনোলোভা,
ভুলিলা নাগর রায় ॥
নিধুবনে আছে, রতন-বেদিকা,
মণি মাণিকেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু, শোভিয়াছে চারু,
তাহাতে হীরার ছাঁদা ॥
চারিপাশে সাজে, প্রবাল মুকুতা,
গাঁথনি আঁটনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া, কুঞ্জ-কুটীর,
নিরমাণ শত শত ॥
নেতের পতাকা, উড়িছে উপরে,
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্যস্থল, দেব-অগোচর,
কি কহিব তার আভা ॥
মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটা,
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডীদাস বলে, অতি অপরূপ,
নাহিক তাহার পর ॥ ৯৩ ॥

শ্রীরাস বর্ণন।

কামোদ।

রমণী-মোহন, বিলসিতে মন,
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে, বসিলা যতনে,
রমিতে বরজ-ধনী ॥
মধুর মুরলী, পূরে বনমালী,
রাধা রাধা করি গান।
একাকী গভীর, বনের ভিতর,
বাজায় কতেক তান ॥
অমিয়া নিছন, বাজিছে সঘন,
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল-, রমণী সকল,
শুনিয়া হরল চিত ॥
শ্রবণে যাইয়া, রহিল পশিয়া,
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী,
যেন ভেল সুখরাশি ॥
আনন্দে অবশ, পুলক মানস,
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহকর্ম্ম যত, হৈল বিসরিত,
সকল করিল বাধে ॥
রাইয়ের আগেতে, যতেক রমণী,
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান,
কেমন করিছে প্রাণী ॥
সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি,
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ-তরুণী, হইল বাউরী,
হরিল কুলের লাজে ॥
কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে,
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল, সখীর সহিত,
কহিতে রভস-রঙ্গ ॥
কেহ বা আছিল, দুগ্ধ-আবর্ত্তনে,
চুলাতে রাখি বেসালি।
ত্যজি আবর্ত্তন, হ'ল আনমন,
ঐছনে সে গেল চলি ॥
কেহ শিশু ল'য়ে, কোলেতে করিয়ে,
দুগধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে, চলি গেল ভ্রমে,
শুনি মুরলীর গান ॥

নেতের—উত্তম বস্ত্রের, রেশমের।
পুনি—পুনঃ।

নিছন—জিনিয়া।
বেসালি—হাঁড়ি।

কেহ বা আছিল, শয়ন করিয়া,
নয়ানে আছিল নিদ।
যেমন চোরাই, হরণ করিল,
মানসে কাটিল সিঁদ ॥
কেহ বা আছিল, রন্ধন করিতে,
তেমতি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া,
সব বিসরিত ভেল ॥
সকল রমণী, ধাইল অমনি,
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
মিলল শ্যামের সনে ॥
ব্রজনারীগণে, দেখিয়া তখনে,
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস-বিলসন, করিল রচন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায় ॥ ৯৪ ॥

কুঞ্জভঙ্গ।

ললিত।

পদ উধ কাক, কোকিলের ডাক,
জানিল রজনী শেষ।
ত্বরিতে নাগরী, গেলা নিজ ঘরে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
অবশ আবেশে, ঠেসনা বালিসে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
বসন ভূষণ, হ'য়েছে বদল,
তখনি উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী,
মিছা তোলে পরিবাদ।
জানিলে এখন, হইবে কেমন,
বড় দেখি পরমাদ ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন লো সুন্দরী,
তুমি বড়ুয়ার বহু।
শ্যামের মোহন, গুণের কারণ,
লখিতে নারিবে কহু ॥ ৯৫ ॥

ধানশী।

প্রভাতের কাক, কোকিল ডাকিল,
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগরী, গেলা নিজ ঘর,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
সই! তোরে সে বলিয়ে কথা।
সে বঁধু কালিয়া, না গেল বলিয়া,
মরমে রহল ব্যথা ॥
রহিয়া আলিসে, ঠেসনা বালিসে,
ঢুলু ঢুলু দুটী আঁখি।
বসনে বসনে, বদল হৈএগছে,
এখন উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী,
মিছে করে পরিবাদ।
ইহাতে এখন, করিব কেমন,
কি হইল পরমাদ ॥
চণ্ডীদাস কহে, মনের আহ্লাদে,
শুন হে রসিক জন।
সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার,
মিলয়ে পিরীতি ধন ॥ ৯৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার।

সিন্ধুড়া।

আজিকার নিশি, নিকুঞ্জে আসি,
করিল বিবিধ রস।
রসের সাগরে, ডুবাইল মোরে,
বিহানে চলিলা বাস ॥
শুন হে সুবল সখা।
সে হেন সুন্দরী, গুণের আগরি,
পুন কি পাইব দেখা ॥

মদনে আগুলি, গলে গলে মিলি,
চুম্বন করিল যত।
কেশ বেশ আদি, বিথার হইল,
তাহা বা কহিব কত॥
অশেষ বিশেষে, বচন কহিয়া,
আবেশে লইয়া কোরে।
অঙ্গের পরশে, হিয়া ডুবাইল,
কেমনে পাশরি তারে॥
চণ্ডীদাসে কহে, শুন হে নাগর,
এ বড় লাগল ধন্দ।
সে রাধা রমণী, রস শিরোমণি,
তোমারে করল বন্ধ॥ ৯৭॥

শ্রীরাধার রসোদ্গার।

ধানশী।

রজনী বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখীগণ বদন চাই॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু অলস ভরে।
ঢুলিয়া পড়ল সখীর কোরে॥
নয়নের জলে ভাসয়ে মুখ।
দেখি সখী কহে কহ না দুখ॥
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডীদাস নাগর ধান্ধা॥ ৯৮॥

সুহই।

কহে সুবদনী, শুন গো স্বজনি,
দুঃখ কি বলিব আর।
কি করি এখন, জুড়াই জীবন,
বদন দেখিব তার॥
তাহার আরতি, কিবা দিয়া রাতি,
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হলে মুখ, ফাটে মোর বুক,
গুমরে গুমরে মরি॥
সহে না'ক আর, করি অভিসার,
আমি হই বলরাম।
যশোদা-মন্দিরে, যাইব সত্বরে,
ভেটিব নাগর কান॥
শুনিয়া ললিতা, হাসি কহে কথা,
বলাই সাজিলে পরে।
চণ্ডীদাস ভণে, যশোদা যতনে,
সঁপিবে তোমার করে॥ ৯৯॥

শ্রীরাধার রাখালবেশ।

বেহাগ।

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিলো॥
তাহার ইন্দ্রনীলকান্তি তনু।
এ ত নহে নন্দ-সুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা বেশ কোন্ দেশে ছিল॥
কে বনা'ল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকণ-বরণী॥
সখীগণ করে ঠারাঠারি।
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথা গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে॥ ১০০॥

অন্য প্রকার রাই রাখাল।

ধানশী।

বঁধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেন্ধে যাব চ'লে যেথা কমল আঁখি॥
বিপিনে ভেটিব যেয়ে শ্যাম জলধরে।
রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে॥
চূড়াটী বান্ধহ শিরে যত সখীগণ।
পীত ধড়া পর সবে আনন্দিত মন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনী।
নয়ানে দেখিব সেই শ্যাম গুণমণি॥ ১০১॥

সুহই।

কেহ হও দাম, শ্রীদাম সুদাম,
সুবলাদি যত সখা।
চল সবে বনে, নটবর সনে,
কাননে করিব দেখা॥
পর পীত ধড়া, মাথে বান্ধ চূড়া,
বেণু লহ কেহ করে।
হারে রে রে বোল, কর উচ্চ রোল,
যাইব যমুনা-তীরে॥
পর ফুলমালা, সাজহ অবলা,
সবারে যাইতে হবে।
দাম বসুদাম, সাজ বলরাম,
যাইতে হইবে সবে॥
যোগমায়া তখন, কহিছে বচন,
রাখাল সাজহ রাই।
চণ্ডীদাস ভণে, দেখি গে নয়নে,
আমি তব সঙ্গে যাই॥ ১০২॥

ধানশী।

যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া॥
সাজিল রাখাল বেশ রাধা বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি॥
বলরামের শিঙ্গা হেলে হলে রাম কানু।
মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু॥
চণ্ডীদাস বলে যদি রাই বনমালী।
সলিল আনিয়া পত্রে করহ মুরলী॥ ১০৩॥

বরাড়ী।

আনন্দিত হ'য়ে সবে পূরে শিঙ্গা বেণু।
পাতাল হইতে উঠে নবলক্ষ ধেনু॥
চৌদিকে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা করে।
তা দেখিয়া আনন্দিত সবার অন্তরে॥
ইন্দ্র আইল ঐরাবতে দেখয়ে নয়নে।
হংস বাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে॥
বৃষভ বাহনে শিব বলে ভালি ভালি।
মুখে বাদ্য করে নাচে দিয়া করতালি॥
চণ্ডীদাসের মনে আন নাহি তায়।
দেখিয়া সবার রূপ নয়ন জুড়ায়॥ ১০৪॥

বিভাষ।

গায়ে রাঙ্গামাটী, কটিতটে ধটী,
মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর, বাজে সবাকার,
গলে গুঞ্জমালা বেড়া॥
সবাকার কুচ, হইয়াছে উচ,
এ বড় বিষম জ্বালা।
কমলের ফুল, গাঁথি শতদল,
সবাই গাঁথিল মালা॥
ঠারে ঠারে চূড়া, গলে দিল মালা,
নামিয়ে পড়িছে বুকে।
ফুলের চাপনে, কুচ ঢাকা গেল,
চলিল পরম সুখে॥
কেহ পীতধটী, কেহ লয়ে লাঠী,
গর্জ্জন শবদে ধায়।

চণ্ডীদাস ভণে, গহন কাননে,
শ্যাম ভেটিবারে যায় ॥ ১০৫ ॥

বিভাষ।

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে।
শাঙলী ধবলী বলি আনন্দিত অঙ্গে ॥
আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল।
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল ॥
কোন্ গ্রামে বসতি রে কোন্ গ্রামে ঘর।
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর ॥
কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল।
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তর বিহ্বল ॥
রাধা অঙ্গের গন্ধ কৃষ্ণের নাসিকা মাতায়।
আপাদ-মস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায় ॥
ললিতা হাসিয়া বলে শুন শ্যামধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণী ॥ ১০৬ ॥

প্রবাস।

নিকট প্রবাস—গোষ্ঠবিহার।

কামোদ।

ব্রজ-কুলবালা, রাজপথে আইলা,
লইয়া ধেনুর পাল।
সঙ্গে সখাগণ, ভাই বলরাম,
শ্রীদাম সুদাম ভাল ॥
সুবল সাঙ্গাত, তার কাঁধে হাত,
আরোপি নাগর রায়।
হাসিতে হাসিতে, সঙ্কেত বাঁশীতে,
এ দুই আঁখর গায় ॥
এক কথা আনেতে, না পারে বুঝিতে,
সুবল কিছু সে জানে।
হৈ হৈ বলি, রাজপথে চলি,
গমন করিছে বনে ॥
গবাক্ষে বদন, দিয়া প্রেমময়ী,
রূপ নিরীক্ষণ করে।
দোঁহার নয়নে, নয়ন মিলিল,
হৃদয়ে হৃদয় ধরে ॥
দেখিতে শ্রীমুখ, মণ্ডল সুন্দর,
ব্যথিত হইলা রাধা।
এ হেন সম্পদ, বনে পাঠাইতে,
তিলেক না করে বাধা ॥
কেমন যশোদা, মায়ের পরাণ,
পুতলি ছাড়িয়া দিয়া।
কেমনে রয়েছে, গৃহমাঝে বসি,
চণ্ডীদাস কহে ইহা ॥ ১০৭ ॥

দূর প্রবাস।

ধানশী।

সখি রে মথুরামণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলি, পুন না আসিল,
কুলিশ পাষাণ হিয়া ॥

শাঙলী ধবলী—গাভী বিশেষের নাম।

* পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যুনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিতি।
ব্যবধানন্ত যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীষ্যতে ॥

পূর্ব্বসঙ্গত নায়ক-নায়িকার দেশান্তরাদি হইতে যে বিচ্ছেদ হয়, তাহাকেই প্রবাস বলে।

বুদ্ধিপূর্ব্ব অবুদ্ধিপূর্ব্ব ভেদে সেই প্রবাস দ্বিবিধ। কার্য্যানুরোধে দূরগমনকে বুদ্ধিপূর্ব্ব বলে, সেই গমন আবার দুই প্রকার যথা,—কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর। টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন,—

কিঞ্চিদ্দূরে ব্রজাদিবৃন্দাবন প্রদেশ।
সুদূরে ব্রজান্মথুরা দ্বারকাদৌ ॥

অর্থাৎ ব্রজ হইতে গোচারণাদি নিমিত্ত বৃন্দাবন প্রদেশে গমন, ইহার নাম কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস। ব্রজ হইতে মথুরা-দ্বারকাদি-গমনকে সুদূর প্রবাস বলা যায়।

আসিবার আশে, লিখিনু দিবসে,
খোয়ানু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে, পথ নিরখিতে,
দু আঁখি হইল অন্ধ॥
এ ব্রজমণ্ডলে, কেহ কি না বলে,
আসিবে কি নন্দলাল।
মিছা পরিহার, তেজিয়া বিহার,
রহিব কতেক কাল॥
চণ্ডীদাস কহে, মিছা আশা আশে,
থাকিবে কতেক দিন।
যে থাকে কপালে, করি একে কোলে,
মিটাব আঁখর তিন॥ ১০৮॥

সুহই।

কানু-অঙ্গ পরশে শীতল হব কবে।
মদন দহন-জ্বালা কবে সে ঘুচিবে॥
বয়ানে বয়ান হেরি কবে সে ধরিবে।
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া জুড়াইবে॥
করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে।
দুঃখ দশা ঘুচি তবে সুখ উপজিবে॥
বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে।
চণ্ডীদাসের মনোদুখ তবে সে ঘুচিবে॥ ১০৯॥

ধানশী।

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে,
সে কালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে, সরিতেছে ভাঁটা,
তাহারে কেমনে রাখি॥
জোয়ারের পানি, নারীর যৌবন,
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব,
যৌবন মিলন ভার॥
যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল,
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন, বিফলে গোয়ানু,
বঁধু ফিরে নাহি এল॥
যাও সহচরি, জানিয়া আইস,
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ১১০॥

সিন্ধুড়া।

(সখিরে) বরষ বহিয়া গেল, বসন্ত আওল,
ফুটল মাধবীলতা।
কুহু কুহু করি, কোকিলা কুহরে,
গুঞ্জরে ভ্রমরী যথা॥
আমার মাথার কেশ, সুচারু অঙ্গের বেশ,
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন, পরশ রতন ধন,
কাচের সমান ভেল॥
কোন সে নগরে, নাগর রহিল,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন্ গুণবতী, গুণেতে বেঁধেছে,
লুবধ ভ্রমর মোর॥
যাও সহচরি, মথুরা মণ্ডলে,
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে, আইসে না আইসে,
জানিয়া আইসহ হেথা॥
বিধুমুখী-বোলে, সহচরী চলে,
নিদয় নিঠুর পাশ।
সহচরী সনে, ভণয়ে ভৎ'সয়ে,
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥ ১১১॥

গোয়ানু—কাটাইলাম, অতিবাহিত করিলাম।

কানড়া।

সখি! কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সাগর, দৈবে শুখায়ল,
তিয়াসে পরাণ যায় ॥
সখি! ধরিবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি,
মাগিয়া লইবি বর ॥
সখি! যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে, করিনু ভাবনে,
বিধি সে করল বাদ ॥
সখি! হাম সে অবলা তায়।
বিরহ-আগুন, হৃদয়ে দ্বিগুণ,
সহন নাহিক যায় ॥
সখি! বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে, আইসে সে জন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ ॥ ১১২ ॥

মাথুর

ধানশী।

শ্যাম-শুকপাখী, সুন্দর নিরখি,
রাই ধরিল নয়ন ফান্দে।
হৃদয়-পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে,
মনোহি শিকলে বান্ধে ॥
প্রেম সুধানিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি, ধরাইল বুলি,
ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥
এখন হ'য়ে অবিশ্বাসী, কাটিয়া আঁকুসি,
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে, পাইনু শুনিতে,
কুবুজা রেখেছে ধরে ॥
আপনার ধন, করিতে প্রার্থন,
রাই পাঠাইল মোরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজে, তব তজবিজে,
পেতে পারে কি না পারে ॥ ১১৩॥

সুহিনী।

(ও) হে কুবুজার বন্ধু।
পাসরেছ রাইমুখ-ইন্দু ॥
ওহে ও পাগধারী।
পাসরেছ নবীন কিশোরী ॥
রাই পাঠাল মোরে।
দাসখত দেখাবার তরে ॥
জাতে মোরা আছি সখী।
পদতলে নাম দিলে লেখি ॥
তুমি ব্রজে যাবে।
করতালি বাজাইব সবে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে ॥ ১১৪ ॥

শ্রীরাগ।

বিরহ কাতরা, বিনোদিনী রাধা,
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান দেখিয়া, আসিনু হেথায়,
কহিতে তোঁহারি কাছে ॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী।
চল এইক্ষণে, রাধার শপথ,
আর না করিও দেরী ॥
কালিন্দী-পুলিনে, কমলের শেজে,
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।
কোন সখী অঙ্গে, লিখে শ্যাম-নাম,
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥

তিয়াসে—তৃষ্ণায়।
আঁকুসি—আকর্ষণী যন্ত্র বা জাল।
তজবিজ—বিচার। শেজে—শয্যায়।
পরখে—পরীক্ষা করে।

কেহ কহে তোর, বঁধুয়া আসিল,
সে কথা শুনিয়া কানে।
মেলিয়া নয়ন, চৌদিশ নেহারে,
দেখিয়া না সহে প্রাণে ॥
যখন হইনু, যমুনা পার,
দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে, রাখে অন্তর্জলে,
রাই-দেহ হরি বলি ॥
দেখিতে যদ্যপি, সাধ থাকে তব,
ঝাট চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডীদাস, বিলম্ব হইলে,
আর না দেখিবে রাই ॥ ১১৫ ॥

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়া,
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল, পীরিতি করিতে,
মনে যদি এত ছিল ॥
ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস,
না জান লেহের লেশ।
এক দেশে এলি, অনল জ্বালায়ে,
জ্বালাইতে আর দেশ ॥
অগাধ জলের, মকর যেমন,
না জানে মিঠ কি তিত।
সুরস পায়স, চিনি পরিহরি,
চিটাতে আদর এত ॥
চণ্ডীদাসে ভণে, মনের বেদনে,
কহিতে পরাণ ফাটে।
(তোমার) সোনার প্রতিমা, ধূলায় গড়াগড়ি,
কুবুজা বসিল খাটে ॥ ১১৬ ॥

চৌদিশ—চতুর্দ্দিক।
ঝাট—ঝটিতি, ত্বরায়।

বেলাবলী।

রাইয়ের দশা সখীর মুখে।
শুনিয়া নাগর মনের দুখে ॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল সুধী ॥
অব যতনে ধৈরজ ধরি।
বরজ গমন ইচ্ছিল হরি ॥
আগে আগুয়ান করিয়া তার।
সখী পাঠায়ল কহিয়া সার ॥
এখনি আসিছি মথুরা হৈতে।
ইথে আন ভাব না ভাব চিতে ॥
অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায় ॥ ১১৭ ॥

ভাব-সম্মিলন।

ধানশী।

সই! জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে, তুরিতে আওব,
কপাল কহিয়া গেল ॥
চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে,
পুলক যৌবনভার।
বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে,
দুলিছে হিয়ার হার ॥
প্রভাত সময়, কাক কোলাকুলি,
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার, নাম সুধাইতে,
উড়িয়া বসিল তায় ॥
মুখের তাম্বুল, খসিয়া পড়িছে,
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে, সব সুলক্ষণ,
বিহি ভেল অনুকূল ॥ ১১৮ ॥

ইচ্ছিল—ইচ্ছা করিল।
কপাল কহিয়া গেল—বহিয়া গেল (পাঠান্তর)
বাঁটিয়া—বণ্টন করিয়া।

বেলাবলী।

নন্দের নন্দন চতুর কান।
মিলিল আসিয়া হৃদয়ে জান ॥
যাহার যেমন পীরিতি গাঢ়া।
তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া ॥
মথুরা হইতে এখনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি ॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা ॥
কোলেতে করিয়া নয়নজলে।
সেচন করিয়া কান্দিয়া বলে ॥
আর দূরদেশে না যাবে তুমি।
মরিব তবে পরাণে আমি ॥
এত বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ ॥
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কত জন কে করু লেখা ॥
খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াইল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে ॥
তখন বুঝিয়া সময় পুনঃ।
আওল যমুনাতীরক বন ॥
রাইয়ের নিকটে পাঠাইলা দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতী ॥ ১১৯ ॥

সুহই।

শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলিল ঘরে,
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি, হৃদয়ে লইলা তুলি,
রাখিতে না সরে অবকাশ ॥
মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চাঁদ, পাতিয়া পীরিতি ফাঁদ,
কমলিনী পাওল মধুপ ॥
রসভরে দুঁহু তনু, থর থর কাঁপই,
ঝাঁপই দুঁহু দোঁহা আবেশে ভোর।
দুঁহুক মিলনে আজি, নিভায়ল আনল,
পাওল বিরহক ওর ॥
রতন-পালঙ্কপরে, বৈঠল দুঁহু জন,
দুহুঁ মুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে।
হরষ-সলিল ভরে, হেরই না পারই,
অনিমিষে রহল ধন্দে ॥
আজি মলয়ানিল, মৃদু মৃদু বহত,
নিরমল চাঁদ প্রকাশ।
ভাবভরে গদগদ, চামর ঢুলায়ত,
পাশে রহি বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ১২০ ॥

নিবেদন।

সুহই।

শুন শুন হে রসিক রায়।
তোমারে ছাড়িয়া, যে সুখে আছিনু,
নিবেদি যে তুয়া পায় ॥
কি জানি কি ক্ষণে, কুমতি হইল,
গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু, হেলায় হারায়ে,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু ॥
জনম অবধি, মায়ের সোহাগে,
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ, দেখে প্রাণসম,
পরাণ বঁধুয়া তুমি ॥
সখীগণ কহে, শ্যাম-সোহাগিনী,
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব, তুহুঁ বাড়াইলি,
অব টুটায়ব কে ॥

পিয়াইল—পান করাইল।

বিরহক ওর—বিরহের সীমা, অন্ত।
হরষ-সলিল—প্রেমাশ্রু।
অব—আর, অন্য।

তোহারি গরবে, গরবিণী হাম,
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি নহিলে,
পীরিতি কিসের সুখ ॥ ১২১ ॥

—

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে, জীবনে মরণে,
প্রাণনাথ হইও তুমি ॥
অনেক পুণ্যফলে, গৌরী আরাধিয়ে,
পেয়েছি কামনা করি।
কি জানি কি ক্ষণে, দেখা তব সনে,
তেঁই সে পরাণে মরি ॥
বড় শুভক্ষণে, তোমা হেন ধনে,
বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে, শত শত গুণে,
অধিক করিয়া মানি ॥
মনেতে আছয়ে, আন জন যত,
আমার পরাণ তুমি।
তোমার চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লয়েছি আমি ॥
গুরু গরবিত, তারা বলে কত,
সে সব গৌরব বাসি।
তোমার কারণে, গোকুল নগরে,
দুকুল হইল হাসি ॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ নাগর,
রাধার মিনতি রাখ।
পীরিতি রসের, চূড়ামণি হ'য়ে,
সদাই অন্তরে থাক ॥ ১২২ ॥

—

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, একমন হৈয়া,
নিশ্চয়ে হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়াছিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ও দুটী কমল-পায় ॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে,
গতি যে নাহিক আর ॥
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥ ১২৩ ॥

—

সুহই।

শুন হে চিকণকালা।
বলিব কি আর, চরণে তোমার,
অবলার যত জ্বালা ॥
চরণ থাকিতে, না পারি চলিতে,
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে, তব কাছে এলে,
লোকে করে অপযশ ॥
বদন থাকিতে, না পারি বলিতে,
তেঁই সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে, সদা দরশন,
না পেলেম নবীন শ্যাম ॥

অখলে—খলতা বর্জ্জিত।

অবলার যত, দুখ প্রাণনাথ,
সব থাকে মনে মনে।
চণ্ডীদাস কয়, রসিক যে হয়,
সদাই সে বেদনা জানে ॥ ১২৪ ॥

—

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম, ধরম করম,
সকলি জানহ তুমি ॥
যে তোর করুণা, না জানি আপনা,
আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে,
বুঝিতে না পারি রীতি ॥
মায়ের যেমন, বাপের তেমন,
তেমতি বরজপুরে।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে,
সে সব গোচর তোরে ॥
সতী বা অসতী, তোহে মোর নতি,
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোমারি বচন, সালঙ্কার মোর,
ভূষণে ভূষণ বাসি ॥
চণ্ডীদাস বলে, শুনহ সকলে,
বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া, বচন কহিলে,
তুলনা নাহিক তার ॥ ১২৫ ॥

—

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে, পীরিতি করিয়া,
রহিতে না দিলি ঘরে ॥
কামনা করিয়া, সাগরে মরিব,
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব, শ্রীনন্দ-নন্দন,
তোমারে করিব রাধা ॥
পীরিতি করিয়া, ছাড়িয়া যাইব,
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া, মুরলী বাজাব,
যখন যাইবে জলে ॥
মুরলী শুনিয়া, মোহিত হইবে,
সহজে কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে,
পীরিতি কেমন জ্বালা ॥ ১২৬ ॥

—

সুহই।

শুন সুনাগর, করি যোড়কর,
এক নিবেদিয়ে বাণী।
এই কর মেনে, ভাঙ্গে নাহি যেনে,
নবীন পীরিতিখানি ॥
কুল শীল জাতি, ছাড়ি নিজ পতি,
কালি দিয়ে দুই কুলে।
এ নব যৌবন, পরশ-রতন,
সঁপেছি চরণতলে ॥
তিনহি আঁখর, করিয়ে আদর,
শিরেতে লয়েছি আমি।
অবলার আশ, না কর নৈরাশ,
সদাই পূরিবে তুমি ॥
তুমি রসরাজ, রসের সমাজ,
কি আর বলিব আমি।
চণ্ডীদাস কহে, জনমে জনমে,
বিমুখ না হও তুমি ॥ ১২৭ ॥

—

সুহই।

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।

গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন তায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য মম,
তোমারি চরণখানি ॥ ১২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সুহই।

রাই! তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি ॥
নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা-সিনানে, তোমার কারণে,
বসি থাকি তার তীরে ॥
তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে,
কদম্বতলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি, চারিদিকে হেরি,
যেমত চাতক পাখী ॥
তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তব প্রেমে হৈয়া ভোর ॥
চণ্ডীদাস কয়, ঐছন পীরিতি,
জগতে আর কি হয়।
এমন পিরীতি, না দেখি কখন,
কখন হবার নয় ॥ ১২৯ ॥

শ্রীরাধিকার উক্তি।

সুহই।

অনেক সাধের, পরাণ বঁধুয়া,
নয়ানে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণি, মালাটি গাঁথিয়া,
হিয়ার মাঝারে লব ॥
তুমি হেন ধন, দিয়া যে যৌবন,
কিনেছি বিশাখা জানে।
কেনা ধনে আর, অধিকার কার,
এ বড় গৌরব মনে ॥
বাড়িতে বাড়িতে, ফল না বাড়িতে,
গগনে চড়ালে মোরে।
গগন হইতে, ভূমে না ফেলাও,
এই নিবেদন তোরে ॥
এই নিবেদন, গলায় বসন,
দিয়া কহি শ্যাম-পায়।
চণ্ডীদাস কয়, জীবনে মরণে,
না ঠেলিবে রাঙ্গা পায় ॥ ১৩০ ॥

সুহই।

প্রাণবঁধু হে! নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া,
হৃদয়ে তুলিয়া লব ॥
শিশুকাল হৈতে, আন নাহি চিতে,
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন, জীবন যৌবন,
তুমি সে গলার হার ॥
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটী, হয় শত কোটী,
সকলি করিবে ক্ষমা ॥

না ঠেলিও বলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, তোমা বঁধু বিনে,
আর নাহি কেহ মোর॥
তিলে আঁখি আড়, করিতে না পারি,
তবে সে যে মরি আমি।
চণ্ডীদাসে ভণে, অনুগত জনে,
দয়া না ছাড়িও তুমি॥ ১৩১॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সুহই।

আর এক বাণী, শুন বিনোদিনী,
দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন সাধন, কিছুই না জানি,
সদাই ভাবি হে তোরে॥
ভজন সাধন, করে যেই জন,
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন, তোমার চরণ,
তুমি রসময়ী নিধি॥
যাবত পিরীতি, মদন বেয়াধি,
তনু মন হৈল ভোর।
সকল ছাড়িয়া, তোমারে ভজিয়া,
এই দশা হৈল মোর॥
নব সান্নিপাতি, দারুণ বেয়াধি,
পরাণে মরিলাম আমি।
রসের সাগরে, ডুবায়ে আমারে,
অমর করহ তুমি॥
যেবা কিছু আমি, সব জান তুমি,
তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া, নায়ে কড়ি দিয়া,
ডুবে কি হইব পার॥
বিপদ পাথার, না জানি সাঁতার,
সম্পত্তি নাহিক মোর।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
যে হয় উচিত তোর॥ ১৩২॥

শ্রীরাধিকার উক্তি।

ভূপালী।

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইতে পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
সে সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পেলাম ফিরে॥
এখন কোকিল করুক গান।
ভ্রমর ধরুক তাহার তান॥
মলয়া পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥ ১৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সুহই।

জপিতে তোমার নাম, বংশীধারী অনুপাম,
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গৌরী, আইনু গোকুলপুরী,
বরজ-মণ্ডলে পরকাশ॥
ধনি! তোমার মহিমা জানে কে।
অবিরাম যুগ শত, গুণ গাই অবিরত,
গাইয়া করিতে নারি শেষ যে॥
গঞ্জন-বচন তোর, শুনি সুখের নাহি ওর,
সুধাময় লাগয়ে মরমে।

তরল কমল আঁখি, তেরছ নয়নে দেখি,
বিকাইনু জনমে জনমে ॥
তোমা বিনু যেবা যত, পীরিতি করিনু কত,
সে পীরিতি না পূরিল আশ।
তোমার পীরিতি বিনু, স্বতন্ত্র না হৈল তনু,
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস ॥ ১৩৪ ॥

——

শ্রীরাধিকার উক্তি।

সুহই।

শ্যাম সুন্দর, শরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন,
শ্যাম সে গলার হার ॥
শ্যাম সে বেশর, শ্যাম বেশ মোর,
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন, ভজন পূজন,
শ্যাম-দাসী হ'লো রাধা ॥
শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল,
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলায়ল বিধি ॥
কোকিল ভ্রমর, করে পঞ্চস্বর,
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে, রাখিয়া শ্যামেরে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বোলে ॥ ১৩৫ ॥

সুহই।

শ্যাম ছাড়িয়া না দিব তোরে।
পরাণ যেখানে, রাখিব সেখানে,
এমন মন মোর করে ॥
লোক হাসি হউ, কুল জাতি যাউ,
তবু না ছাড়িয়া দিব।
তোমা হেন নিধি, ঘটায়েছে বিধি,
আর তোমা কোথা পাব ॥
কাহারে কহিব, কেবা পাতাইব,†
আমার জ্বালা যে কত।
তোমার লাগিয়া, এতেক সহিয়া,
নহে পরমাদ হ'ত ॥
রাধার বচন, শুনি সুনাগর,
গদগদ ভেলা দেহা।
আমি সে তোমার, প্রেমে আছি বশ,
মরমে বাঁধিলে লেহা ॥
চণ্ডীদাসে কহে, সে ত এক হয়,
হয় বা না হয় ভিনু।
বিরলে বসিয়া, দুহুঁ মিশাইয়া,
গঢ়ল একই তনু ॥ ১৩৬ ॥*

কামোদ।

শ্যাম কি আ[illegible] আমি।
তোমা হেন ধন, অমূল্য রতন,
তোমার তুলনা তুমি ॥
তুমি বিদগধ, গুণের সাগর,
রূপের নাহিক সীমা।
গুণে গুণবতী, বাঁধিয়ে পীরিতি,
অখিল ব্রজের রামা ॥
জাতি কুল দিয়া, আপনি নিছিয়া,
শরণ যে লইয়াছি।
যে কর সে কর, তোমারে বড়াই,
এ দেহ তোরে সঁপিয়াছি ॥
অনেক আছয়ে, আন জনার কত,
আমার কেবল তুমি।
ও দুটি-চরণ, শীতল দেখিয়া,
শরণ লয়েছি আমি ॥
চণ্ডীদাস বলে, শুন হে বিনোদ,
রাধারে বা হও বাম।

---

† পাতাইব—প্রত্যয় করিব।
* এই চিহ্নিত পদ পূর্ব্বে কখনও মুদ্রিত হয় নাই।

লোকমুখে শুনি, তোমার মহিমা,
শরণ-পঞ্জর নাম ॥ ১৩৭ ॥*

সিন্ধুড়া।

তোমার পীরিতি, কি জানি কি রীতি,
অবলা কুলের বালা।
সুজন দেখিয়া, পীরিতি করিনু,
পরিণামে পাছে হয় জ্বালা ॥
অবলা জনের, দোষ না ধরিবে,
তিলেক কত হয় দোষ।
তুমি কৃপা করি, দয়া না ছাড়িবে,
মোরে না করিবে রোষ ॥
তুমি সে পুরুষ, ভুবন শকতি,
সকলি সহিতে হয়।
কুল-কামিনীর, লেহ বাড়াইয়া,
ছাড়িতে উচিত নয় ॥
তিলেক না দেখি, ও চাঁদ বদন,
মরমে মরিয়া থাকি।
হয় নয় ইহা, দেখ শুধাইয়া,
চণ্ডীদাস আছে সাখী ॥ ১৩৮ ॥*

কামোদ।

ওহে শ্যাম তুমি নিদারুণ নও।
তোমার কারণে, এত পরমাদ,
নিচয় করিয়া কও ॥
মনের বেদন, কহিতে কহিতে,
দ্বিগুণ উঠয়ে দুঃখ।
যেমন দাড়িম, ফাটিয়া পড়য়ে,
এমন করিছে বুক ॥
যদি বা কখন, কান্দি কোন ছলে,
শাশুড়ী ননদী তারা।
শ্যাম নাম ধরি, কান্দি কলঙ্কিনী,
এমতি তাহার ধারা ॥
হেন করে মনে, শুনি কুবচন,
গরল খাইয়া মরি।
তাহে নাহি দায়, শুন শ্যাম রায়,
তোমারে ছাড়িতে নারি ॥
তোমা হেন ধনে, ছাড়িব কেমনে,
তোমা কারে দিয়ে যাব।
চণ্ডীদাস বলে, বিদগধ তোমা,
আর কোথা গেলে পাব ॥ ১৩৯ ॥ * ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সুহই।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী নয়ন-তারা ॥
গৃহমাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধাময় হলো আঁখি ॥
স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া, রাধাবল্লভ নাম,
পেয়েছি অনেক আশে ॥
শ্যামের বচন, মাধুরী শুনিয়া,
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডীদাস কহে, দোঁহার পীরিতি,
পরাণে পরাণ বাঁধা ॥ ১৪০ ॥

সুহই।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী গলার হার।

---

* এই চিহ্নিত পদ পূর্ব্বে কখনও মুদ্রিত হয় নাই।
* এই চিহ্নিত পদ পূর্ব্বে কখনও মুদ্রিত হয় নাই।
* এই চিহ্নিত পদ পূর্ব্বে কখনও মুদ্রিত হয় নাই।

কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী চরণ সার ॥
শয়নে স্বপনে, গমনে কিশোরী,
ভোজন কিশোরী আগে।
করে করে বাঁশী, ফিরি দিবা নিশি,
কিশোরীর অনুরাগে ॥
কিশোরী-চরণে, পরাণ সঁপেছি,
ভাবেতে হৃদয় ভরা।
দেখ হে কিশোরী, অনুগত জনে,
করো না চরণ ছাড়া ॥
কিশোরীর দাস, আমি পীতবাস,
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটী যুগ যদি, আমারে ভজয়ে,
বিফল ভজন তার ॥
কহিতে কহিতে, রসিক নাগর,
তিতল নয়ন জলে।
চণ্ডীদাস কহে, নবীন কিশোরী,
বঁধুরে করল কোলে ॥ ১৪১ ॥

কল্যাণী।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী নয়ন তারা।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী গলার হারা ॥
রাধে! ভিন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া, ও রাঙ্গা চরণে,
শরণ লইনু আমি ॥
শয়নে স্বপনে, ঘুমে-জাগরণে,
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত, করিয়া মিনতি,
সকলি করিবে ক্ষমা ॥
গলায় বসন, আর নিবেদন,
বলিয়ে তুঁহারি ঠাঁই।
চণ্ডীদাস ভণে, ও রাঙ্গা চরণে,
দয়া না ছাড়িহ রাই ॥ ১৪২ ॥

প্রেমের উৎকর্ষতা।*

শ্রীরাগ।

সই! পীরিতি আঁখর তিন।
জনম অবধি, ভাবি নিরবধি,
না জানিয়ে রাতি দিন ॥
পীরিতি পীরিতি, সব জনা কহে,
পীরিতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ, পীরিতি-মূরতি,
কেবা করে পরতীত ॥
সই! কি আর কুল বিচার।
শ্যাম বঁধু বিনে, তিলেক না জীব,
কি মোর সোদর কার ॥
পীরিতি মন্তর, জপে যেই জন,
নাহিক তাহার মূল।
বঁধুর পীরিতে, আপনা বেচিনু,
নিছি দিনু জাতি কুল ॥
সে রূপ-সায়রে, নয়ন ডুবিল,
সে গুণে বাঁধিল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডুবিল যে চিতে,
নিবারিব কি বা দিয়া ॥
খাইতে খাইছি, শুইতে শুয়েছি,
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে,
অনল দিয়ে দুয়ারে ॥ ১৪৩ ॥

সুহিনী।

পীরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
ভুবনে আনিল কে।

---

* প্রেমের উৎকর্ষতাকেই প্রেমবৈচিত্র্য বলা যায়; যথা—
প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশেষো ধিয়োর্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্র্যমুচ্যতে ॥

মধুর বলিয়া, ছানিয়া খাইনু,
তিতায় তিতিল দে ॥
সই ! এ কথা কহিব কারে।
হিয়ার ভিতর, বসতি করিয়া,
কখন কি জানি করে ॥
পিয়াঁর পীরিতি, প্রথম আরতি,
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ, শমন সমান,
দয়ার নাহিক লেশ ॥
কপট পীরিতি, আরতি বাড়ায়ে,
মরণ অধিক কাজে।
লোকে-চরচায়, কুল রাখা দায়,
জগত ভরিল লাজে ॥
হইতে হইতে, অধিক হইল,
সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে, তনু জরজর,
পাগলী হইয়া গেনু ॥
এমতি পীরিতি, না জানি এ রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পীরিতি পরম, দুখময় হয়,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ ১৪৪ ॥

শ্রীরাগ।

পীরিতি সুখের, সাগর দেখিয়া,
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে,
লাগিল দুখের বায় ॥
কেবা নিরমিল, প্রেম-সরোবর,
নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টলমল ॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শেহলা,
পড়সী-জীয়ল-মাছে।
কুল-পানিফল, কাঁটা যে সকল,
সলিল বেড়িয়া আছে ॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়,
ছাঁনিয়া খাইনু যদি।
অন্তর বাহিরে, কুটু কুটু করে,
সুখে দুখ দিল বিধি ॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
সুখ দুখ দুটী ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পীরিতি,
দুখ যায় তার ঠাঁই ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীরাগ।

পীরিতি বলিয়া, একটী কমল,
রসের সায়র মাঝে।
প্রেম-পরিমল, লুবধ ভ্রমর,
ধায়ল আপন কাজে ॥
ভ্রমরা জানয়ে, কমল-মাধুরী,
তেঁই সে তাহারি বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী,
আনে কহে অপযশ ॥
সই ! এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে, সে যদি না কহে,
কেমনে ধরিবে দে ॥ ধ্রু ॥
ধরম করম, লোক চরচাতে,
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আঁখর, যাহার মরমে,
সেই সে বুঝিতে পারে ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন লো সুন্দরী,
পীরিতি রসের সার।
পীরিতি-রসের, রসিক নহিলে,
কি ছার পরাণ তার ॥ ১৪৬ ॥

শ্রীরাগ।

পীরিতি পীরিতি, কি রীতি মূরতি,
হৃদয়ে লাগয়ে সে।
পরাণ ছাড়িলে, পীরিতি না ছাড়ে,
পীরিতি গড়ল কে ॥
পীরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
না জানি আছিল কোথা।
পীরিতি-কণ্টক, হিয়ায় ফুটল,
পরাণ-পুতলি যথা ॥
পীরিতি পীরিতি, পীরিতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিবালে না নিভে,
হিয়ায় রহিল শেল ॥
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি,
পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পীরিতি মিলয়ে তথা ॥ ১৪৭ ॥

ধানশী।

পীরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
সিরজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে, সুধাই কাহারে,
ঘুচাই মনের ব্যথা ॥
পীরিতি-মূরতি, পীরিতি-রতন,
যার চিতে উপজিল।
সে ধনি কতেক, জনমে জনমে,
কি ভাগ্য করিয়াছিল ॥
সই, পীরিতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, জনমে জনমে,
কি সুখ জানয়ে তারা ॥
যে জন যা বিনে, না রহে পরাণে,
সে যে হইল কুলনাশী।
তবে কেন তারে, কলঙ্কিনী বলে,
অবোধ গোকুলবাসী ॥
গোকুল নগরে, কেবা কি না করে,
অবোধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডীদাসে ভণে, মরুক সে জনে,
পর চর-চায় থাকে ॥ ১৪৮ ॥

ধানশী।

সুখের লাগিয়া, পীরিতি করিনু,
শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত, দুখ হবে বলে,
নাহিক জানি স্বপনে ॥ ধ্রু ॥
সে হেন কালিয়া, নিঠুর হইল,
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন-আশে, যে জন ফিরয়ে,
সে এত নিঠুর কেন ॥
বল না কি বুদ্ধি, করিব এখন,
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কি দিলে হইবে ভাল ॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন বিনোদিনি,
মনে না ভাবিও আন।
তুমি সে শ্যামের, সরবস ধন,
শ্যাম সে তোমার প্রাণ ॥ ১৪৯ ॥

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, রন্ধন করিনু,
ঝালেতে ঝালিল দে।
স্বাদু যে নহিলে, জাতি সে গেল,
ব্যঞ্জন খাইবে কে ॥
সই! ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পীরিতি, হেন রসবতী,
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল ॥ ধ্রু ॥
পীরিতি রসের, নাগর দেখিয়া,
আরতি বাঢ়ানু তাতে।

তবে সে সজনী, দিবস রজনী,
অনল উঠিল চিতে ॥
উঠিতে উঠিতে, অধিক উঠিল,
পীরিতে ডুবিল দেহ ।
নিমে সুধা দিয়ে, একত্র করিয়ে,
ঐছন কানুর লেহ ॥
চণ্ডীদাস কয়, হিয়ায় সহয়,
সকলি গরল হৈল ।
কিছু কিছু সুধা, বিষ গুণ আধা,
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল ॥ ১৫০ ॥

শ্রীরাগ ।

সুখের পীরিতি, আনন্দ যে রীতি,
দেখিতে সুন্দর হয় ।
মধুর পীযূষে, মদন সহিতে,
মাখিলে সে রসময় ॥
সই কিবা কারিগর সে ।
এমত সংযোগে, করি অনুরাগে,
কেমতে গঠিল দে ॥ ধ্রু ॥
সিন্ধুর ভিতর, অমিয়া থাকয়ে,
কেমনে পাইল এ ।
মাটীর ভিতরে, কাঞ্চন গড়য়ে,
সন্দেহ এ বড়ি এ ॥
মদন মাতন, থাকে কোন স্থান,
বুঝিতে হয় সন্দেহ ।
এ তিন আনিয়া, একত্র ছানিয়া,
গড়িল কেমন দেহ ॥
তিন তিন গুণে, বান্ধিল সে ঘুণে,
পাঁজর ধসিয়া গেল ।
যতন করিয়া, অবলা বধিতে,
আনিল এমতি শেল ॥
এমত অকাজ, করে কোন রাজ,
বুঝিতে নারিনু মোরা ।
কুলের ধরমে, ত্যজিনু মরমে,
এমতি হউক তারা ॥
চণ্ডীদাসে কয়, মিছা গালি হয়,
না দেখি জনেক লোকে ।
আপনা আপনি, বলহ কাহিনী,
আপন মনের সুখে ॥ ১৫১ ॥

শ্রীরাগ ।

আপনা খাইনু, সোনা যে কিনিনু,
ভুষণে ভুষিব দেহ ।
সোনা যে নহিল, পিতল হইল,
এমতি কানুর লেহ ॥
সই ! মদন সোনারে না চিনে সোনা ।
সোনা যে বলিয়া, পিতল আনিয়া,
গড়ি দিল যে গহনা ॥
পরিতে আসিতে, ঝলক দেখিতে,
হাসয়ে সকল লোকে ।
ধন যে গেল, কাজ না হইল,
শেল রহি গেল বুকে ॥
যেন মোর মতি, তেমতি এ গতি,
ভাবিয়া দেখিনু চিতে ।
খলের কথায়, পাথারে সাঁতারি,
উঠিতে নারিনু ভিতে ॥
অভাগিয়া জনে, ভাগ্য নাহি জানে,
না পূরয়ে সব সাধ ।
খাইতে নাহি ঘরে, সাধ বহু করে,
বিধি করে অনুবাদ ॥
চণ্ডীদাস কয়, বাশুলী কৃপায়,
আর নিবেদিব কায় ।
তবু ত পীরিতি, নাহি পায় যদি,
পরাণে মরিয়া যায় ॥ ১৫২ ॥

শ্রীরাগ।

কানুর পীরিতি, চন্দনের রীতি,
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে,
দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই! কে বলে পীরিতি হীরা।
সোনায় জড়িয়া, হিয়ায় করিতে,
দুখ সে লাগিল ফিরা॥ ধ্রু॥
পরশ পাথর, বড়ই শীতল,
কহয়ে সকল লোকে।
মুই অভাগিনী, লাগিল আগুনি,
পাইনু এতেক দুখে॥
সব কুলবতী, করয়ে পীরিতি,
এমত না হয় কারে।
এ পাড়াপড়সী, ডাকিনী সদৃশী,
এমত না খায় তারে॥
গৃহের গৃহিণী, আর ননদিনী,
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায়, কি করি উপায়,
পরাণে সহিবে কত॥
নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে,
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
সুখ যে পাইব কোথা॥ ১৫৩॥

——

শ্রীরাগ।

কানুর পীরিতি, মরণের সাথী,
হইল এতেক দিনে।
মৈলে কি ছাড়িবে, সঙ্গে না যাইবে,
না করিব কি বিধানে॥
সই জীয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতি কুল শীল, সকলি ডুবিল,
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥
শয়নে স্বপনে, না করিয়ে মনে,
ধরম গণিয়া থাকি।
আসিয়া মদন, দেয় কদর্থন,
অন্তরে জ্বালয়ে উঁকি॥
সরোবর মাঝে, মীন যে থাকয়ে,
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল, হাতে লই জাল,
তুরিতে ঝাপয়ে তারে॥
কানুর পীরিতি, কালের বসতি,
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে, জারে যেই জনে,
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥
চণ্ডীদাস-মন, বাশুলী চরণ,
আদেশে রজক-নারী।
সহিতে সহিবে, কিছু না ভাবিবে,
রহিবে একান্ত করি॥ ১৫৪॥

——

ধানশী।

আমরা সরল, পীরিতি গরল,
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ রীতি, বিছরিনু পতি,
কলঙ্ক সবাই কয়॥
সই! দৈবে হৈল হেন মতি।
অন্তর জ্বলিল, পরাণ পুড়িল,
ঐছন পীরিতি-রীতি॥
মাটী খোদাইয়া, খাল বানাইয়া,
উপরে দেয়ল চাপ।
আহার দিয়া, মারল বাঁধিয়া,
এমন করয়ে পাপ॥
নৌকাতে চড়ায়ে, দরিয়াতে লৈয়ে,
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করি, ডুবিয়া না মরি,
উঠিতে নারি যে কূলে॥

এমতি করিয়া, পরাণে মারিয়া,
চলিল আপন ঘরে।
চণ্ডীদাস কয়, এমতি সে নয়,
তুমি সে ভাবহ তারে ॥ ১৫৫ ॥

সুহিনী।

শুন সহচরি, না কর চাতুরী,
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মূরতি, কানুর পীরিতি,
কোথায় তাহার ঘর ॥
চলে কি বাহনে, থাকে কোন স্থানে,
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন অস্ত্র ধরে, পারাপার ক'রে,
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে ॥
পাইয়া সন্ধান, হব সাবধান,
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে, বচনে চলনে,
সোঙরি তাহার পা ॥
সখী কহে সার, দেখি নৈরাকার,
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ-ছুরি, বৈসে মনোপরি,
জাতির বাহিরে সে ॥
মন তাহার বাহন, রক্ষক মদন,
ভাবগণ তাহার সঙ্গী।
সুজন পাইলে, না দেয় ছাড়িয়া,
পীরিতি অদ্ভুত রঙ্গী ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
ছাড়িতে কি কর আশ।
পীরিতি নগরে, বসতি করেছ,
পরেছ পীরিতি বাস ॥ ১৫৬ ॥

শ্রীরাগ।

বিবিধ কুসুম, যতনে আনিয়া,
গাঁথিনু পীরিতি মালা।
শীতল নহিল, পরিমল গেল,
জ্বালাতে জ্বলিল গলা ॥
সই! মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া, বিষ মিশাইয়া,
হিয়ার মাঝারে দিল ॥
জ্বালায় জ্বলিয়া, উঠিল যে হিয়া,
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি, কি করিব সখি,
আগুন হইল ফুল ॥
ফুলের উপর, চন্দন লাগল,
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া, পোড়াইল হিয়া,
পাঁজর ধসিয়া গেল ॥
ধসিতে ধসিতে, সকলি ধসিল,
নির্ম্মূল হইল দেহ।
চণ্ডীদাস কয়, কহিলে না নয়,
ঐছন কানুর লেহ ॥ ১৫৭ ॥

শ্রীরাগ।

ভুবন ছানিয়া, যতন করিয়া,
আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে, গাছ যে হইল,
সাধল মরণ নিজ ॥
সই! প্রেম-তরু কেন হইল।
হাম অভাগিনী, দিবস রজনী,
সিঁচিতে জনম গেল ॥
পীরিতি করিয়া, সুখ যে পাইব,
শুনিনু সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া, গরল কিনিয়া,
খাইনু আপন সুখে ॥
অমিয়া হইত, স্বাদু লাগিত,
হইল গরল ফলে।
কানুর পীরিতি, শেষে হেন রীতি,
জানিনু পুণ্যের বলে ॥

যত মনে ছিল, সকলি পূরিল,
আর না চাহিব লেহ।
চণ্ডীদাস কহে, পরশন বিনে,
কেমনে ধরিবে দেহ ॥ ১৫৮ ॥

অনুরাগ। *

উভয়ত্রানুরাগ।

পঠমঞ্জরী।

তোমার প্রেমে বন্দী হলাম শুনহ বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভয় ॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লিখি ॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হই যে বিকল ॥
নিশি দিশি তোমায় বঁধু পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়া রাখ স্থির করি ॥ ১৫৯ ॥

রূপানুরাগ।

তুড়ী।

কানড় কুসুম জিনি, কালিয়া বরণ খানি,
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ত্যজিয়া সকল কাজ, জাতি কুল শীল লাজ,
মরিবে কালিয়া-অনুরাগে ॥
সই! আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ান-কোণে, না চাহিও তার পানে,
কালিয়া বরণ যার দেখ ॥
আরতি পীরিতি মনে, যে করে কালিয়া সনে,
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ কালা, মনেতে গাঁথিয়া মালা,
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল ॥
নিশিদিশি অনুখণ, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পরিণামে কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥
দারুণ মুরলী-স্বর, না মানে আপন পর,
মরম ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, তনু মন তার নয়,
যোগিনী হইবে সেই পাকে ॥ ১৬০ ॥

আক্ষেপানুরাগ। *

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।
শ্রীরাগ।

বঁধু সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি, করেছি পীরিতি,
কাহারে করিব রোষ ॥
সুধার সমুদ্র, সমুখে দেখিয়া,
খাইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে,
পাইব এতেক দুখে ॥
সে যদি জানিতাম, অলপ ইঙ্গিতে,
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল, সকলি মজিল,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥

---

* সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবেন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীষ্যতে ॥
সর্ব্বদা নিকটস্থ থাকিলেও অনুভূতের ন্যায় নূতন বলিয়া বোধকে অনুরাগ বলে। অনুরাগ শব্দের অর্থ আসক্তি।
ভরমে—ভ্রমে।
দরবয়ে—দ্রব হয়।

অনুখণ—অনুক্ষণ।
আক্ষেপানুরাগ নানাবিধ যথা,—
কৃষ্ণঞ্চ মুরলীঞ্চৈব আত্মানঞ্চ সখীন প্রতি।
দূত্যাং মাতরি কন্দর্পে তথা গুরুগণাদিষু ॥
অর্থাৎ আক্ষেপানুরাগ কৃষ্ণ, মুরলী, সখী, দূতী, বিধাতা, কন্দর্প ও গুরুগণাদিতে প্রযুক্ত হয়।

অনেক আশার, ভরসা মরুক,
দেখিতে করিয়ে সাধ।
প্রথম পীরিতি, তাহার নাহিক,
বিভাগের আধের আধ॥
যাহার লাগিয়া, যে জন মরয়ে,
সে যদি করয়ে আনে।
চণ্ডীদাস কহে, এমনি পীরিতি,
করয়ে সুজন সনে॥ ১৬১॥

ধানশী।

ভাদরে দেখিনু নট চাঁদে।
সেই হতে উঠে মোর কানু-পরিবাদে॥
এতেক যুবতীগণ আছে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী॥
ননদী দেখয়ে চোখের বালি।
শ্যামনাগর! তোলাইয়া সদাই পাড়ে গালি॥
এ দুঃখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুনঃ কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়॥ ১৬২॥

সিন্ধুড়া।

যখন পীরিতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুলকামিনী,
ঘরে হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ, না যায় তবু ত আন,
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা, বিষমাখা দেয় খোঁটা,
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাস কয়, কিবা তুমি কর ভয়,
বঁধু তোর নহে অকরুণ॥ ১৬৩॥

ধানশী।

যখন নাগর, পীরিতি করিল,
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেঁওলা, ভাসাইয়া কালা,
কাটিলা প্রেমের ডোর॥
মুই ত অবলা, হৃদয় অখলা,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখাল আনি॥
পীরিতি মূরতি, কোথা তার স্থিতি,
বিবরণ কহ মোরে।
পীরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
এত পরমাদ করে॥
পীরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
ভুবনে আনিল কে।
অমৃত বলিয়া, গরল ভখিনু,
বিষেতে জরিল দে॥
নদীর উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপর, রসিকের বসতি,
পীরিতি না জানে কেউ॥
চণ্ডীদাস কয়, দুই এক হয়,
ভাবেতে পীরিতি রয়।
খলের পীরিতি, তুঁষের অনল,
ধিকি ধিকি যেন বয়॥ ১৬৪॥

তুমি এখন প্রেমবন্ধন ছিন্ন করাতে স্রোতচালিত সেহলার ন্যায় আমার অসহায় অবস্থা হইয়াছে।
ধিকি ধিকি—মন্দ মন্দ।

ভাটিয়ারি।

তুমি ত নাগর, রসের সাগর,
যেমত ভ্রমর-রীতি।
আমি ত দুখিনী, কুলকলঙ্কিনী,
হইনু করিয়া প্রীতি ॥
গুরুজন ঘরে, গঞ্জয়ে আমারে,
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদনা, কহিলে কি যায়,
পরাণে সহিছে যত ॥
অনেক সাধের, পীরিতি বঁধু হে,
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে, পরাণে মরিব,
এমনি মনে সে লয় ॥
চণ্ডীদাস কহে, পীরিতি বিষম,
শুন বড়ুয়ার বহু।
পীরিতি বিচ্ছেদ, হইলে বিপদ,
এমত না হউ কেহু ॥ ১৬৫ ॥

কামোদ।

বঁধু কহিলে বাসিবে মনে দুঃখ।
যতেক রমণী ধনি, বৈঠয়ে জগতমাঝ,
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ ॥
লোকমুখে জানিনু, লখি আগে না দেখিনু,
আমারে কুমতি দিল বিধি।
না বুঝিয়া করে কাজ, তার মুণ্ডে পড়ে বাজ,
দুঃখ রহে জনম অবধি ॥
কেন হেন বেশ ধর, পরের পরাণ হর,
স্ত্রীবধেতে ভয় নাহি কর।
গগন ইন্দু আনিয়া, করে কর সমর্পিয়া,
এবে কেন এমতি আচর ॥
পীরিতি পরশে যার, হিয়া নাহি দরবয়ে,
সে কেন পীরিতি করে সাধ।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ ॥ ১৬৬ ॥

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥
কোন্ বিধি সিরজিলে সোতের শেহলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি আপন বলি ॥
বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয় ॥ ১৬৭ ॥

তুড়ী।

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই ॥
অনুখণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয়ে জানিও মুই ভখিমু গরলে ॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তুমি দেখি চাঁদমুখ ॥
খাইতে সোয়াদ নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে ক'ব দুখ ॥
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়।
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না জুয়ায় ॥ ১৬৮ ॥

সুহই।

হেদে হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলে পীরিতির দায় ॥

নিচয়ে—নিশ্চয়।
জুয়ায়—উচিত।

ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন ॥
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু।
মৈলাম লাজে মিছা কাজে দগদগি হৈনু ॥
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি মনোদুঃখে আর নানা কথা ॥
শয়নে স্বপনে বঁধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন তোমার প্রেম নয় ॥
ঘায়ে না মরিয়ে বঁধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কি যায় ॥ ১৬৯ ॥

সখী-সম্বোধন।

শ্রীরাগ।

সজনি লো সই।
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই ॥
শ্যামের বাঁশীটি, দুপুরে ডাকাতি,
সরবস হরি নৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কেন বা এমতি হৈল ॥
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,
বধির করিলে বাঁশী।
সব পরিহরি, করিলে বাউরী,
মানয়ে যেমন দাসী ॥
কুলের করম, ধৈরজ ধরম,
সরম মরম ফাঁসী।
চণ্ডীদাস ভণে, এই সে কারণে,
কানুর সরবস বাঁশী ॥ ১৭০ ॥

সুহই।

বিষম বাঁশীর কথা কহনে না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥
কেশে ধরি লয়ে যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥
হারে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহ-কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান ॥
সতী ভুলে নিজ পতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরু-লতাগণ ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা ॥ ১৭১ ॥

ধানশী।

কুলের বৈরী, হইল মুরলী,
করিল সকলি নাশে।
মদন-কিরাতী, মধুর যুবতী,
ধরিতে আইল দেশে ॥
সই! জীবন মন লয় বাঁশী।
পীরিতি আঠা, ননদী কাঁটা,
পড়সী হইল ফাঁসী ॥
বৃন্দাবন-মাঝে, বেড়ায় সেজে,
ধরিতে যুবতী জনা।
যমুনার কূলে, গাছের তলে,
বসিয়া করিল থানা ॥
এক পাশ হৈয়া, থাকি লুকাইয়া,
দেখি সে বসিল পাখী।
ধীরে ধীরে যাই, তাহা পানে চাই,
আনলা চালায় দেখি ॥
গাছের ডালে, বসিয়া ভালে,
তাক্ করে এক দিঠে।
জড়াল আঠা, লাগায় কাঁটা,
লাগিল পাখীর পিঠে ॥

জগ ভরি—জগৎ ভরিয়া।
বাউরী—পাগলিনী।

নিশান—শব্দ।
থানা—আড্ডা।
আনলা—নল। ব্যাধেরা নলের আগায় আঠা দিয়া পাখী ধরে।
তাক্—লক্ষ্য।

পড়িয়া ভূমিতে, ধড়্‌ফড়াইতে,
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখা দিয়া, বাঁধিল টানিয়া,
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে॥
চণ্ডীদাসে কয়, মহাজন হয়,
কিনিয়া লয় সে পাখী।
ছাড়িয়া দেয়, পাখায় ধোয়ায়,
তবে সে এড়ান দেখি॥ ১৭২॥

পরপুরুষে, সৌবন সঁপিলে,
আশা না পূরয়ে তার।
আপন রতন, বিছুরিলে কঁতি,
দ্বিগুণ সুখ সে পায়॥
সই! বিধি করিল এমন রীতি।
কুলবতী হৈয়া, পতি তেয়াগিয়া,
পর-পতি সনে প্রীতি॥
পহিলে সহিল, এবে সে জানিল,
তুকূল ভাসিল জলে।
পীরিতি করাতিয়া, শিরে চড়াইয়া,
কূল তুই ফাড় কৈলে॥
তুদিকে ভাসিল, উড়ু ডুবু দিতে,
কিনারা নহিল দেখি।
মহাজনের ঘরে, চোর চুরি করে,
পড়শী দেয় আসিয়া সাখী॥
তলাস করিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া,
ধনের না পায় লেশ।
মনেতে বুঝিয়া, মরমে ঝুরিয়া,
তাহারি কপাল দোষ॥
এমন ডাকাতি, বঁধুর পীরিতি,
হরি নিল মোর মন।
আপন পর, বিছুরিল সব,
ত্যজিল গৃহ গুরুজন॥

বাশুলী-কৃপায়, চণ্ডীদাস হিয়ায়,
দোসর ধোবিক জন।
সকলি পাইবে, কুলে সে রহিবে,
আলিঙ্গনে নন্দ-নন্দন॥ ১৭৩॥

তুড়ী।

মুরলীর স্বরে, রহিবে কি ঘরে,
গোকুল-যুবতীগণে।
আকুল হইয়া, বাহির হইবে,
না চাবে কুলের পানে॥
কি রঙ্গ-লীলা, মিলায় শিলা,
শুনিতে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা-পবন, স্থগিত গমন,
ভুবন মোহিত গানে॥
আনন্দ উদয়, শুধু সুধাময়,
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমে জ্বালা, জীয়ে কি অবলা,
হানয়ে মদন-বাণে॥
কুলবতী-কুল, করে নিরমূল,
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখিও মরমে,
কি মোহিনী কালা জানে॥ ১৭৪॥

ধানশী।

কালা গরলের জ্বালা, আর তাহে অবলা,
তাহে মুই কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম-ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,
গুপতে গুমরি মরি মরি॥
সখি হে! বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে,
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥

পহিলে—প্রথমে।
বিছুরিল—ভুলিল।

ধোবিক—রজকিনী।
মিলায় শিলা—পাষাণে দ্রব হয়।

মুরলী সরল হ'য়ে, বাঁকার মুখেতে র'য়ে,
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, সঙ্গদোষে কি না হয়,
রাহুমুখে শশী মসী লাভ ॥ ১৭৫ ॥

ধানশী।

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে।
নিশি দিশি কাঁদি কিন্তু হাসি লোকলাজে ॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী ॥
তরল বাঁশের বাঁশী নাম বেড়াজাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল ॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধরসুধা উগারে গরল ॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তার লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে ॥ ১৭৬ ॥

সিন্ধুড়া।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে ॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
কালা-মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু-গুণ-যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে ॥
কানু-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব ॥
চণ্ডীদাস কহে কেন হইলে উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ ॥ ১৭৭ ॥

সুহই।

কাল জল ঢালিতে সই! কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি ॥
আলো সই! মুই শুনিলাম নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ ॥
মনের দুঃখের কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল সে শ্যাম-শেল বাহির নহিল ॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ ॥ ১৭৮ ॥

তুড়ী।

আগুনি জ্বালিয়া, মরমে পুড়িয়া,
কত নিবারিব মন।
গরল ভখিয়া, আপনি মরিব,
নতুবা লউক শমন ॥
সই! জ্বালহ অনল চিতায়।
সীমন্তিনী লৈয়া, কেশ সাজাইয়া,
সিন্দূর দেহ যে সিঁথায় ॥
তনু তেয়াগিয়া, সতী যে হইব,
সাধিব মনের মত।
মরিলে সে পতি, আসিবে সংহতি,
আমারে সেবিবে কত ॥
তখনি জানিবে, বিরহ-বেদনা,
পরের লাগিয়া যত।
তাপিত হইলে, তাপ যে জানয়ে,
তাপ হয় যে কত ॥
বিরহ বেদন, না জানে আপন,
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভণে, পর দরদের,
দরদী হইলে হয় ॥ ১৭৯ ॥

দরদ—বেদনা।

ধানশী ।

সই ! না কহ ও সব কথা ।
কালার পীরিতি, যাহার লাগিল,
জনম হইতে ব্যথা ॥
কালিন্দীর জল, নয়ানে না হেরি,
বয়ানে না বলি কালা ।
তথাপি সে কালা, অন্তরে জাগয়ে,
কালা হৈল জপমালা ॥
বঁধুয়া লাগিয়া, যোগিনী হইব,
কুণ্ডল পরিব কাণে ।
সবার আগে, বিদায় হইয়া,
যাইব গহন বনে ॥
গুরু পরিজন, বলে কু-বচন,
না যাব সে লোক পাড়া ।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পীরিতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া ॥ ১৮০ ॥

তুড়ী ।

পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো ।
না দেখি তাহার রূপ মন কেন টানে গো ॥
পথে চলি যাই যদি চাহি লোক পানে গো ।
তার কথায় না রয় মন কেন তবু টানে গো ॥
খাইতে বসি যদি খাইতে কেন নারি গো ।
কেশ পানে চাহি যদি নয়ান কেন ঝুরে গো ॥
বসন পরিয়া থাকি চাহি বন পানে গো ।
সুমুখে তাহার রূপ সদা মনে জাগে গো ॥
ঘরে মোর সাধ নাই কোথা আমি যাব গো ।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো ॥
চণ্ডীদাস কহে মন নিবারিয়া থাক গো ।
সে জনা তোমার চিতে সদা
লাগি আছে গো ॥ ১৮১ ॥

বরাড়ী ।

কানড়া কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এ বড় মনের মনোব্যথা ।
যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাঁই,
কাণাকাণি শুনি এই কথা ॥
সই ! লোকে বলে কালা পরিবাদ ।
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ ॥
যমুনা-সিনানে যাই, আঁখি মেলি নাহি চাই,
তরুয়া কদম্বতলা পানে ।
যথা তথা বসে থাকি, বাঁশীটী শুনিয়ে যদি,
দুটি হাত দিয়া থাকি কাণে ॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অন্তর দহে,
পাসরিলে না যায় পাসরা ।
দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে,
না চিনি যে কালা কিবা গোরা ॥ ১৮২ ॥

সুহই ।

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে ।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি ছুটে ॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল ।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল ॥
যথা তথা যাই আমি যত দুঃখ পাই ।
চাঁদমুখের মধুর হাসি তিলেক জুড়াই ॥
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায় ।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক ।
তোমার পীরিতি বিনে না জীয়ে
তিলেক ॥ ১৮৩ ॥

শ্রীরাগ ।

কানু পরিবাদ, মনে ছিল সাধ,
সফল করিল বিধি ।

কুজন-বচনে, ছাড়িতে নারিব,
সে হেন গুণের নিধি ॥
বঁধুর পীরিতি, শেলের ঘা,
পহিলে সহিলুঁ বুকে।
দেখিতে দেখিতে, ব্যথাটি বাড়িল,
এ দুঃখ কহিব কাকে ॥
হিয়া দরদর, করে নিরন্তর,
যারে না দেখিলে মরি।
হিয়ার ভিতরে, কি শেল সাঁধাইল,
বল না কি বুদ্ধি করি ॥
অন্য ব্যথা নয়, বোধে সোধে যায়,
হিয়ার মাঝারে থুইয়া।
কুলবতী হৈয়া, কুল মজাইয়া,
কেমনে রয়েছি সইয়া ॥
আমরা অখল, হৃদয় সরল,
কথায় ভুলিয়া গেনু।
পরের কথায়, পীরিতি করিয়া,
জনম কাঁদিয়া মনু ॥
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপনা পর।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পীরিতি,
কেবল দুঃখের ঘর ॥ ১৮৪ ॥

তুড়ী।

আমার মনের কথা শুন গো স্বজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস-রজনী ॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বাঁধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কাঁদে ॥
চিতের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত।
কুলধর্ম্ম লোকলজ্জা নাহে মানে চিত ॥ ১৮৫ ॥

সই! পশিল বিষম বাঁশী।
বাহির করিতে, যতন করিনু,
মরমে রহিল পশি ॥
তেরছ নয়ানে, বাণের সন্ধানে,
না বাজে এমনি নয়।
বাজিল অন্তরে, আকুল করয়ে,
যতনে পরাণ রয় ॥
নাহি দিবানিশি, যেমন করিছে,
এ কথা কহিব কায়।
মনের আগুন, জ্বলিছে দ্বিগুণ,
কেবা পরতীত যায় ॥
আঁধুয়া পুকুরে, যে মীন থাকয়ে,
না পড়ে ধীবর-জালে।
তেন আছি হাম, ঐ ঘর কারণে,
গুরুজনা কত বলে ॥
ক্ষুরের উপরে, রাখয়ে বসতি,
নতিতে কাটয়ে দেহ।
আমার দুঃখের, আবার বিচার,
এ কথা বুঝিবে কেহ ॥
বণিক জনার,* করাত যেমন,
দুদিক কাটিয়া যায়।
তেমন আমায়, গুরুজনা কাটে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ ১৮৬ ॥

তুড়ী।

সুজন কুজন, যে জন না জানে,
তাহারে বলিব কি।
অন্তর-বেদন, যে জন জানয়ে,
পরাণ কাটিয়ে দি ॥
সই! কহিতে বাসি যে ডর।
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
সে কেন বাসয়ে পর ॥

* বণিক জনার—শঙ্খ বণিকের।

কানুর পীরিতি, বলিতে বলিতে
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ-বণিকের, করাতে যেমন,
আসিতে যাইতে কাটে ॥
সোনার গাগরী, যেন বিষে ভরি,
দুধেতে ভরিয়া মুখ।
বিচার করিয়া, যে জন না খায়,
পরিণামে পায় দুঃখ ॥
চণ্ডীদাস কয়, শুনহ সুন্দরী,
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম বঁধু সনে, পীরিতি করিয়া,
কেবা কোথা ভাল আছে ॥ ১৮৭ ॥

ধানশী।

সখি রে !
মনের বেদন, কাহারে কহিব,
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পীরিতি, ঝুরি দিবা-রাতি,
সদাই চমকে চিত ॥
কুল তেয়াগিনু, ভরম ছাড়িনু,
লইনু কলঙ্কের ডালা।
যে জন যা বল, আমারে বল,
ছাড়িতে নারিব কালা ॥
সে ডালি মাথায় করি, দেশে দেশে ফিরি,
মাগিয়া খাইব যবে।
সতী-চরচার, কুলের বিচার,
তবে সে আমার যাবে ॥
চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়,
যে জন পীরিতি করে।
পীরিতি লাগিয়া, মরে যে ঝুরিয়া,
কি তার আপন পরে ॥ ১৮৮ ॥

তুড়ী।

এক জ্বালা গুরুজন আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দেহ সারা হৈল তনু ॥
কোথায় যাইব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায় ॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হৈল কালার পীরিত ॥
জারিলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু-পরিবাদে ॥
লোক-মাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে বাশুলী-আদেশে ॥ ১৮৯ ॥

ধানশী।

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে, যে বল সে বল,
কালিয়া গলার মালা ॥
সই ! ছাড়িতে যদি বল তারে।
অন্তর সহিত, সে প্রেম জড়িত,
কে তারে ছাড়িতে পারে ॥
যে দিন যেখানে, সে সব পীরিতি,
লীলা করয়ে কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী, হইয়া রহিনু,
শুনিতাম মধুর বেণু ॥
এত রূপে নহে, হিয়া পরতীত,
যাইতাম কদম্বের তলা।
চণ্ডীদাস কহে, এত প্রাণে সহে,
বিষম বিষের জ্বালা ॥ ১৯০ ॥

সিন্ধুড়া।

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম-চিকণ-ধন ॥
সে রূপ-লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লৈয়া যায় পাছে ॥

সই! সদা ওই ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি॥
অলস আইসে নিদ যদি আইসে ইথে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে॥
এমত পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে॥
কালা রূপের নিছনি ছিনিয়া দিনু কুলে।
এত দিনে বিধি মোরে হৈল অনুকূলে॥
পূরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
চণ্ডীদাস বলে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম-কথা কারে জানি পুছ॥ ১৯১॥

সিন্ধুড়া।

এ দেশে বসতি নাই যাব কোন্ দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে॥
বল না উপায় সই, বল না উপায়।
জনম অবধি দুঃখ রহল হিয়ায়॥
তিতা কৈল দেহ মোর ননদী-বচনে।
কত বা সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে॥
বিষ খাইয়া দেহ যাবে শব র'বে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ১৯২॥

সিন্ধুড়া।

সই! এত কি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
শুনিলা আপন কাণে॥
পরের কথায়, এত কথা কয়,
ইহাতে করিব কী।
কানু-পরিবাদে, ভুবন ভরল,
বৃথাই জীবনে জী॥
কানুরে পাই ত, এ সব কহিত,
তবে বা সে বোল ভাল।
মিছা পরিবাদে, বাদিনী হইয়া,
প্রাণ জরজর হৈল॥
কে আছে বুঝাইয়া, শ্যামেরে কহিয়া,
এ দুখে করিবে পার।
চণ্ডীদাস কয়, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কে কিবা করিল কার॥ ১৯৩॥

পঠমঞ্জরী।

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
শুন শুন প্রাণপ্রিয় সই।
তুমি সে আমার হও তেঁই তোমায় কই॥
বিনি ছলে ছলে সে সদাই ধরে চুরি।
হেন মনে করি জলে প্রবেশিয়া মরি॥
সতী-সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
পোড়া লোক না জানে পীরিতি বলে কারে।
তুমি যদি বল সই সমাধিয়া ঘরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক যাতনা যার তার দ্বিগুণ পীরিতি॥ ১৯৪॥

সিন্ধুড়া।

তাহারে বুঝাই সই পেলে তার লাগি।
ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে আগি॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়সী॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব আর কালা রসের কথা॥
যত দূরে যায় মন তত দূরে যাব।
পীরিতি পরাণ-ভাগী কোথা গেলে পাব॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া॥ ১৯৫॥

শ্রীরাগ।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণ ধন,
এ দুটী আঁখির তারা।
পরাণ অধিক, হিয়ার পুতলি,
নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি,
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বঁধু বিনু,
আর কেহো মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, কুলের ধরম,
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া, পীরিতি আরতি,
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করমে, লিখন আছিল,
বিধি মিলাইল তাই।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি,
থাক ঘরে কুল লই॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম অনুরাগে, এ তনু বেচিনু,
তিল তুলসী দিয়া॥
পড়সী দুর্জ্জন, বলে কুবচন,
না যাব সে লোক-পাড়া।
চণ্ডীদাসে কয়, কানুর পীরিতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া * ॥ ১৯৬ ॥

ধানশী।

সই! কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥ ধ্রু॥

সে বঁধু কালিয়া, না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে।
আমার অন্তর, যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি, ছাড়িয়া পীরিতি,
আর জানি কার হয়॥
আপনা আপনি, মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ, বরণ করিলে,
কাহার পরাণে সয়॥
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙ্গাইয়া,
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ, যেমতি করিছে,
তেমতি হউক সে॥
কহে চণ্ডীদাস, করহ বিশ্বাস,
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল, আছয়ে সুন্দরী,
দিয়া পর মনে দুঃখে॥ ১৯৭ ॥

গান্ধার।

দেখিব যে দিন, আপন নয়নে,
কহিতে তা সনে কথা।
বেশ দূর করিব, কেশ ঘুচাইব,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
সই! কেমনে ধরিব হিয়া।
এমত সাধের, বঁধুয়া আমার,
দেখিলে না চায় ফিরিয়া॥ ধ্রু॥
সে হেন কালিয়া, যা বিনেক হিয়া,
এমতি করিল কে।
হৃদি সীদতি, আমার যে মতি,
তেমতি পুড়ুক সে॥

---

* কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করিলে জাতি কুল শীল সব ছাড়িতে হইবে।

সীদতি [সংস্কৃত]—কাঁপিতেছে।

কহে চণ্ডীদাস, কেন কর ত্রাস,
সে ধন তোমারি বটে।
তার মুখে ছাই, দিয়া সে কানাই,
আসিবে তোমা নিকটে ॥ ১৯৮ ॥

ধানশী।

সই! তাহারে বলিব কি।
যেমতি করিয়া, শপথ করিল,
বৃথায় জীবন জী ॥ ধ্রু ॥
ধরম গুণে, ভয় না মানে,
এমতি ডাকাতি সেহ।
বুঝিলাম মনে, ডাকাতিয়া সনে,
ঘুচিব ভাল যে দেহ ॥
যিনি যে পরখি, রূপ যে নিরখি,
ভুলিনু পরের বোলে।
পীরিতি করিয়া, কলঙ্ক হইল,
ডুবিনু অগাধ জলে ॥
গুরুর গঞ্জন, সহি সদাতন,
না জানিনু সেই রসে।
অমিয়া হইয়া, গরল হইল,
এমতি বুঝিলাম শেষে ॥
আগে যদি জানিতুঁ, সতর্কে থাকিতুঁ,
এমত না করিতুঁ মনে।
সে হেন পীরিতি, হবে বিপরীতি,
এমত মনে কেঁ জানে ॥
চণ্ডীদাস কহে, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কাহারে না কহ কথা।
কথা যে কহিবে, যথা সে যাইবে,
মনেতে পাইবে ব্যথা ॥ ১৯৯ ॥

ধানশী।

পীরিতি পসার, লইয়া ব্যভার,
দেখি যে জগতময়।
যতকে নাগরী, কুলের কুমারী,
কলঙ্কী আমারে কয় ॥
সই! কি জানি হইবে মোর।
সে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর,
কেমনে বাসিব পর ॥ ধ্রু ॥
সে গুণ সোঙারিতে, যাহা করে চিতে,
তাহা বা কহিব কত।
গুরুজনা কুলে, ডুবাইয়া মূলে,
তাহাতে হইব রত ॥
থাকিলে যে দেশে, আমারে হাসে,
কহিতে না পারি কথা।
অযোগ্য লোকে, তত দেয় শোকে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা ॥
কহে চণ্ডীদাস, বাশুলীর পাশ,
এমন যদি হয় মনের রীত।
যার সনে হয়, পীরিতি করয়,
কহিলে সে হয় পরতীত ॥ ২০০ ॥

শ্রীরাগ।

সই! মরম কহি যে তোকে।
পীরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
কভু না আনিব মুখে ॥ ধ্রু ॥
পীরিতি মূরতি, কভু না হেরিব,
এ দুটী নয়ান কোণে।
পীরিতি বলিয়া, নাম শুনাইতে,
মুদিয়া রহিব কাণে ॥
পীরিতি নগরে, বসতি ত্যজিয়া,
থাকিব গহন বনে।
পীরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
যেন না পড়য়ে মনে ॥
পীরিতি পাবক, পরশ করিয়া,
পুড়িছে এ নিশি দিবা।

পীরিতি বিচ্ছেদ, সহনে না যায়,
কহে চণ্ডীদাস কিবা ॥ ২০১ ॥

ধানশী।

শুন শুন সই কহি যে তোরে।
পীরিতি করিয়া কি হৈল মোরে ॥
পীরিতি পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব কত ॥
পীরিতি দুরন্ত কে বলে ভাল।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল ॥
অবিরত বহে নয়ানে নীর।
নিলজ পরাণে না বান্দে থির ॥
দোসর ধাতা পীরিতি হৈল।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল ॥
চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগে সকল সিধি ॥ ২০২ ॥

শ্রীরাগ।

ও সই! আর না বলিহ মোরে।
পীরিতি বলিয়া, দারুণ আঁখর,
বলিতে নয়ন ঝুরে ॥
পীরিতি আরতি, কভু না স্মরিব,
শয়নে স্বপনে মনে।
পীরিতি নগরে, বসতি ত্যজিব,
রহিব গহন বনে ॥
পীরিতি অবশ, পরাণ লাগিয়া,
ত্যজিব নিকুঞ্জ বাস।
পীরিতি বেয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে,
ভাল জানে চণ্ডীদাস ॥ ২০৩ ॥

শ্রীরাগ।

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি,
পাপ পীরিতির কথা ॥
সই! কে বলে পীরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে, পীরিতি করিয়া,
কাঁদিতে জনম গেল ॥
কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইয়া,
যে ধনী পীরিতি করে।
তুষের আনল, যেন সাজাইয়া,
এমতি পুড়িয়া মরে ॥
হাম অভাগিনী, এ দুখে দুখিনী,
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, যে গতি হইল,
পরাণ-সংশয় দেখি ॥ ২০৪ ॥

সিন্ধুড়া।

এ দেশে রব না সই দূর দেশে যাব।
এ পাপ পীরিতি কথা শুনিতে না পাব ॥
না দেখিব নয়নে পীরিতি করে যে।
এমতি বিষম-ব্যথা জ্বালি দিবে সে ॥
পীরিতি আখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কহে তাহারে আর না হেরি বয়ানে ॥
পীরিতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে ইহার গুরু তুমি ॥২০৫॥

শ্রীরাগ।

যাবত জনমে, কি হৈল করমে,
পীরিতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে, পশিয়া রহিল,
কেমনে হইবে ভাল ॥
সই! বল না উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে, নাহি আর চিতে,
মরম কহিনু তোরে ॥
ননদী বচনে, জ্বলিছে পরাণে,
আপাদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
পাথারে ভাসাব কূল ॥

ভাসিয়া যায়, ঘুচয়ে দায়,
না বল এ ছার লোকে।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
মরিবে তাহার শোকে ॥ ২০৬ ॥

সুহই।

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা ॥
এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দেও পীরিতির ডুরি ॥
তেমতি নহিলে যার এমতি ব্যভার।
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার ॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বাশুলী-কৃপায়।
পীরিতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥২০৭

শ্রীরাগ।

আপনা আপনি, দিবস রজনী,
ভাবিয়া কতেক দুঃখ।
যদি পাখা পাই, পাখী হয়ে যাই,
না দেখাই পাপ মুখ ॥
সই ! বিধি দিল মোরে শোকে।
পীরিতি করিয়া, আশা না পূরিল,
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে ॥
হাম অভাগিনী, তাতে একাকিনী,
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে, যত বলে মোকে,
তাহা যে না যায় শুনা ॥
বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুঃখ।
চণ্ডীদাসে কয়, এমতি হইলে,
পীরিতির কিবা সুখ ॥ ২০৮ ॥

শ্রীরাগ।

শুন গো মরম সই।
যখন আমার, জনম হইল,
নয়ন মুদিয়া রই ॥
দিত ক্ষীর সর, জননী আমার,
নয়ন মুদিত দেখি।
জননী আমার, করে হাহাকার,
কহিলা সকলে ডাকি ॥
শুনি সেই কথা, জননী যশোদা,
বঁধুকে লইয়া কোরে।
আমারে দেখিতে, আইল তুরিতে,
সুতিকা-মন্দির-দ্বারে ॥
দেখিয়া জননী, কহিলেন বাণী,
এই কি ছিল কপালে।
করিয়া সাধনা, পেলাম অন্ধ-কন্যা,
বিধি এত দুঃখ দিলে ॥
উঠ উঠ ব'লে, ক'রে ধরি তু'লে,
বসায় যতনে কোরে।
হেনই সময়ে, মায়ে তেয়াগিয়া,
বঁধু পরশিল মোরে ॥
গায়ে দিলা হাত, মোর প্রাণনাথ,
অন্তরে বাঢ়ল সুখ।
হাসিয়া কান্দিয়া, আঁখি প্রকাশিয়া,
দেখিনু বঁধুর মুখ ॥
ঘুচিল যে অন্ধ, বাড়িল আনন্দ,
জননী যশোদার মনে।
আমার কল্যাণে, আনন্দিত মনে,
করিল বিবিধ দানে ॥
সুজন যে জন, জানে সেই জন,
কুজন নাহিক জানে।
অনুরাগে মন, সদাই মগন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২০৯ ॥

আত্ম-সম্বোধন।

গান্ধার।

কেন বা পীরিতি কৈনু কালা কানুর সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে॥
কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি॥
না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে।
বিষ মিশাইল মোর এ ঘর করণে॥
ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি।
দু-আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে শ্যাম লাগি॥
আকাশ জুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে হেথাই॥ ২১০॥

তুড়ী।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পীরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াস্তি নাহি নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পানির মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে॥
এ রস যে না জানে সে না আছে ভাল!
হৃদয়ে রহিল মোর কানু-প্রেম-শেল॥
নিগড় পীরিতি খানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর॥ ২১১॥

সুহই।

ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পীরিত॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কে না করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী॥
বাহির হইতে নারি লোক-চরচাতে।
হেন মন করে বিষ খাইয়া মরিতে॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
কানু পরিবাদ হৈল পুড়ে মরি শোকে॥
খাইতে নারিয়ে কিছু রৈতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁধাইল অন্তরে॥
জারিলেক তনু মন ব্যাপিলি শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥ ২১২॥

সুহই।

আনিয়া অমিয়া পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল হেন মিঠ তেয়াগিয়া॥
তিতায় তিতল দেহ মিঠ হবে কেন।
জ্বলন্ত অনলে মোর পুড়িছে পরাণ॥
বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সর্ব্বলোকে।
অন্তর জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে॥
পাপ দেহের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে।
কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডীদাসে॥ ২১৩॥

ধানশী।

সেই হৈতে মোর মন, নাহি হয় সংবরণ,
নিরন্তর ঝরে দুটী আঁখি॥ ধ্রু॥
একেলা মন্দিরে থাকি, কভু তারে নাহি দেখি,
সে কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী বামা, সে কেমনে জানে আমা,
কোন ধনী কহি দিল তারে॥
না দেখিয়া ছিনু ভাল, দেখিয়া অকাজ হৈল,
না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে।
চণ্ডীদাস কহে ধনি, কানু সে পরশমণি,
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফাঁদে॥ ২১৪॥

ধানশী।

কাহারে কহিব, মনের মরম,
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে, মরম-বেদনা,
সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।

পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি ॥
সখীর সহিতে, জলেতে যাইতে,
সে কথা কহিবার নয় ।
যমুনার জল, করে ঝলমল,
তাহে কি পরাণ রয় ॥
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু,
কহিলাম সবার আগে ।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর,
সদাই হিয়ায় জাগে ॥ ২১৫ ॥

ধানশী ।

জনম অবধি, পীরিতি বেয়াধি,
অন্তরে রহিল মোর ।
থেকে থেকে উঠে, পরাণ ফাটে,
জ্বালার নাহিক ওর ॥
সই ! এ বড় বিষম কথা ।
কানুর কলঙ্ক, জগতে হইল,
জুড়াইব আর কোথা ॥
বেয়াধি অবধি, সমাধি করিয়ে,
পাই এবে যার লাগি ।
এমতি ঔষধ হয়, অল্প মূল্য লয়,
হিয়ার ঘুচায় আগি ॥
জনম অবধি, কণ্টক ননদী,
জ্বালাতে জ্বলিল মন ।
তাহার অধিক, দ্বিগুণ জ্বালায়,
খলের পীরিতি শুন ॥
খলের সংহতি, ছাড়িনু পীরিতি,
ছাড়িনু সকল সুখ ।
চণ্ডীদাসে কয়, যদি দেখা হয়,
এবে কেন বাস দুঃখ ॥ ২১৬ ॥

ধানশী ।

যতন করিয়া, বেসালী ধুইয়া,
সাঁজে সাজাইনু দুধ ।
দধি যে নহিল, জল সে হইল,
পাইনু বড়ই দুঃখ ॥
সই ! দধি কেন ছিঁড়ি গেল ।
কানুর পীরিতি, কুলের করাতি,
পরাণ কাটিয়া নিল ॥
পীরিতি ঘুচিল, আরতি না পূরিল,
না ঘুচিল কলঙ্ক-জ্বালা ।
তবু অভাগিনী, না ঘুচে কাহিনী,
পরিবাদ দেই কালা ॥
বুঝিলাম যতনে, প্রবোধিনু পরাণে,
ছাড়িনু তাহার আশ ।
চিতে আর কত, ভাবি অবিরত,
দৈবে করিল নৈরাশ ॥
আর কেহ বলে, ঝাঁপ দিব জলে,
তেজিব এ পাপ দেহ ।
চণ্ডীদাস কহে, ছাড়িলে ছাড়ন নহে,
শুধু সুধাময় লেহ ॥ ২১৭ ॥

পঠমঞ্জরী ।

একে কাল হৈল মোরে অনল যৌবন ।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন ॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল ।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল ॥
আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন ॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী ।
এমত ব্যথিত নাহি শুনে যে কাহিনী ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন ।
কার কোন দোষ নাই সব একজন ॥ ২১৮ ॥

সুহিনী।

কেন কানুর সনে পীরিতি করিনু।
না ঘুচে দারুণ লেহা ঝুরিয়া মরিনু॥
আর জ্বালা সইতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন নিঃসৃত নহে বুকে খেলে সাপ॥
জন্ম হৈতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে।
নিশি দিশি প্রাণ মোর কানু গুণে ঝুরে॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিনু পীরিতি হয় স্বতন্ত্র আচার॥
করমের দোষ এ জনমে কিবা করে।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে॥ ২১৯॥

শ্রীরাগ।

যাহার সহিত, যাহার পীরিত,
সেই সে মরম জানে।
লোক-চরচায়, ফিরিয়া না চায়,
সদাই অন্তর টানে॥
গৃহ কর্ম্মে থাকি, সদাই চমকি,
গুমরে গুমরে মরি।
নাহি হেন জন, করে নিবারণ,
যেমন চোরের নারী॥
ঘরে গুরুজনা, গঞ্জয়ে নানা,
তাহা বা কহিবে কে।
মরণ সমান, করে অপমান,
বঁধুর কারণ সে॥
কাহারে কহিব, কেবা নিবারিবে,
কে জানে মরম-দুঃখ।
চণ্ডীদাস কহে, করহ ঘোষণা,
তবে সে পাইবে সুখ॥ ২২০॥

সুহই।

পীরিতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনু দোসর দু-কাণে নাহি শুনি॥
মনোদুঃখে হৃদয়ে সদাই সোঙারিয়ে।
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবা রাতি।
নিছিয়া লৈয়াছি তার কুল শীল জাতি॥
আর যত অভিমান দিনু বঁধুর পায়।
বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে ভায়॥ ২২১॥

গান্ধার।

ধিক্ রহুঁ জীবনে যে পরাধিনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হৈয়ে॥
এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এ দেহ-অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতা-পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অবধি উঠে তাপ॥
অতএব এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিশ্চয় ভখিমু মুই এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জান।
দারুণ পীরিতি মোর বধিল পরাণ॥ ২২২॥

শ্রীরাগ।

কালিয়া কালিয়া, বলিয়া বলিয়া,
জনম বিফলে গেনু।
হিয়া দগ্‌দগি, পরাণ পোড়ানি,
মনের অনলে মনু॥
মরিনু মরিনু, মরিয়া গেনু,
ঠেকিনু পীরিতি রসে।
আর কেহ যেন, এ রসে না ভুলে,
ঠেকিলে জানিবে শেষে॥

এ ঘর করণ, বিহি নিদারুণ,
বসতি পরের বশে।
মাগে সেই বর, মরণ সফল,
কি আর এ সব আশে ॥
অনেক যতনে, পেয়েছি সে ধনে,
তাহা জানে চণ্ডীদাসে।
এখনি জানিলে, আর কি জানিবে,
জানিবে পীরিতি শেষে ॥ ২২৩ ॥

শ্রীরাগ।

কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীনী ঘরে রহে একেশ্বরী ॥
ধিক রহুঁ হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে ॥
বড় ডাকে কথাটী কহিতে যে না পারে।
পর-পুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে ॥
এ ছার জীবনে মুই ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস ॥ ২২৪ ॥

গান্ধার।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে যে কানু পথে ধায় রে ॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে ॥
এ ছার নাসিকা মুই কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ ॥
সে কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥
ধিক্ রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥
কহে চণ্ডীদাস রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম-কথা কারে জানি পুছ ॥ ২২৫ ॥

শ্রীরাগ।

কাহারে কহিব দুখ কে জানে অন্তর।
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর ॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে ॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে ॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপনা বলিয়া ॥
এ দেশে না রব একা যাব দূরদেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ২২৬ ॥

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে, শ্রবণে শুনিনু,
সহজে পীরিতি কথা।
সেই হৈতে মোর, তনু জর জর,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা ॥
দৈবের ঘটিতে, বঁধুর সহিতে,
মিলন হইবে যবে।
মান অভিমান, বেদের বিধান,
ধৈরজ ভাঙ্গিবে তবে ॥
জাতি কুল বলি, দিলাম জলাঞ্জলি,
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম করম, সরম ভরম,
সকলি করিনু নাশ ॥
কুলে কলঙ্কিনী, বলি দেয় গালি,
গুরু পরিজন মেলি।
কাতর হইয়ে, আদর করিয়ে,
লৈনু কলঙ্কের ডালি ॥
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া,
ফুকারি কান্দিতে নারে।
কুলবতী হ'য়ে, পীরিতি করিলে,
এমতি ঘটিবে তারে ॥

মুই অভাগিনী, কেবল দুখিনী,
সকলি পরের আশে।
আপনা খাইয়া, পীরিতি করিনু,
লোকে শুনি কেন হাসে॥
চণ্ডীদাস বলে, পীরিতি লক্ষণ,
শুন লো বরজ নারী।
পীরিতি ঝুলিটী, কাঁধেতে করিয়া,
পীরিতি নগরে ফিরি॥ ২২৭॥

শ্রীরাগ।

কালার পীরিতি, গরল সমান,
না খাইলে থাকে সুখে।
পীরিতি অনলে, পুড়িয়া যে মরে,
জনম যায় তার দুখে॥
আর বিষ খেলে, তখনি মরণ,
এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছটফট, ঘুরুণি নিকট,
লট্‌পট্‌ তার বেশ॥
নয়নের কোণে, চাহে যাহা পানে,
সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ-পাথর, ঠেকিয়া রহিল,
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥ ২২৮॥

সিন্ধুড়া।

যে জন না জানে, পীরিতি মরম,
সে কেন পীরিতি করে।
আপনি না বুঝে, পর'কে মজায়,
পীরিতি রাখিতে নারে॥
যে দেশে না শুনি, পীরিতি মরম,
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত, করিয়া যতন,
মনকে প্রবোধ দিব॥
পীরিতি রতন, করিয়া যতন,
পীরিতি করিবা তায়।
দুই মন এক, করিতে পারিলে,
তবে সে পীরিতি রয়॥
কহে চণ্ডীদাস, মনের উল্লাস,
এমতি হইবে যে।
সহজ ভজন, পাইবে যে জন,
সহজ মানুষ সে॥ ২২৯॥

সিন্ধুড়া।

পীরিতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণে, মিলাইতে জানে,
তবে সে পীরিতি ভাল॥
ভ্রমর সমান, আছে কত জন,
মধুলোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে, উড়ি চলি যায়,
এমতি তাদের রীত॥
হেন ভ্রমরার, সাধ নহে কভু,
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে, পারয়ে কি কভু,
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান॥
মনের সহিত, যে করে পীরিত,
তারে প্রেম-কৃপা হয়।
সেই সে রসিক, অটল রূপের,
ভাগ্যে দরশন পায়॥
মনের সহিত, করিয়া পীরিতি,
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে, ও রূপ পাইব,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ২৩০॥

শ্রীরাগ।

পীরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
এ তিন ভুবন-সার।

এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর ॥
বিধি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে,
নিরমাণ কৈল পী।
রসের সায়র, মথন করিতে,
তাহে উপজিল রি ॥
পুন যে মথিয়া, অমিয়া হইল,
তাহে ভিজাইল তি।
সকল সুখের, এ তিন আঁখর,
তুলনা দিব যে কি ॥
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আঁখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার ॥
এ হেন পীরিতি, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পীরিতি-বন্ধন, বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ ২৩১ ॥

শ্রীরাগ।

পীরিতি পীরিতি, মধুর পীরিতি,
এ তিন ভুবনে কয়।
পীরিতি করিয়া, দেখিনু ভাবিয়া,
কেবল গরলময় ॥
পীরিতির কথা, শুনিব হে যথা,
তথাকে নাহিক যাব।
মনের সহিতে, করিয়া পীরিতি,
স্বরূপে চাহিয়া রব ॥
এমতি করিয়া, সুমতি হইয়া,
রহিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ প্রভাবে, সে রূপ মিলিবে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥ ২৩২ ॥

শ্রীরাগ।

এ ছার দেশে, বসতি হইল,
নাহিক দোসর জনা।
মরমের মরমী, নহিলে না জানে,
মরমের বেদনা ॥
চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে।
ননদী-বচনে মোর পাঁজর বিঁধে ঘুণে ॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বঁধু হৈল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী ॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায় ॥
বাশুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত ॥ ২৩৩ ॥

শ্রীরাগ।

পীরিতি পীরিতি, সব জন কহে,
পীরিতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল, নহে ত পীরিতি,
নাহি মিলে যথা তথা ॥
পীরিতি অন্তরে, পীরিতি মন্তরে,
পীরিতি সাধিল যে।
পীরিতি রতন, লভিল যে জন,
বড় ভাগ্যবান সে ॥
পীরিতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পীরিতি মিলয়ে তারে ॥
পীরিতি সাধন, বড়ই কঠিন,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া, এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পীরিতি আশ ॥ ২৩৪ ॥

শ্রীরাগ।

পীরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল, সেই সে জানিল,
তার কি কুলভয় লাজে॥
বেদবিধি পর, সব অগোচর,
ইহা কি জানয়ে আনে।
রসে গরগর, রসের অন্তর,
সেই সে মরম জানে॥
তুহুঁক অধর, সুধারস বাণী,
তাহে উপজিল পী।
হিয়ায় হিয়ায়, পরশ করিতে,
তাহার তুলনা কি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনী,
পীরিতি রসেতে ভোর।
পীরিতি করিলে, ছাড়িতে নারিবে,
আপনি হইবে চোর॥ ২৩৫॥

সুহিনী।

পীরিতি পীরিতি, কি রীতি মূরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পীরিতি না ছাড়ে,
পীরিতি গঢ়ল কে॥
পীরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর,
না জানি আছিল কোথা।
পীরিতি-কণ্টক, হিয়ায় ফুটল,
পরাণ-পুতলী যথা॥
পীরিতি পীরিতি, পীরিতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল, নিভাইল নহে,
হিয়ায় রহল শেল॥
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি,
পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পীরিতি মিলয়ে তথা॥ ২৩৬॥

শ্রীরাগ।

পীরিতি নগরে, বসতি করিব,
পীরিতে বাঁধিব ঘর।
পীরিতি দেখিয়া, পড়সী করিব,
তা বিনু সকলি পর॥
পীরিতি দ্বারের, কপাট করিব,
পীরিতে বাঁধিব চাল।
পীরিতি আশকে, সদাই থাকিব,
পীরিতে গোঙাব কাল॥
পীরিতি পালঙ্কে, শয়ন করিব,
পীরিতি সিথান মাথে।
পীরিতি বালিসে, আলিস ত্যজিব,
থাকিব পীরিতি সাথে॥
পীরিতি সরসে, সিনান করিব,
পীরিতি অঞ্জন লব।
পীরিতি ধরম, পীরিতি করম,
পীরিতে পরাণ দিব॥
পীরিতি নাসার, বেশর করিব,
দুলিবে নয়ান-কোণে।
পীরিতি অঞ্জন, লোচনে পরিব,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ২৩৭॥

ধানশী।

শুন গো মরম সখি।
ওই শুন শুন, মধুর মুরলী,
ডাকয়ে কমল আঁখি॥
ধৈরজ না ধরে, প্রাণ কেমন করে,
ইহার উপায় বল।
আর কিয়ে জীব, গোপের রমণী,
বৃন্দাবনে যাব চল॥

এই অনুমান, করে গোপীগণ,
শুনি সে বাঁশীর গীত।
শুধু তনু দেখ, হেথা তনু মোর,
তথায় আছয়ে চিত ॥
মুগধ রমণী, কুলের কামিনী,
না জানে আনহ পথ।
যেমন চাঁদের, রসের পরশ,
চকোর অনুহি রথ ॥
সে জন পাইলে, চাঁদের সুধাটী,
সুখের নাহিক ওর।
কতক্ষণে মোরা, ভেটিব নাগর,
পাবহ তাকর কোর ॥
যেন মেঘরস, তাহাতে আবেশ,
চাতক না পায় বারি।
যে জন পিয়ার, না পাই আবেশ,
সে জন হুতাশে মরি ॥
জলের আবেশে, চাতক ঝুরয়ে,
তেমনি আমরা হই।
তবে সে জীয়ই, অথির রমণী,
জলদ গতিক সেই ॥
চণ্ডীদাস ধলে, চলহ নিকুঞ্জে,
ভেটিবে নাগর কান।
ওই শুন বাঁশী, বাজে এই নিশি,
ত্বরিতে চলিয়া যান ॥ ২৩৮ ॥

কেহ বলে শুন, আমার বচন,
রহিতে উচিত নহে।
চল চল চল, যাব বৃন্দাবন,
মোর মনে হেন লয়ে ॥
কোন গোপী ছিল, গৃহ পরিবারে,
করিতে গৃহের কাজ।
গৃহকাজ ত্যজি, চলিল তখনি,
যেমতি আছিল সাজ ॥
কোন গোপী ছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
ত্যজিল দুগ্ধের খুরি।
আবেশে দুগ্ধেতে, ঢালিয়া দিয়াছে,
গাগরী ভরিয়া বারি ॥
চলিলা তুরিতে, সব তেয়াগিয়া,
দুগ্ধ আবর্ত্তন ছাড়ি।
বৃন্দাবন-মুখে, তখনি চলিলা,
রহল তেমতি পড়ি ॥
কোন গোপী ছিল, রন্ধন করিতে,
শুধুই হাঁড়িতে জ্বাল।
আনহি ব্যঞ্জনে, আনহি দেওল,
আনহি হাঁড়িতে ঝাল ॥
রন্ধন উপেখি, চলে সেই সখী,
শ্রবণে শুনিয়া বাঁশী।
চণ্ডীদাস কহে, আবেশে গমন,
হয় হউ কুল হাসি ॥ ২৩৯ ॥

শ্রী।

কি করিতে পারে, গুরু দুরুজন,
হয় হউ অপযশ।
চল চল যাব, শ্যাম দরশনে,
ইথে কি আনের বশ ॥
যা বিনে না জীয়ে, আঁখির পলক,
তিলে কত যুগ মানি।
সে জন ডাকিছে, মুরলী সঙ্কেতে,
তুরিতে গমন মানি ॥

শ্রী।

কেহ বা আছিল, শিশু কোলে করি,
পিয়াইতে ছিল স্তন।
দুগ্ধপোষ্য বালা, ভূমে ফেলি গেলা,
ঐছন তাহার মন ॥
চলিল গমন, সেই বৃন্দাবন,
কাঁদিতে লাগিল শিশু।
তেমতি চলিল, সব পরিহরি,
চেতন নাহিক কিছু ॥

কোন জন ছিল, পতির শয়নে,
ঘুমে অচেতন হয়ে।
হেন বেলা শুনি, মুরলীর ধ্বনি,
উঠিল চেতন পেয়ে ॥
বিচিত্র বসনে, মুখানি মুছিয়া,
চলিল পতিরে ত্যজি।
পতি-কোল সেই, ত্যজিল তখনি,
চলিল বনেতে সাজি ॥
কোন গোপী ছিল, কোন আরম্ভণে,
ত্যজিয়া তখনি চলে।
রসের আবেশে, কিছু নাহি জানে,
কারে কিছু নাহি বলে ॥
কোন জন ছিল, বেদনে ছুঃখিত,
অঙ্গেতে আছিল দোষ।
শুনি বংশী-গীত, অঙ্গ পুলকিত,
সব দূরে গেল শোষ ॥
চণ্ডীদাস বলে, কিবা সে দেখল,
অপার অখল রামা।
তেঁই সে প্রেমেতে, বন্ধন সবাই,
গোপের রমণী জনা ॥ ২৪০ ॥

সাধন প্রণালী।

স্বরূপে আরোপ যার, রসিক নাগর তার,
প্রাপ্তি হবে মদন-মোহন।
গ্রাম্যদেবী বাশুলীরে, জিজ্ঞাসগে করযোড়ে,
রামী কহে শৃঙ্গার-সাধন ॥
চণ্ডীদাস করযোড়ে, বাশুলীর পায়ে ধরে,
মিনতি করিয়া কহে বাণী।
শুন মাতা ধর্ম্মমতি, বাউল হইনু অতি,
কেমনে স্ববুদ্ধি হবে প্রাণী ॥
হাসিয়া বাশুলী কয়, শুন চণ্ডি মহাশয়,
আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রামে দেবতা আমি, ইহা জানে রজকিনী,
জিজ্ঞাসগে যতনে তাহারে ॥
সে দেশের রজকিনী, হয় রসের অধিকারী,
রাধিকা-স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমি রমণের গুরু, সেহ রসের কল্পতরু,
তার সনে সদা অভিমান ॥
চণ্ডীদাস কহে মাতা, কহিলে সাধন কথা,
রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধন-গুরু, সেই রসের কল্পতরু,
তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল ॥ ২৪১ ॥

এই সে রস নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য ॥
ছুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে ॥
নয়নে নয়নে রাখিবে পীরিতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি ॥
রাগের উদয় বসতি কোথা।
মদন মাদন শোষণ যথা ॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে ॥
শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে তাই ॥
স্তম্ভন শৃঙ্গার সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাসে কয় রসের রীতি ॥ ২৪২ ॥

কাম আর মদন ছুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে ॥
সর্পের মস্তকে যদি রহে পঞ্চ মণি।
কীটের স্বভাব দোষে তাহে নহে ধনী ॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে ॥

সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু।
কৈতব হইলে হয় গরলের সিন্ধু॥
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে।
চিত্রপটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে॥
নিশিযোগে শুক শারি সেই কথা কয়।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী-কৃপায়॥ ২৪৩॥

তথা রাগ।

শৃঙ্গার-রস বুঝিবে কে।
সব রসসার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গার-রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া শৃঙ্গার যজে॥
সকল রসের শৃঙ্গার সারা।
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা॥
কিশোর কিশোরী তুইটী জন।
শৃঙ্গার-রসের মূরতি হন॥
গুরু বস্তু এবে বলিব কায়।
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায়॥
কিশোর কিশোরী যাহাকে ভজে।
গুরু বস্তু সে সদাই যজে॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥ ২৪৪॥

রসিক রসিক, সবাই কহয়ে,
কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া, বুঝিয়া দেখিলে,
কোটীতে গোটিক হয়॥
সখি হে! রসিক বলিব কারে।
বিবিধ মশলা, রসেতে মিশায়,
রসিক বলিব যে তারে॥
রস পরিপাটী, সুবর্ণের ঘটী,
সম্মুখে পূরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে, পেট না ভরিবে,
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সে রস পান, রজনী দিবসে,
অঞ্জলি পূরিয়া খায়।
খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে,
উছলিয়া বহি যায়॥
চণ্ডীদাস কহে, শুন রসবতী,
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক যে জনা, রসিক না পাইলে,
দ্বিগুণ বাড়য়ে তুখ॥ ২৪৫॥

রসিক নাগরী রসের মরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম-পিয়ারা॥
অবলা মূরতি রসের বান।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাড়াইয়া পরশ মাগে॥
দরশে পরশ রস-প্রকাশ।
চণ্ডীদাস কহে রস-বিলাস॥ ২৪৬॥

তথা রাগ।

রসের কারণ, রসিকা রসিক,
কায়াদি ঘটনে রস।
রসিক কারণ, রসিকা হোয়ত,
যাহাতে প্রেমবিলাস॥
স্থূলত পুরুষে, কাম সূক্ষ্ম-গতি,
স্থূলত প্রকৃতি রতি।
তুহুঁক ঘটনে, সে রস হোয়ত,
এবে তাহা নাহি গতি॥
তুহুঁক যোটনে, বিনহি কখন,
না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে, যে কিছু হোয়ত,
রতি প্রেম পরচারি॥

পুরুষ অবশ, প্রকৃতি সবশ,
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি সুখকালে, অধিক সুখহি,
তা নাকি পুরুষে পায়ে ॥
দুহুঁক নয়নে, নিকসয়ে বাণ,
বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ, নাহিক কখন,
তবে কৈছে নিকসয় ॥
কাম দাবানল, রতি সে শীতল,
সলিল প্রণয়-পাত্র।
কুল কাঠ খড়, প্রেম যে আধেয়,
পচনে পীরিতি মাত্র ॥
পচনে পচনে, লোভ উপজিয়া,
যব ভেল দ্রবময়।
সেই সে বস্তু, বিলাসে উপজে,
তাহাকে রস যে কয় ॥
ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তথি,
রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন, করল তখন,
ভাসিল প্রেমতরঙ্গে ॥ ২৪৭ ॥

প্রেমের আকৃতি, দেখিয়া আরতি,
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন, রসিক কেমন,
বুঝিতে বিষম তায় ॥
আপন মাধুরী, দেখিতে না পাই,
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি,
কি হৈল কি হৈল বলে ॥
মানুষ অভাবে, মন মরিচিয়া,
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া, করে ছটফট,
জীয়ন্তে মরিয়া যায় ॥
তাহার মরণ, জানে কোন জন,
কেমন মরণ সেই।
যে জন জানয়ে, সেই সে জীয়য়ে,
মরণ বাঁটিয়া লেই ॥
বাঁটিলে মরণ, জীয়ে দুই জন,
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি, করে ছটফটি,
চণ্ডীদাস ইহা ভণে ॥ ২৪৮ ॥

প্রেমের যাজন, শুন সর্ব্বজন,
অতি সে নিগূঢ় রস।
যখন সাধন, করিয়া তখন,
এড়ায় টানিয়া শ্বাস ॥
তাহা হইলে যে, মন বায়ু সে,
আপনি হইবে বশ।
তাহা হৈলে কখন, না হৈবে পতন,
জগতে ঘোষিবে যশ ॥
বেদবিধি পর, এমন আচার,
যাজন করিবে যে।
ব্রজের নিত্যধন, পায় সেই জন,
তাহার উপর কে ॥
সদানন্দ হৃদয়ে, নয়নে দেখয়ে,
যুগল-কিশোর রূপ।
প্রেমের আচার, নয়ন-গোচর,
জানয়ে রসের কূপ ॥
চণ্ডীদাস কয়, নিত্য বিলসয়,
হৃদয়ে আনন্দ ভরা।
নয়নে নয়নে, থাকে দুই জনে,
যেন জীয়ন্তে মরা ॥ ২৪৯ ॥

শুন শুন দিদি, প্রেম সুধানিধি,
কেমন তাহার জল।

কেমন তাহার, গভীর গম্ভীর,
উপরে শেহালা দল ॥
কেমন ডুবারু, ডুবেছে তাহাতে,
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়ে রতন, চিনিতে নারিলাম,
পড়িয়া রহিলাম ভবে ॥
আমি মনে করি, আছে কত ভারি,
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন, কিশোর কিশোরী,
চমকি চমকি হাসে ॥
সখীগণ মেলি, দেয় করতালি,
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে, রূপে মিশাইয়ে,
ভাবিয়া দেখিলে হয় ॥
ভাবের ভাবনা, আশ্রয় যে জনা,
ডুবিয়া রহিল সে।
আপনি তরিয়ে, জগত তরায়,
তাহাকে তরাবে কে ॥
চণ্ডীদাস বলে, লাখে এক মিলে,
জীবের লাগিয়া ধান্দা।
শ্রীরূপ-করুণা, যাহার হৈয়াছে,
সেই সে সহজ বান্ধা ॥ ২৫০ ॥

আপন বুঝিয়া, সুজন দেখিয়া,
পীরিতি করিব তায়।
পীরিতি রতন, করিব যতন,
যদি সমানে সমানে হয় ॥
সখি হে! পীরিতি বিষম বড়।
যদি পরাণে পরাণে, মিশাইতে পারে,
তবে সে পীরিতি দড় ॥
ভ্রমর সমান, আছে কত জন,
মধুলোভে কর প্রীত।
মধু পান করি, উড়িয়া পলায়,
এমতি তাহার রীত ॥
বিধুর সহিত, কুমুদের পীরিতি,
বসতি অনেক দূরে।
সুজনে কুজনে, পীরিতি হইলে,
এমতি পরাণ ঝুরে ॥
সুজনে কুজনে, পীরিতি হইলে,
সদাই দুখের ঘর।
আপন সুখেতে, যে করে পীরিতি,
তাহারে বাসিব পর ॥
সুজনে সুজনে, অনন্ত পীরিতি,
শুনিতে বাড়য়ে আশ।
তাহার চরণে, নিছনি লইয়া,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ ২৫১ ॥

সুজনের সনে, আনের পীরিতি,
কহিতে পরাণ ফাটে।
জিহ্বার সহিত, দন্তের পীরিতি,
সময় পাইলে কাটে ॥
সখি হে! কেমন পীরিতি লেহা।
আনের সহিত, করিয়া পীরিতি,
গরলে ভরিল দেহা ॥
বিষম চাতুরী, বিষের গাগরী,
সদাই পরাধীন।
আত্ম সমর্পণ, জীবন যৌবন,
তথায় ভাবয়ে ভিন ॥
সকাম লাগিয়া, ফেরয়ে ঘুরিয়া,
পর-তত্ত্বে নাহি চায়।
করিয়া চাতুরী, মধু পান করি,
শেষে উড়িয়া পলায় ॥
সখি! না কর পীরিতি আশ।
ঝুটিয়া পীরিতি, কেবল কু-রীতি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ ২৫২ ॥

শুন গো স্বজনী আমার বাত।
পীরিতি করিবি সুজন সাথ ॥
সুজন-পীরিতি পাষাণ-রেখ।
পরিণামে কভু না হবে টেট ॥
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার।
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার ॥
চণ্ডীদাস কহে পীরিতি-রীত।
বুঝিয়া স্বজনী করহ প্রীত ॥ ২৫৩ ॥

—

নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে।
সহজে পীরিতি বলিব তারে ॥
সহজে রসিক করয়ে প্রীত।
রাগের ভজন এমন রীত ॥
এখানে সেখানে এক হৈলে।
সহজ পীরিতি না ছাড়ে মৈলে ॥
সহজ বুঝিয়ে যে হয় রত।
তাহার মহিমা কহিব কত ॥
চণ্ডীদাস কহে সহজ রীত।
বুঝিয়া নাগরী করহ প্রীত ॥ ২৫৪ ॥

—

সতের সঙ্গে, পীরিতি করিলে,
সতের বরণ হয়।
অসতের বাতাস, অঙ্গেতে লাগিলে,
সকলি পলায়ে যায় ॥
সোণার ভিতরে, তামার বসতি,
যেমন বরণ দেখি।
রাগের ঘরেতে, বৈরী থাকিলে,
রসিক নাহিক লেখি ॥
রসিকের প্রাণ, যেমতি করয়ে,
এমতি কহিব কারে।
টলিয়া না টলে, এমতি বুঝিয়া,
মরম কহিব তারে ॥
এমতি করণ, যাহারে দেখিব,
তাহার নিকটে বসি।
চণ্ডীদাস কয়, জনমে জনমে,
হয়ে র'ব তার দাসী ॥ ২৫৫ ॥

—

সহজ আচার, সহজ বিচার,
সহজ বলিয়ে কায়।
কেমন বরণ, কিসের গঠন,
বিবরিয়া কহ তায়।
শুনি নন্দসুত, কহিতে লাগিলা,
শুন বৃষভানু-ঝি।
সহজ পীরিতি, কোথা তার স্থিতি,
আমি না জেনেছি শুনেছি ॥
আনন্দের আলস, ক্ষীরোদ সাগর,
প্রেম-বিন্দু উপজিল।
গন্ধ পদ্ম হয়ে, কামের সহিতে,
বেগেতে ধাইয়া গেল ॥
বিজুরী জিনিয়া, বরণ যাহার,
কুটিল স্বভাব যার।
যাহার হৃদয়ে, করয়ে উদয়,
সে অঙ্গ করয়ে ভার ॥
এমতি আচার, ভজন যে করে,
শুনহ রসিক ভাই।
চণ্ডীদাস কহে, ইহার উপরে,
আর দেখ কিছু নাই ॥ ২৫৬ ॥

—

সহজ সহজ, সবাই কহয়ে,
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার, যে হইয়াছে পার,
সহজ জেনেছে সে ॥
চাঁদের কাছে, অবলা আছে,
সেই সে পীরিতি সার।
বিষে অমৃতে, মিলন একত্রে,
কে বুঝিবে মরম তার ॥
বাহিরে তাহার, একটী দুয়ার,
ভিতরে তিনটী আছে।

চতুর হইয়া, দুইকে ছাড়িয়া,
থাকিবে একের কাছে ॥
যেন আম্রফল, অতি সে রসাল,
বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন, বুঝে যেই জন,
করহ তাহার আশা ॥
রূপ করুণাতে, পারিবে মিলিতে,
ঘুচিবে মনের ধাধা।
কহে চণ্ডীদাস, পূরিবেক আশ,
তবে ত পাইবে সুধা ॥ ২৫৭ ॥

সই, সহজ মানুষ নিত্যের দেশে।
মনের ভিতরে কেমনে আইসে ॥
ব্যাসের আচার করিবে যেই।
বিরজা উপরে যাইবে সেই ॥
রাগতত্ত্ব লৈয়া যে জন ভজে।
সেই সে তাহার সন্ধান খুঁজে ॥
সহজ ভজন বিষম হয়।
অনুগত বিনা কেহ না পায় ॥
চণ্ডীদাস কহে এ সার কথা।
বুঝিলে যাইবে মনের ব্যথা ॥ ২৫৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যে জন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পীরিতি, সে জন জানয়ে,
সেই সে পাইতে পারে ॥
পীরিতি পীরিতি, তিনটী আখর,
জানিবে ভজন সার।
রাগমার্গ যেই, ভজন করয়ে,
প্রাপ্তি হইবে তার ॥
মৃত্তিকা উপর, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে, পীরিতের বসতি,
তাহা কি জানয়ে কেউ ॥
রসের পীরিতি, রসিক জানয়ে,
রস উগরিল কে।
সকল ত্যজিয়া, যুগল হইয়া,
গোকুলে রহিল সে ॥
পুত্র পরিজন, সংসার আপন,
সকল ত্যজিয়া লেখ।
পীরিতি করিলে, তাহারে পাইবে,
মনেতে ভাবিয়া দেখ ॥
পীরিতি পীরিতি, তিনটী আখর,
পীরিতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে,
হইবে একই মত ॥
পরকীয়া ধন, সকল প্রধান,
যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া, ভজন করিলে,
পদ্ধতি সাধক হই ॥
পদ্ধতি হইয়া, রস আস্বাদিয়া,
নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাহার চরণ, হৃদয়ে ধরিয়া,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥ ২৫৯ ॥

সাধন শরণ, এ বড় কঠিন,
বড়ই বিষম দায়।
লব সাধু সঙ্গ, যদি হয় ভঙ্গ,
জীবের জনম তায় ॥
অনর্থ নিবৃত্তি, সবে দূরগতি,
ভজন ক্রিয়াতে রতি।
প্রেম গাঢ় রতি, হয় দিবারাতি,
হয় যে যাহাতে প্রীতি ॥
আসক উকত্ত, লভে দূরগত,
সদগুরু আশ্রয়ে হবে।
রতি আস্বাদনে, করহ যতন,
সখীর সঙ্গিনী হবে ॥

দেহ রতি ক্ষয়, কুপত রতি হয়,
সাধক সাধন পাকে।
চণ্ডীদাস কয়, বিনা দুঃখে নয়,
কিশোরী চরণ দেখে ॥ ২৬০ ॥

কাতরা অধিকা, দেখিয়া রাধিকা,
বিশাখা কহিল তায়।
চিতে এত ধনী, ব্যাকুল হইলে,
ধরম সরম যায় ॥
ধনি! কহব তোমার ঠাঁই।
পরকীয়া রস, করিতে হে বশ,
অধিক চাতুরী চাই ॥ ধ্রু ॥
যাইবি দক্ষিণে, থাকিবি পশ্চিমে,
বলিবি পূরব মুখে।
গোপন পীরিতি, গোপনে রাখিবি,
থাকিবি মনের সুখে ॥
গোপন পীরিতি, গোপনে রাখিবি,
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে, ভেকেরে নাচাবি,
তবে ত রসিক-রাজ ॥
যে জন চতুর, সুমেরু শিখর,
সূতায় গাঁথিতে পারে।
মাকড়সার জালে, মাতঙ্গ বাঁধিলে,
এ রস মিলিবে তারে ॥
পীরিতি যা সনে, আদর সে ধনে,
সতত না লবি ঘর।
অন্তরে পরাণ, বাটিয়া দেওবি,
বাহিরে বাসিবি পর ॥
বেদ-বেদান্তের, না করিবি বিচার,
না লইবি বেদে বিরস।
হইবি সতী, না হবি অসতী,
না হবি কাহার বশ ॥
হইবি কুলটা, কুল তেয়াগিবি,
ভাবিতে ভাবিতে দেহা।
হেরি পরপতি, হেমকান্তি রতি,
স্ব-পতি ভাবিবি লেহা ॥
কলঙ্ক সাগরে, সিনান করিবি,
এলায়া মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি, জল না ছুঁইবি,
সম দুখ সুখ ক্লেশ ॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে,
বাশুলী-চরণে পড়ি।
হইবি গিন্নী, ব্যঞ্জন বাঁটিবি,
না ছুঁইবি হাঁড়ি ॥ ২৬১ ॥

রতির করণ, রবির কিরণ,
যেমন জলেতে লাগে।
অন্তরে অন্তরে, শুষ্ক করে তারে,
আকর্ষয়ে ঊর্দ্ধভাগে ॥
পুরুষ প্রকৃতি, দোঁহে এক রীতি,
সে রতি সাধিতে হয়।
পুরুষের যুতে, নায়িকার রীতে,
যেমতে সংযোগ পায় ॥
পুরুষ সিংহেতে, পদ্মিনী নারীতে,
সে সাধন উপজয়।
স্বজাতি অনুগা, সোনাতে সোহাগা,
পাইলে গলিয়া যায় ॥
যে জাতি যুবতী, সাধিতে সে রতি,
কুজাতি পুরুষে ধরে।
কণ্টকে যেমত, পুষ্প হয় ক্ষত,
হৃদয় ফাটিয়া মরে ॥
পুরুষ তেমতি, নারী হীনজাতি,
রতির আশ্রয় লয়।
ভূতে ধরে তারে, মরে ঘুরে ফিরে,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥ ২৬২ ॥

হইলে সুজাতি, পুরুষের রীতি,
যে জাতি নায়িকা হয়।
আশ্রয় লইলে, সিদ্ধ রতি মিলে,
কখন বিফল নয় ॥
তেমতি নায়িকা, হইলে রসিকা,
হীনজাতি পুরুষেরে।
স্বভাব লওয়ায়, স্বজাতি ধরায়,
যেমত কাঁচপোকা করে ॥
সহজ করণ, রতি নিরূপণ,
যে জন পরীক্ষা জানে।
সেই ত রসিক, হয় ব্যবসিক,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ ২৬৩ ॥

—

সে কেমন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুন্দর সুমতি সার।
হিয়ার মাঝারে, নায়কে লুকাইয়া,
ভবনদী হয় পার ॥
ব্যাভিচারী নারী, না হবে কাণ্ডারী,
নায়ক বাছিয়া লবে।
তার অবছায়া, পরশ করিলে,
পুরুষ ধরম যাবে ॥
সে কেমন পুরুষ, পরশ রতন,
সে বা কোন্ গুণে হয়।
সাতের বাড়ীতে, পাষাণ পড়িলে,
পরশ পাষাণ হয় ॥
সাতের বাড়ীতে, ক্ষীরোদ নদী,
নারায়ণ শুভযোগ।
সেই যোগেতে, স্থাপন করিলে,
হয় রজনী মনহ যোগ ॥
রমণ রমণী, তারা দুই জন,
কাঁচা পাকা দুটী থাকে।
এ হেন রজ্জু, খসিয়া পড়িলে,
রসিক মিলয়ে তাকে ॥
মনের আগুন, উঠিছে দ্বিগুণ,
তোলাপাড়া হবে সার।
চণ্ডীদাস কহে, ধন্য সেই নারী,
তলাটে নাহিক আর ॥ ২৬৪ ॥

—

নারীর সৃজন, অতি সে কঠিন,
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি, নারিলেক বিধি,
বিষামৃতে একত্র রয় ॥
যেমত দীপিকা, উজরে অধিকা,
ভিতরে অনল শিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া, পড়য়ে ঘুরিয়া,
পুড়িয়া মরয়ে পাখা ॥
জগতে ঘুরিয়া, তেমতি পড়িয়া,
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যে জন, সে করয়ে পান,
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে ॥
হংস চক্রবাক, ছাড়িয়া উদক,
মৃণাল দুগ্ধ যথা খায়।
তেমতি নহিলে, কোথা প্রেম মিলে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥ ২৬৫ ॥

—

এ তিন ভুবনে ঈশ্বর গতি।
ঈশ্বর ছাড়িতে পারে শকতি ॥
ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়।
মানুষ ভজন কেমনে হয় ॥
সাক্ষাতে নহিলে কিছুই নয়।
মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয় ॥
কহে চণ্ডীদাস বুঝয়ে কে।
ইহার অধিক পুছয়ে যে ॥ ২৬৬ ॥

এরূপ মাধুরী যাহার মনে।
তাহার মরম সেই সে জানে॥
তিনটী দুয়ারে যাহার আশ।
আনন্দ সাগরে তাহার বাস॥
প্রেম-সরোবরে দুইটী ধারা।
আস্বাদন করে রসিক যারা॥
দুই ধারা যখন একত্রে থাকে।
তখন রসিক একত্রে দেখে॥
প্রেমে ভোর হ'য়ে করয়ে স্নান।
নিরবধি রসিক করয়ে পান॥
কহে চণ্ডীদাস ইহার সাক্ষী।
এ রূপ সাগরে ডুবিয়া থাকি॥ ২৬৭॥

মানুষ মানুষ, সবাই বলয়ে,
মানুষ কেমন জন।
মানুষ রতন, মানুষ জীবন,
মানুষ পরাণ-ধন॥
ভুবন ভুলয়ে, এ সব লোকে,
মরম নাহিক জানে।
মানুষের প্রেমা, নাহিক জীবকে,
মানুষে সে প্রেমা জানে॥
যে জন মানুষ, সে জানে মানুষ,
মানুষে মানুষ চিনে।
এ লোক মানুষ, এ দুয়ের বল,
মানুষে মানুষ জানে॥
মানুষ যারা, জীয়ন্তে মরা,
সেই ত মানুষ সার।
মানুষ লক্ষণ, মহাভাগ্যবান,
মানুষ সবার পর॥
মানুষ নাম, বিরল ধাম,
বিরল তাহার প্রীতি।
চণ্ডীদাস কহে, সকলি বিরল,
কে জানে তাহার রীতি॥ ২৬৮॥

স্বরূপ বিহনে, রূপের জনম,
কখন নাহিক হয়।
অনুগত বিনে, কার্য্য-সিদ্ধি,
কেমনে সাধকে কয়॥
কেবা অনুগত, কাহার সহিত,
জানিবে কেমনে শুনে।
মনে অনুগত, মঞ্জরী সহিত,
ভাবিয়া দেখহ মনে॥
দুই চারি করি, আটটা আখর,
তিনের জনম তায়।
এগার আখরে, মূল বস্তু জানিলে,
একটী আখর হয়॥
চণ্ডীদাস কহে শুন মানুষ ভাই।
সবার উপর, মানুষ সত্য,
তাহার উপর নাই॥ ২৬৯॥

প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।
নামাইতে বস্তু সাধক বিষম সঙ্কটে॥
নামান আনন্দ মন করিয়ে নির্দ্ধারি।
পৌষ মাসের শিশির কুম্ভে ভরি॥
সেই পূর্ণকুম্ভ যৈছে সেবে পাতে ঢালি।
সর্ব্বাঙ্গে মস্তক পাদ করয়ে শীতলি॥
তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য।
তরুণ্যামৃত-ধারা তার নাম কৈল ধার্য্য॥
লাবণ্যামৃত-ধারা কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে।
কারুণ্যামৃত-স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে॥
সংক্ষেপে কহিনু তিন স্নানের বিধান।
সম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ॥
অটল পত্নরতে এই পদ গুরু মর্ম্ম।
চণ্ডীদাস লেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম॥ ২৭০॥

সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বেতে হয় দেহের গঠন॥

পঞ্চভূত ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম।
ষড়রিপু লোভ মোহ মাৎসর্য্য ক্রোধ কাম॥
দশ ইন্দ্রিয় ক্ষত তারা হয় ত পৃথক্।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় বিবিধ নামাত্মক্॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়—জিহ্বা কর্ণ নাসা চক্ষু ত্বক্।
কর্ম্মেন্দ্রিয়—হস্ত পদ গুহ্য হিঙ্গ বাক্॥
মহাভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান।
এই ত হয় চব্বিশ তত্ত্ব নিরূপণ॥
কিবা কারিগরের আজব কারিগরী।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পূরি॥
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রেক দল।
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল॥
নাসামূলে দ্বিতল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শদল পদ্ম দিল রাখি॥
হৃদপদ্ম নির্ম্মিত আছে শতদলে।
কুলকুণ্ডলিনী দশদল হয় নাভিমূলে॥
নাভির নিম্নভাগে হয় সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর॥
তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটী।
স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটী॥
লিঙ্গমূলে ষড়্দলাম্বুজ নিয়োজিত।
গুহ্যমূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত॥
এই অষ্টপদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয়।
মতান্তরে হৃদ্পদ্ম দ্বাদশদল কয়॥
সহস্রদল অষ্টদল দেহমধ্যে নয়।
এই দুই পদ্ম নিত্যবস্তুর আধার হয়॥
যট্চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড॥
দণ্ড দুই পার্শ্বেতে ইড়া পিঙ্গলা রহে।
মধ্যস্থিত সুষুম্না সদা প্রবল বহে॥
মূল চক্র হয় হংস যোগের আধার।
অষ্টদল চক্রে হয় লীলার সঞ্চার॥
দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর।
আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার॥
পাণ অপান ব্যান উদান সমান।
কণ্ঠাম্বুজাবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান॥
কণ্ঠে প'রে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাভির ভিতরে সমান করে সমাধান॥
চতুর্দ্দলে আপন সর্ব্বভূতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান॥
অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোম ঊর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক॥
প্রবর্ত্তক সাধক হৃদ্নাভি পদ্মের আশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয়॥
রতিস্থির প্রেম সরোবর অষ্টদলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাস বলে॥ ২৭১॥

মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়।
মস্তক উপরে সহস্রদল পদ্ম কয়॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদল কণ্ঠে ষোলদল।
হৃদিমধ্যে দ্বাদশ নাভিমূলে দশদল॥
লিঙ্গমূলে ষড়্দল চতুর্দ্দশ গুহ্যমূলে।
বস্তুভেদে আছে তার চণ্ডীদাস বলে॥ ২৭২॥

রাগাত্মক পদ।

নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল,
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে,
প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া,
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি জপ তপ, করহ আরোপ,
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি,
শুনহ চৌষট্টি সনে॥

বস্তুতে গৃহেতে, করিয়া একত্রে,
ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে, সদাই যজিতে,
সহজের এই রীতি ॥
দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিতে,
যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
আনন্দে থাকিবে তবে ॥
রতি পরকীয়া, যাহারে কহিয়া,
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি, রজক-ঝিয়ারী,
রামিণী নাম যাহার ॥
বাশুলী আদেশে, কহি চণ্ডীদাসে,
শুনহ দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না, না জানে যে জনা,
সেই সে কলির ভূত ॥ ২৭৩ ॥

শুন রজকিনী রামি।
ও দুটী চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি বাগ্বাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি যে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হারা ॥
রজকিনী-রূপ, কিশোরী-স্বরূপ,
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী-প্রেম, নিকষিত হেম,
বড়ু চণ্ডীদাস গায় ॥ ২৭৪ ॥

এক নিবেদন, করি পুনঃ পুনঃ,
শুন রজকিনী রামি।
যুগল চরণ, শীতল দেখিয়া,
শরণ লইলাম আমি ॥
রজকিনী-রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কামগন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন, করে উচাটন,
দেখিলে পরাণ জুড়ায় ॥
তুমি রজকিনী, আকার রমণী,
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমারি ভজন,
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥
তুমি বাগ্বাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতাল পর্ব্বত,
তুমি সে নয়নের তারা ॥
তোমা বিনে মোর, সকলি আঁধার,
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যে দিন না দেখি, ও চাঁদ বদন,
মরমে মরিয়া থাকি ॥
ও রূপ-মাধুরী, পাসরিতে নারি,
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র, তুমি সে মন্ত্র,
তুমি উপাসনা-রস ॥
ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে,
কে আছে আমার আর।
বাশুলী-আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
ধোপানী চরণ সার ॥ ২৭৫ ॥

পুনঃ আরবার, আসি ত্বরাতর,
রামিণী জগতমাতা।
ধরিয়া রামিণী, কহিছেন বাণী,
শুনহ আমার কথা ॥
যাহা কহি বাণী, শুনহ রামিণী,
এ কথা ভুবন-সার।
পরকীয়া রতি, করহ আরতি,
সেই সে ভজন সার ॥

চণ্ডীদাস নামে, আছে একজন,
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে, পনিত্যধাম যাবে,
আমার বচন ধর ॥
নেত্রে বেদ দিয়া, সদাই ভজিবা,
আনন্দে থাকিবা তবে।
সমুদ্র ছাড়িয়া, নরকে যাইবে,
ভজন নাহিক হবে ॥
আর তিন দিয়া, বেদে মিশাইয়া,
সতত তাহাই যজ।
নিত্য একমনে, ভাব রাত্রি দিনে,
মম পদ সদা ভজ ॥
ব্যাভিচার হৈলে, প্রাপ্তি নাহি মিলে,
নরকে যাইবে তবে।
রতি স্থির মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
সহজে পাইবে তবে ॥
আর এক বাণী, শুনহ রামিণী,
এ কথা রাখিও মনে।
বাশুলী-আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
এ কথা পাছে কে শুনে ॥ ২৭৭ ॥

কহিছে রজকিনী রামী, শুন চণ্ডীদাস তুমি,
নিশ্চয় মরম কহি জানে।
বাশুলী কহিছে যাহা, সত্য করি মনে তাহা,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে ॥
আমি ত আশ্রয় হই, বিষয় তোমারে কই,
রমণকালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব মন, তোমার রতি ধ্যান,
তেঁই সে তোমায় গুরু করি মানি ॥
সহজ মানুষ হব, রসিক নগরে যাব,
থাকিব প্রণয়-রস ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা, হইব তাহার প্রজা,
ডুবিব রসের সরোবরে ॥
সেই সরোবরে গিয়া, মনো-পদ্ম প্রকাশিয়া,
হংস প্রায় হইয়া রহিব।
শ্রীরাধামাধব সঙ্গে, আনন্দ কৌতুক রঙ্গে,
জনমে মরণে তুয়া পাব ॥
শুন চণ্ডীদাস প্রভু, ভজন না হয় কভু,
মনের বিকার ধর্ম্ম জানে।
সাধন শৃঙ্গার রস, ইহাতে হইবে বশ,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে ॥ ২৭৭ ॥

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কল্পতরু ॥
যে প্রেম রতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে ॥
ধন জন দারা সঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়িও কখন মোরে ॥
ধরম করম কিছু না জানি।
কেবল তোমার চরণ মানি ॥
এক নিবেদন তোমারে ক'ব।
মরিয়া দোঁহেতে কিরূপ হব ॥
বাশুলী কহিছে কহিব কি।
মরিয়া হইবে রজক-ঝি ॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
এক দেহ হ'য়ে নিত্যতে যাবে ॥
চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিতা হৈলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যতে গেলা ॥ ২৭৮ ॥

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা।
কহিলে আমারে সাধন কথা ॥
সাতাশী উপরে তিনের স্থিতি।
সে তিন রহয়ে কাহার গতি ॥
এ তিন দুয়ারে কি বীজ কয়।
কি বীজ সাধিয়া সাধক হয় ॥

রসের আকৃতি বলিয়ে যারে।
রসের প্রকার কহিবে মোরে॥
কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি।
কি বীজ ভজিলে রসের গতি॥
সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে।
সামান্য সাধিতে বিশেষ বাধে॥
সামান্য বিশেষ একতা রতি।
এ কথা শুনিয়া সন্দেহ মতি॥
সামান্য রতিতে কি বীজ হয়।
বিশেষ রতিতে কি বীজ কয়॥
সামান্য রসকে কি রস যজে।
কি বীজ প্রকারে বিশেষ মজে॥
তিনটী দুয়ারে থাকয়ে যে।
সেই তিন জন নিত্যের কে॥
চণ্ডীদাস কহে কহিবে মোরে।
বাশুলী কহিছে কহিব তোরে॥ ২৭৯॥

এ দেহ সে দেহ একই রূপ।
তবে সে জানিবে রসের কূপ॥
এ বীজে সে বীজে একতা হবে।
তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে॥
সে বীজে যজিয়ে এ বীজ ভজে।
সেই সে প্রেমের সাগরে মজে॥
রতিতে রসেতে একতা করি।
সাধিবে সাধক বিচার করি॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥
বিশুদ্ধ রতিতে কারণ কি।
সাধহ সতত রজক-ঝি॥
সাতাশী উপরে তাহার ঘর।
তিনটী দুয়ার তাহার পর॥
বীজে মিশাইয়া রামিণী যজ।
রসিকমণ্ডলে সতত ভজ॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিকার পাবে।
সাধিতে নারিলে নরকে যাবে॥
বাশুলী কহয়ে এই সে হয়।
চণ্ডীদাস কহে অন্যথা নয়॥ ২৮০॥

বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন বীজ॥
প্রথম দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয় দুয়ারে আসক স্থিতি॥
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয়।
কন্দর্পরূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥
আসকরূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদরূপ ধরি আমি সে হই॥
সাতাশী আখরে সাধিবে তিন।
একত্র করিয়া আপন মন॥
রতির আকৃতি আসকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥
তিনটী আখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আখরে বাণকে ভজি॥
দ্বিতীয় আখরে সামান্য রতি।
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি॥
চতুর্থ আখরে সামান্য রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রস-সমুদ্র বেদান্ত-পার॥ ২৮১॥

চৌদ্দ ভুবন ভুবন তিন।
সপ্ত আখর তাহার চিন॥
দুইটী আখরে সদা পীরিতি।
তিনটী পরশে উপজে রতি॥
নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।
দুইটী আখর পাঁচের পর॥
কনক আসন আছয়ে তাতে।
মনসিজ রাজা বৈসয়ে যাতে॥

কর্পূর চন্দন শীতল জলে।
যেমন আনন্দ লেপন-কালে॥
তাপিত জনে সে আনন্দ পায়।
শীত-ভীত জন ভয়েতে পলায়॥
পঞ্চরস আদি একত্র মেলি।
যে যার স্বভাব আনন্দ-কেলি॥
অষ্টম আখর একত্র যবে।
কনক আসন জানিবে তবে॥
পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥ ২৮২॥

—

চৌদ্দভুবন—চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ।
ভুবন তিন—ভাব, কান্তি ও বিলাস। ইহা সপ্তাক্ষর বিশিষ্ট।
দুইটী আখরে—ভাব। ইহাতে প্রীতি বিরাজমান।
তিনটী আখর—বিলাস। ইহা রতির কারণ।
নির্জ্জন কাননে—হৃদয়রূপ নির্জ্জন কাননস্থিত।
কনক আসন—হৃদয়স্থিত রত্ন-বেদিকায় অভিন্নমদন শ্রীকৃষ্ণ রাধাসহ বিরাজ করেন।
পঞ্চ-রস—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মাধুর্য্য।
অষ্টম আখর—ভাবকান্তি বিলাসজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ।

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন॥
পূর্ব্বরাগ হৈতে সীমা সমৃদ্ধি মান আদি।
রসের ভঙ্গিত ক্রমে যতেক অবধি॥
পতি উপপতি ভাবে দ্বাদশ যে রস।
পুন যে দ্বিগুণ হ'য়ে করয়ে প্রকাশ॥
কন্যার বিহার আর অন্যের উপপতি।
ভাবভেদে এই হয় চব্বিশ রস-রীতি॥
পুন চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ কই॥
এই সব নাম ভেদে নায়কের ভেদ।
পুন হয় তাহার লক্ষণ বিভেদ॥
এই সব গুণ কৃষ্ণচন্দ্রে একা বর্ত্তে।
চণ্ডীদাস কহে রসভেদ একপাত্রে॥ ২৮৩॥

—

* সাধন-প্রণালীর পদগুলির অর্থ রসিক ভক্তজনবেদ্য, এইজন্য সাধারণ্যে প্রকাশ করা গেল না, ইহা নিজ নিজ গুরুমুখে শ্রোতব্য।

চণ্ডীদাস সমাপ্ত।

মহাজন-পদাবলী

বিদ্যাপতি

শ্রীরাধিকার প্রতি সখীর বাক্য।

ধানশী।

ধনি ধনি রমণি, জনম ধনি তোর।
সব জন কানু, কানু করি ঝুরয়ে,
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি, তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা-, অবলম্বনকারী,
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥
কেশ পসারি, যবহুঁ তুহুঁ আছলি,
উর-পর অম্বর আধা।
সো সব হেরি, কানু ভেল আকুল,
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥
হসইতে কব তুহুঁ, দশন দেখায়লি,
করে কর যোরহিঁ মোড়।
অলখিতে দিঠি কব, হৃদয়ে পাসরলি,
পুন হেরি সখী কলি কোর॥
এতহুঁ নিদেশ, কহলু তুঁহে সুন্দরি,
জানি ইহ করবি বিধান।
হৃদয়পুতলি তুহুঁ, সো শূন-কলেবর,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ১॥

শব্দার্থ।

ধনি ধনি—ধন্য ধন্য। ধনি—হে ধন্যা। কানু—কৃষ্ণ। ঝুরয়ে—অশ্রু মোচন করে। সো—সে। তুয়া—তোমার। ভাবে—প্রেমে। বিভোর—বিহ্বল। তিয়াসল—পিপাসিত হইল। অম্বুদ—মেঘ। চন্দা—চন্দ্র। মঝু—আমার। ধন্দা—ধাঁধা। পসারি—প্রসারিত করিয়া। যবহুঁ—যখন। তুহুঁ—তুমি। আছলি—ছিলে। উরপর—বক্ষঃস্থলে। অম্বর—বস্ত্র। আধা—অর্দ্ধ। হেরি—দেখিয়া। ভেল—হইল। ইথে—ইহাতে। হসইতে—হাসিতে। কব—কবে। দেখায়লি—দেখাইলি। করযোড়হিঁ—করযোড় করিয়া। মোড়—মুড়িয়া। অলখিতে—অলক্ষ্যভাবে। দিঠি—দৃষ্টি। পসারলি—প্রকাশ করিল। কলি—করিলি। কোর—ক্রোড়ে। এতহুঁ—এই সকল। নিদেশ—নির্দ্দেশ। কহলু—কহিলাম। তুঁহে—তোমাকে। ইহ—ইহা। করহুঁ—কর। শূন-কলেবর—শূন্যদেহ। ভাণ—ভণ ধাতু কথনে॥ ১॥

ভাবার্থ

শ্রীরাধিকার নিকটে কোন সখী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের লালসা ও উদ্বেগদশা বর্ণনা করিতেছেন। হে ধন্যা, চাতক, চকোর ও লতা ইহারা মেঘ, চন্দ্র ও তরুর জন্য ব্যাকুল হয়, ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মেঘ, চন্দ্র ও তরু ইহারা চাতক, চকোর ও লতার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। কৃষ্ণের জন্য তোমার কাতর হওয়াই সম্ভব কিন্তু তোমার জন্য কৃষ্ণের উদ্বিগ্ন হওয়া নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়, সেইজন্য আমার মনে ধান্দা লাগিয়াছে॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদ দশা বর্ণন।

তুড়ী।

এ ধনি কর অবধান।
তো বিনে উনমত কান॥

কারণ বিনু ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক্ হা ধিক্ বোল ॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখী।
রূপনারায়ণ সাখী ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের তানবদশা বর্ণন।

শুন শুন গুণবতী রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে ॥
চান্দ দিনহি দীন-হীনা।
সো পুন পালটি খেণে খেণে ক্ষীণা ॥
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি।
ভাঙ্গি গঢ়ায়ব বুঝি কত বেরি॥
তোহারি চরিত নাহি জানি।
বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি ॥ ৩ ॥

শব্দার্থ।

তো বিনে—তোমা ব্যতীত। উনমত—উন্মত্ত। কান—কৃষ্ণ। কহয়ে—বলে। দুরবল—দুর্ব্বল। ধরই না পারই—ধরিতে পারে না। ভাখী—ভাষা, কথা। সাখী—সাক্ষী ॥ ২ ॥

ভাবার্থ।

সখী কর্ত্তৃক শ্রীরাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের উন্মাদদশা বর্ণিত হইয়াছে। উন্মাদের লক্ষণ—"সর্ব্বাবস্থানু সর্ব্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা। অতস্মিং স্তদতি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্ত্যতে। অত্রেষ্ট-দ্বেষ-নিঃশ্বাস-নিঃশেষবিরহাদয়ঃ ॥" কারণ ব্যতীত হাস্য ইহাই ভ্রান্তি ॥ ২ ॥

শব্দার্থ।

মাধব—শ্রীকৃষ্ণ। কি সাধবি সাধে—কোন সাধ সিদ্ধ করিবে, অর্থাৎ মিটাইবে। দিন হি—দিন দিন। সো—যেমন। পালটি—ফিরিয়া। খেণে খেণে—ক্ষণে ক্ষণে। গঢ়ায়ব—গড়াইব, গড়িব। কত বেরি—কতবার। তোহারি—তোমার। চরিত—চরিত্র ॥ ৩ ॥

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি কমলিনী শুন হিত বাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি ॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহিতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল ॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভূত।
যৈছনে বাঁঢ়ত মৃণালক সূত ॥
সবহুঁ মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল-বাণী ॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
প্রেমক রীতি অব বুঝহ বিচারি ॥ ৪ ॥

সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি।

শ্রীরাগ।

না জানি প্রেম-রস নাহি রতি রঙ্গ।
কেমনে মিলব ধনি সুপুরুখ সঙ্গ ॥
তুঁহারি বচনে যদি করব পীরিত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশ-ভীত ॥

ভাবার্থ।

সখী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের তানবদশা বর্ণিত হইতেছে। তানবদশার লক্ষণ—"তানবং কৃশতা গাত্রে দৌর্ব্বল্যং ভ্রমণাদিকৃৎ।" যেমন চাঁদ দিন দিন ক্ষীণ হয়, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ হইতেছেন, ইহাই গাত্রের কৃশতা। হে রাধে! কৃষ্ণ এতই কৃশ হইতেছেন যে, তাঁহার অঙ্গুরীয় এখন বলয় হইয়াছে, বোধ করি তাহাও পুনরায় কতবার ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে ॥ ৩ ॥

শব্দার্থ।

ধনি—রমণী। কমলিনী—পদ্ম। ধনি কমলিনী—পদ্মরূপা নারী। করবি—করিবে। সুপুরুখ—সুপুরুষ। সুজনক—সুজনের। দহইতে—পোড়াইতে। কনক—স্বর্ণ। মূল—মূল্য। টুটইতে—ভাঙ্গিতে। যৈছন—যেমন। সবহুঁ—সকল। মতঙ্গজ—হস্তী। মোতি—মুক্তা ॥ ৪ ॥

সখি হে হাম অব কি বোলব তোয়।
তা সঞে রভস কবহুঁ নাহি হোয় ॥
সো বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচ শরে মদন মনোরথে জাগ ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীউ নিকষব যব রাখব কোই ॥
বিদ্যাপতি কহে মিছাই তরাস।
শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস ॥ ৫ ॥

অধর-সুধা মিঠি, দুধে ধবরি দিঠি,
মধু সম মধুরিম বাণী রে।
অতি অরধিত হছে, যততে না পাইঅ,
সবে বিহি তোহি দেল আনি রে ॥
জন্থ রূসহ ভাবিনী ভাব জনাই।
তুয় গুণে লুবুধল সুপন্থ অধিক দিনে
পাহুন আএল মধাই ॥
জনু গুণ পখইতে ঝামরি ভেলি হে
রজনী গমওলহ জাগি রে।
সে নিধি বিধি অনুরাগে মিলন তোহি
কাহ্নু সম পিয়া অনুরাগী রে ॥
ভণই বিদ্যাপতি গুণমতি রাখ এ
বাল ভূকে অপরাধ রে।
রাজা শিবসিংহ রূপ নারাএন
লখিমা দেবীর অরাধ রে ॥ ৬ ॥

শব্দার্থ।

মিলব—মিলিত হইব। তুহারি—তোমার। করব—করিব। হাম—আমি। অব—এখন। তা সঞে—তাহার সঙ্গে। রভস—রহস্য। দরশে—দর্শনকালে। জীউ—জীবন। নিকষব—বাহির হইবে। যব—যখন। রাখব কোই—কে রাখিবে। মিছাই—মিছা। তরাস—ত্রাস। ঐছে—ঐরূপ। তাক—তাহার ॥ ৫ ॥

ধনহি মালব দুগ্ধ।

অধরে মিষ্ট সুধা, দুধের ন্যায় ধবল দৃষ্টি, মধু তুল্য মধুর বাণী, অত্যন্ত প্রার্থিত হইয়াও যাহা যত্নে পাওয়া যায় না, বিধি তোকে সকলি আনিয়া দিল।

শ্রীরাধিকার প্রতি সখীবাক্য।

শঙ্করাভরণ।

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।
তব যৌবন যব সুপুরুখ-সঙ্গ ॥
সুপুরুখ-প্রেম কবহুঁ জনি ছাড়ি।
দিনে দিনে চাঁদকলা সম বাঢ়ি ॥
তুহুঁ যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত ॥
তুহুঁ যদি কহসি করিয়ে অনুসঙ্গ।
চৌরি-পীরিতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ মাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ-সমাজ ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপগুণবতীকা ইহ বড় কাজ ॥ ৭ ॥

ভাবিনি! ভাব জানাইয়া মান করিও না। তোর গুণে লুব্ধ হইয়া অনেক দিনের পর সুপ্রভু মাধব অতিথি হইয়া আসিল।

যাহার গুণ স্মরণ করিয়া শোক করিতে (দেহ) মলিন হইল, রজনী জাগিয়া যাপন করিল, কানাইয়ের তুল্য অনুরাগী প্রিয় রত্ন বিধির কৃপায় তোকে মিলিল।

বিদ্যাপতি কহিতেছে, গুণবতি! বল্লভের অপরাধ রক্ষা (মার্জ্জনা) কর। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লখিমা দেবীর আরাধ্য ॥ ৬ ॥

শব্দার্থ।

চাহি—হইতে। কবহুঁ—কখনও। চাঁদকলা সম বাঢ়ি—শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হয়। তুহুঁ যৈছে—তুমি যেমন। অনুসঙ্গ—প্রসঙ্গ। চৌরি-পীরিতি—গুপ্তপ্রেম। হোয়—হয়। ঐছন—অমন। বরজ-সমাজ—ব্রজসমাজ ॥ ৭ ॥

ভাবার্থ।

কোন সখী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিতেছেন। হে রাধে! জীবন হইতে যৌবন শ্রেষ্ঠ, আবার সেই যৌবন যদি সুপুরুষ সঙ্গ হয়, তাহা আরও শ্রেষ্ঠ; সুপুরুষের সহিত প্রেম কর্ত্তব্য—কারণ, সে প্রেম কখনও ভাঙ্গে না বরং চন্দ্রকলা সম দিন দিন বর্দ্ধিত হয় ॥ ৭ ॥

সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি।

ভাটিয়ারী।

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া-ঠাম ॥
বচনক চাতুরী হাম নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না বুঝিয়ে মান ॥
সহচরী মেলি বনায়ত বেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরতক বাত।
কৈছনে মিলব হাম মাধব সাথ ॥
সো বরনাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ-গেয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহে কি বোলব তোয়।
অবকে মিলন সমুচিত হোয় ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি।

সখী-শিক্ষা।

কানড়া।

শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ ॥
পহিলহি অলকা তিলকা করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ ॥
যায়বি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত-বিভঙ্গ ॥
স্বজনি, পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি।
কুটিল নয়ানে ধনি মদন জাগাবি ॥
ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক বন্ধ ॥
মন করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যো গুণবন্ত সোই ফল পাব ॥ ৯ ॥

ভূপালী।

শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ।
আজু হাম দেয়ব তোহে উপদেশ ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম ॥
পরশিতে দুহুঁ করে ঠেলবি পাণি।
মৌন রহবি কছু পুছইতে বাণী ॥
যব হাম সোঁপব করে কর আপি।
সাধসে ধরবি উলটি মোহে কাঁপি ॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রস ঠাট।
কাম গুরু হোই শিখায়ব পাঠ ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

ধানশী।

গেলি কামিনী, গজহু গামিনী,
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালিক, কুসুম সায়ক,
কুহকী ভেলি বরনারী ॥

শব্দার্থ।

পরণাম—প্রণাম। হাম—আমি। যাওব—যাইব। পিয়া—প্রিয়। ঠাম—ঠাঁই। বনায়ত—প্রস্তুত করে। গেয়ান—জ্ঞান ॥ ৮ ॥

শব্দার্থ।

মঝু উপদেশ—আমার উপদেশ। পহিলহি—প্রথম। নিয়ড়ে—নিকটে। ঝাঁপবি—আচ্ছাদিত করিবি। দরশায়বি—দর্শন করাইবি। কন্দ—স্কন্ধদেশ। নীবিহক বন্ধ—ঘাগরার কোমরের বন্ধন-কাপড় ॥ ৯ ॥

শব্দার্থ।

আজু—অদ্য। দেয়ব—দিব। বৈঠবি—উপবেশন করিবি। শয়নক—শয্যায়। সীম—প্রশস্ত। মোড়বি গীম—গ্রীবা বক্র করিবি। কছু—কিছু। পুছইতে—জিজ্ঞাসা করিতে। সোঁপব—সমর্পণ করিব অর্থাৎ আমি অর্পণ করিব। মোহে—আমাকে। ঠাট—সমূহ ॥ ১০ ॥

শব্দার্থ।

গেলি—গেল। বিহসি—হাসিয়া। ইন্দ্রজালক—ঐন্দ্রজালিক। কুসুম সায়ক—কন্দর্প। কুহকী—মোহকরী।

জোরি ভুজযুগ, মোরি বেড়ল,
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে, কাম পূজল,
যৈছে শারদ চন্দ ॥
উরহি অঞ্চল, ঝাঁপই চঞ্চল,
আধ পয়োধর হেরু।
পবন-পরাভবে, শারদ ঘন জনু,
বেকত কয়ল সুমেরু ॥
পুনহি দরশনে, জীবন জুড়ায়ব,
টুটব বিরহক ওর।
চরণে যাবক, হৃদয়ে পাবক,
দহই সব অঙ্গ মোর ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি,
চিত থির নাহি হোয়।
সে যে রমণী, পরম গুণমণি,
পুন কি মিলব মোয় ॥ ১১ ॥

জোরি—জুড়িয়া। ততহি—তাহাতে। বয়ান—বদন। সুছন্দ—সুন্দর। দাম—মালা। উরহি—বক্ষঃস্থলের। ঝাঁপই—আবৃত করিয়া। হেরু—দেখিতে লাগিল। জনু—যেন। বেকত কয়ল—ব্যক্ত করিল। টুটব—নষ্ট হইবে। বিরহক—বিরহের। ওর—সীমা। যাবক—অলক্তক। দহই—দগ্ধ করে॥ ১১ ॥

ভাবার্থ।

শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা দর্শন করিয়া, গজেন্দ্রগামিনীর মত ঈষৎহাস্যযুক্ত কটাক্ষ করিয়া গমন করিলেন। তখন বোধ হইল যেন কন্দর্পের ঐন্দ্রজালিকা একটী রমণী চলিয়া গেল। আবার যখন করযুগল যোড় করিয়া মুড়িয়া বদনের সম্মুখে ধরিল, তখন বোধ হইল, যেন কামদেব চম্পকমালা দ্বারা চন্দ্রকে পূজা করিল। যখন চঞ্চল হইয়া অঞ্চল দ্বারা বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া আবার বসন মুক্ত করতঃ পয়োধরের অর্দ্ধভাগ দেখিতে লাগিল, তখন বোধ হইল, যেন শরৎ কালীন মেঘ পবন কর্তৃক পরাভূত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতকে প্রকাশিত করিল। তাহা পুনর্ব্বার দর্শন করিয়া বিরহজ্বালা কি অবসান করিব? তাহার চরণে অলক্ত বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে তাহা অগ্নির ন্যায় হইয়া দাহন করিতেছে। বিদ্যাপতি নায়কের হইয়া বলিতেছেন, হে যুবতি অর্থাৎ হে সখী, আমার চিত্ত স্থির হইতেছে না—রমণী গুণবতী, আমি কি পুনরায় তাহাকে পাইব? ॥ ১১ ॥

ধানশী।

অপরূপ পেখলু রামা।
কনকলতা অব- লম্বনে উয়ল,
হরিণী-হীন হিমধামা ॥
নয়ন নলিনী দো, অঞ্জনে রঞ্জই,
ভাঙু বিভঙ্গি-বিলাস।
চকিত চকোর, জোর বিধি বান্ধল,
কেবল কাজর-পাশ ॥
গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিতে,
গীম গজমোতিম হারা।
কাম কম্বু ভরি, কনয়াশম্ভু পরি,
ঢারত সুরধুনী-ধারা ॥
পয়সি পয়াগে, যোগীসত জাগই,
সো পাওয়ে বহুভাগী।
বিদ্যাপতি কহে, গোকুল-নায়ক,
গোপীজন অনুরাগী ॥ ১২ ॥

শব্দার্থ।

পদামৃত সমুদ্রে "অপরূপ" শব্দ প্রয়োগ আছে, তাহার টীকায় রাধামোহন বলেন যে,সংস্কৃত অপরূপ শব্দের অপভ্রংশ অপরূপ শব্দ হইয়াছে। ইহা যুক্তিসঙ্গত হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় এই শব্দ প্রসিদ্ধ নহে, এই জন্য অপরূপ শব্দই ব্যবহৃত হইল। পেখলু—দেখিলাম। উয়ল—উদিত হইল। হরিণী-হীন—কলঙ্কহীন। হিমধামা—চন্দ্র। দো—দুই। রঞ্জই—রঞ্জিত। ভাঙু বিভঙ্গি—ভ্রূভঙ্গী। বান্ধল—বন্ধন করিল। পাশ—বন্ধনরজ্জু। গুরুয়া—বৃহৎ। গীম—গ্রীবা। গজমোতিম হারা—গজমুক্তাহার। কাম—কন্দর্প। কম্বু—শঙ্খ। কনয়াশম্ভু—সুবর্ণ শিবলিঙ্গ। ঢারত—ঢালিতেছে। পয়সি পয়াগে—প্রয়াগের জলে। যোগীশত—যোগী শত শত। যাগই—যজন করে। সোই—সেই। পাওয়ে—প্রাপ্ত হয়। বহুভাগী—বহু ভাগ্যবান ॥ ১২ ॥

কামোদ কেদার ছন্দ।

(১৪ হইতে ১৭ মাত্রা)

অবলা অংশুক (১) বালম্ভু লেলা।
পাণিপলব ধনি আঁতর (২) দেলা ॥
হঠ (৩) ন করিহ পন্থ ন পূরত কামে।
প্রথমক রভস বিচারক ঠামে ॥ ৪ ॥
মদন ভাণ্ডার সুরত রস আন। ৫।
মোইরে মুন্দল অছ অসময় জানি ॥ ৬ ॥
মুকুলিত লোচন নহি পরকাশে। ৭।
কাঁপ কলেবর হৃদয় তরাসে ॥ ৮ ॥
আবে নব যৌবন সময় নিহারি। ৯।
অপনহি লেকত হোরত পরচারী ॥ ১০ ॥
ভণই বিদ্যাপতি নব অনুরাগী। ১১।
সহয়ি পরাভব পিয় হিত লাগি ॥ ১২ ॥

ভাবার্থ।

সখে! আমি অপূর্ব্ব রমণী দর্শন করিলাম। রমণীর অপূর্ব্বত্ব এইরূপ—একটী সুবর্ণলতা অবলম্বন করিয়া নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র রহিয়াছে। এখানে সুবর্ণলতা শ্রীরাধিকার দেহ, সেই দেহ অতি ক্ষীণ, তাহাই ব্যক্ত হইল। আবার তাহার নয়ন দুটী অঞ্জন রঞ্জিত (ইহাতে নয়নের নিম্নদেশে কৃষ্ণবর্ণ একটী চিহ্ন) ভ্রূভঙ্গীর বিলাস অতি মনোহর (ইহাতে নয়নের উপরিভাগেও কৃষ্ণবর্ণ রেখা দেখা যাইতেছে) ইহাতে বোধ হইতেছে—পাছে দুইটী চকোরে সুধার জন্য দ্বন্দ্ব করে, তাই বিধাতা কজ্জলরূপ রজ্জু দ্বারা উভয়কে বান্ধিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীরাধার গলদেশে যে গজমুক্তার মালা, যাহা গুরু পয়োধরের উপরে দুলিতেছে, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, যেন কন্দর্পদেব শঙ্খ জলপূর্ণ করিয়া সুবর্ণ নির্ম্মিত শিবলিঙ্গের উপর ঢালিতেছেন। এখানে শঙ্খের সহিত কণ্ঠের সাদৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার রূপ বর্ণনা করিয়া সেই রমণী রত্ন লাভের উপায় বলিতেছেন,—হে সখে! যে বহু ভাগ্যবান, প্রয়াগের জলে শত শত যজ্ঞ করে, সেই ব্যক্তিই এই রমণী রত্ন লাভে সমর্থ ॥ ১২ ॥

১। অংশুক—বস্ত্র। বালম্ভু—বল্লভ।
২। আঁতর—অন্তর, অন্তরাল।

১-২। বল্লভ অবলার বস্ত্র লইলেন, ধনী পাণিপল্লব হাত দিয়া অন্তরাল দিলেন (করিলেন)।

৩। হঠ—বলপ্রকাশ। পূরত—পূরিতে। কামে—কাম। ৪। প্রথমক—প্রথমের, নবীন। রভস—হর্ষ, বেগ; রভসো বেগহর্ষয়োরিত্যমরঃ। বিচারক—বিচারের। ঠামে—ঠাই, স্থান।

৩-৪। কানাই, বলপ্রকাশ করিওনা, (তোমার) কাম পূর্ণ হইবে না। প্রথম আনন্দ বিচারের স্থানযোগ্য।

৫। আনি—আনিয়া। ৬। মোইরে—মোহরে, মোহর দ্বারা।

৫-৬। মদন ভাণ্ডার হইতে সুরত রস আনিয়া অসময় জানিয়া মোহর (ছাপ) দিয়া বন্ধ আছে (রহিয়াছে)।

৭। পরকাশে—প্রকাশে, বিকশিত হয়।
৮। তরাসে—ত্রাসে, ত্রাসিত।

৭-৮। মুকুলের ন্যায় অর্দ্ধ মুদ্রিত লোচন প্রকাশিত (পূর্ণ বিকশিত) হয় না, কলেবর কম্পিত হয়, হৃদয় ত্রাসিত হয়।

৯। আবে—এখন।

৯-১০। এখন নব-যৌবন, সময় দেখিয়া (বুঝিয়া) আপনি ব্যক্ত হইয়া প্রকাশ হইবে।

১১। অনুরাগী—অনুরাগিনী।

১১-১২। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, (হে) নব অনুরাগিণি! প্রিয়তমের হিতের জন্য (তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য) পরাভব সহ্য কর। ১৩ ॥

তথা রাগ।

অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি।
জনু রজনী ভেল চাঁদ উজোরি ॥
কুটিল কটাখ-ছটা পড়ি গেল।
মধুকর-ডম্বর অম্বরে ভেল ॥

অলখিতে—অলক্ষ্যে। হামে—আমাকে। বিহসলি থোরি—ঈষৎ হাস্য করিল। জনু—যেন। ভেল—হইল। উজোরি—উজ্জ্বল। কটাখ—কটাক্ষ। ডম্বর—সমূহ।

কাহাঁ রমণী ও কে উহ জান।
আকুল করি গেও হামারি পরাণ॥
লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি॥
ভৈ গেল বেকত পয়োধর-শোভা।
কনক-কমল হেরি কাহে মনোলোভা॥
আধ লুকায়লি আধ উদাস।
কুচ-কুম্ভ কহি গেও আপনক আশ॥
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত মদন-শর কাহে না লাগ॥ ১৪॥

কামোদ।

স্বজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ মাল সঙ্গে, তড়িতলতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥

অম্বরে—আকাশে। বারি—নিবারণ করি! ভৈ—তাহাতে। কাহে—কেন॥ ১৪॥

ভাবার্থ।

হে সখে! ও কাহার রমণী, তাহা কেই বা জানে। আমার প্রাণ আকুল করিয়া গেল। আবার অলক্ষ্যভাবে ঈষৎ হাস্য করিল, তাহাতে যেন রাত্রিতে চাঁদের উদয় হইল। তাহার কুটীল কটাক্ষে বোধ হইল, যেন আকাশমার্গে কতকগুলি মধুকর উড়িতেছে।

তাহার করকমলস্থিত লীলাকমল দ্বারা ভ্রমররাজিকে নিবারণ করিয়া চকিতের ন্যায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার পয়োধর-শোভা পরিব্যক্ত হইল। কেন বলিতে পারি না, সেই কনক-কমল দর্শন করিয়া আমার মন লুব্ধ হইল। তাহার স্তনযুগল অর্দ্ধাবৃত দেখিয়া মনে হয় ইহা সঙ্কেত—সুতরাং তাহাকে পাইবার আশা আছে। মদনের গুপ্তশর কাহাকে না বিদ্ধ করে? ১৪॥

শব্দার্থ।

পেখন না ভেল—দেখা হইল না। মেঘমাল সঙ্গে—মেঘ সমূহ হইতে। তড়িতলতা—বিদ্যুৎলতা।

আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি,
আধহিঁ নয়ন-তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি,
তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা, কনক-কটোরা,
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন, জনু বুঝি ঐছন,
ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকুতা-পাঁতি, অধরু মিলায়ত,
মৃদু মৃদু কহতহিঁ ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অতএব সে দুখ রহ,
হেরি হেরি না পূরল আশা॥ ১৫॥

ধানশী।

কিয়ে মঝু দিঠি পড়ল শশিবয়না।
নিমিখ নিবারি রহল দুঅ নয়না॥
দারুণ বঙ্কবিলোকন থোর।
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর॥
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি॥
শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব।
চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব॥
আশা-পাশ না তেজই অঙ্গ।
বিদ্যাপতি কহে প্রেম-তরঙ্গ॥ ১৬॥

আঁচর—অঞ্চল। উরজ—কুচ, স্তন। দগধে—দগ্ধ করে। কনক-কটোরা—কুচদ্বয়। অতনু—কন্দর্প। কাঁচলা-উপাম—কাঁচুলীর মত॥ ১৫॥

শব্দার্থ।

কিয়ে—কেমন। মঝু—আমার। দিঠি—নয়নে। পড়ল—পড়িল। শশিবয়না—চন্দ্রবদনী। নিমিথ—নিমিষে। রহল—রহিল। দুঅ—দুই। বঙ্কবিলোকন—বাঁকা চাহনি। থোর—অল্প। মনোভাব—কন্দর্প। ঐছে—ঐ প্রকার। রাব—রব। যাব—যায়॥ ১৬॥

তিরোতা ধানশী।

নন্নুজাবদনী ধনী বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূর্ণিম শশী ॥
অপরূপ রূপ রমণী-মণি।
যাইতে পেখনু গজরাজগমনী ধনী ॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি
তনু অতি কোমলিনী।
কুচ-ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি ॥
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর-নাগর।
রাইরূপ হেরি গর-গর অন্তর ॥ ১৭ ॥

ভাবার্থ।

সখে! কি (অদৃষ্টপূর্ব্বা) চন্দ্রবদনা আমার নয়ন-গোচর হইল। সেই কামিনী নির্ণিমেষ নয়নদ্বয়ে আমাকে অল্প বক্রভাবে অবলোকন করিল। কি জানি, সেই বক্রদৃষ্টি যেন কালস্বরূপ হইয়া আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইল। আমার মানস তাহার হৃদয়ে লাগিয়া রহিল বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে কন্দর্প জাগিয়া রহিল, তাহার বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য আমার শ্রবণদ্বয় নিযুক্ত রহিল, আমি চলিয়া আসিতে চাহিলেও আমার চরণদ্বয় চলিল না, অধিক কি বলিব, আমি সে আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না ॥ ১৬ ॥

শব্দার্থ।

নন্নুজা—নবনীত। কহসি—কহে। হসি—হাসিয়া। অমিয়া—অমৃত। বরিখে—বর্ষণ করে। জনু—যেন। শরদ পূর্ণিম শশী—শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র। রমণী-মণি—রমণীশ্রেষ্ঠ। পেখনু—দেখিলাম। গজরাজগমনী—হস্তীর মত গমনশীলা। মাঝারি খিনি—মধ্যক্ষীণা। ছিরিফল—শ্রীফল। জানি—যেন। রঞ্জিত বলি—রঞ্জিত বলিয়া। ভুলল জনু—ভুলিল যেন। গর-গর অন্তর—আকুল হৃদয় ॥ ১৭ ॥

বেলোয়ার।

যব গোধূলি সময় বেলি,
ধনী মন্দির বাহির ভেলি।
নবজলধরে, বিজুরী-রেহা,
দ্বন্দ্ব বাঢ়াইয়া গেলি ॥
ধনী অল্প বয়সী বালা,
জনু গাঁথনি পুহপ-মালা।
থোরি দরশনে, আশ না পূরল,
বাঢ়ল মদনজ্বালা ॥
ধনী গোরী কলেবর নুনা,
জনু আচরে উজোর সোনা।
কেশরী জিনিয়া, মাঝারি খিণি,
দুলহ লোচন কোণা ॥
ঈষত হাসনি সনে,
মুঝে হানল নয়ন-বাণে।
চিরঞ্জীব রহু, পঞ্চ গৌড়েশ্বর,
কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥ ১৮ ॥

শিবসিংহের সিংহাসনাধিরোহণ।

অনল রন্ধ্র কর লক্‌খন নয়বএ
সক সমুদ্দ কর আগনি সশী।
চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলিওএ,
বার বেহপ্পই এ জাউলসী ॥ (ক)

শব্দার্থ।

যব—যখন। বেলি—বেলা। ভেলি—হইল। বিজুরী—বিদ্যুৎ। রেহা—রেখা। গেলি—গেল। জনু—যেন। পুহপ-মালা—পুষ্পমালা। থোরি—অল্প। বাঢ়ল—বাড়িল। নুনা—ক্ষীণা। আচরে—আচরণ করে। উজোর—উজ্জ্বল। মাঝারি খিণি—মধ্যক্ষীণা। দুলহ—দুর্ল্লভ। দুলহ লোচন কোণা—অর্থাৎ নয়নকোণে দুলিতেছে। মুঝে—আমাকে। হানল—হানিল। রহু—থাকুক ॥ ১৮ ॥

(ক) শব্দার্থ—চৈতকারি—চৈত্রমাসে। ছঠি—ষষ্ঠী তিথি। বার বেহপ্প—বৃহস্পতিবার।

দেবসিংহ জং পুহুধী ছড্ডই
অদ্ধাসন সুররাঅ সরু।
তুঁহু সুরুতান নিদৈ অব সো অউ,
তপন হীন জগ তিমিরে ভরু॥
দেখহুও পৃথিমীকে রাজা
পৌরুষ মাঝে পুন্ন বলিও।
শত বলৈ গঙ্গা মিলিত কলেবর
দেবসিংহ সুরপুর চলিও॥
একদিস জবন সকল দল চলিও
এক দিস সো জমরাও চরু।
দুহু এ দলটী মনোরথ পুরও গরু
এ দাপ শিবসিংহ করু॥
সুরতরু কুসুম ঘালি দিস পুরেও
দুন্দুহি সুন্দর সাদ ধরু।
বীরছত্র দেখেনকো কারণ
সুরগণ সৌভে গগন ভরু॥

আরম্ভীল অথন্তেট্টি মহামখ
রাজসূঅ অসমেধ জহাঁ।
পণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ
যাচককাঁ ঘরদান কঁহা॥
বিজ্জাবই কবিবর এহু গাবএ
এ মানব মন আনন্দ ভওএ।
সিংহাসন শিবসিংহ বইঠৌ
উচ্ছবৈ বৈরস বিসরি গাও॥ (ক) ১৯॥

আপনা মন্দিরে বৈসলি অছলহু
ঘর নহি দোসর কেবা।
তুহিখনে পহিআ পাহুন অএল
বরিসএ লাগল দেবা॥
কে জান কি বোলতি পিসুস পরৌসিনি
বচনক ভেল অবকাশে॥
ঘর অন্ধার নিরন্তর ধারা
দিবসহি রজনী ভানে।
কঞোনক কহব হসে কে পতি আএত
জগত বিদিত পাচবাণে॥ (খ) ২০॥

ভাবার্থ।

(ক) ২৯৩ লক্ষণাব্দে অথবা ১৩২৭ শকাব্দে চৈত্র মাসে ষষ্ঠী জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে মিলিত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় (জাউলনী— যাইবার সময়, অর্থাৎ দিবাবসান কালে) দেবসিংহ পৃথিবী ছাড়িয়া সুররাজের অর্দ্ধাসন প্রাপ্ত হইলেন। দুই সুলতান (রাজা) এখন শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন, তপনশূন্য জগৎ অন্ধকারে ভরিল, রাজা দেবসিংহের মৃত্যুতে প্রজার হৃদয় শোকভরে আচ্ছন্ন হইল, তপনরাজ অস্তমিত হওয়াতে জগৎ অন্ধকারাবৃত হইল। পৃথিবীর রাজপুরুষদিগের মধ্যে পুণ্যবল দেখাইল; সত্যবলে দেবসিংহ গঙ্গায় মিলিতকলেবর হইয়া সুরপুরে চলিলেন। একদিকে যবনের সৈন্য সকল চলিল (আসিল)। একদিক হইতে যমরাজের সৈন্য আসিলে শিবসিংহ গুরুতর প্রতাপ (প্রকাশ) করিয়া উভয় দলের মনোরথ পূর্ণ হইতে দিলেন না। (অর্থাৎ পিতাকে অন্তিমকালে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া যমভয় নিবারণ করিলেন ও যবনসৈন্যকে যুদ্ধে পরাভূত করিলেন)। কল্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়া দিক্ পূর্ণ হইলে আকাশে সুন্দর দুন্দুভিধ্বনি হইল। বীরশিরোমণিকে দেখিবার জন্য দেবতাগণ আকাশ পূর্ণ করিয়া শোভিত হইলেন। অন্ত্যেষ্টি শ্রাদ্ধ (আদ্য) আরম্ভ হইল, এ শ্রাদ্ধের তুলনায় রাজসূয় বা অশ্বমেধ কোথায় লাগে? পণ্ডিতের ঘরে আচারের এবং যাচকের ঘরে দানের প্রশংসা হইতে লাগিল। বিদ্যাপতি কবিবর এই গান করিতেছে, মানবের মনে আনন্দ হইল। শিবসিংহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, (লোকে) উৎসবে বিষাদ ভুলিয়া গেল॥ ১৯॥

(খ) আপনার গৃহে বসিয়াছিলাম, ঘরে দ্বিতীয় কেহ ছিল না। সেই সময় পথিক অতিথি আসিল, দেবতা বর্ষণ করিতে লাগিল।

কে জানে কোথায় অবকাশ পাইলে কুটীল প্রতিবাসিনী কি বলিবে?

ঘর অন্ধকার, নিরন্তর বৃষ্টিধারা, দিবসেই রজনী তুল্য হইল। কাহাকে কহিব, কে আমায় বিশ্বাস করিবে, জগতে পঞ্চবাণ বিদিত॥ ২০॥

আধ মদিত ভেল দুহু লোচন
বচন বোলত আধ আধে।
রতিক আলসে সামতনু ঝামর
হেরি পূরল মোর সাধে॥
মাধব চল চল তাহি ঠামে।
জমু পদ জারক হৃদয় ভুখন
অবহুঁ জপত তমু নামে॥
কত চন্দন কত মৃগমদ কুঙ্কুম
তুয় কপোল রহু লাগি।
দেখি অনুরূপ সাতি কয়ল বিহি
অতএ মানিয় বহু ভাগি॥ (গ) ২১॥

—

গান্ধার।

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ-বাণ॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা।
মুখশশী ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা॥
তিতল বসন তনু লাগি।
মুনিহক মানস মনমথ জাগি॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুলে আনি মিলায়ল দেবা॥

(গ) সামতনু—শ্যামতনু। ঝামর—মলিন।

মাধব, যাও, যাও, যাও, তাহার কাছে যাও, যাহার পদযাচক (তোমার) হৃদয়ভূষণ, এখন তাহার নাম জাগিতেছে।

অনুরূপ দেখিয়া বিধির শাস্তি, অতএব বহু ভাগ্য (করিয়া) মানিবে॥ ২১॥

শব্দার্থ।

সিনান—স্নান। কিয়ে—বুঝি। রোয়ে—রোদন করে। আন্ধিয়ারা—অন্ধকার। তিতল—ভিজা। চকেবা—চক্রবাক। নিজকুলে—স্বীয় কূলে বা এককূলে।

তেঞি শঙ্কা ভুজ-পাশে।
বান্ধি ধরল তনু উড়ব তরাসে॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥ ২২॥

—

ধরল—ধরিল। উড়ব—উড়িয়া যাইবে। তরাসে—ত্রাসে বা ভয়ে॥ ২২॥

ভাবার্থ।

কোন সখার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য। হে সখে! সেই কামিনী যমুনাজলে স্নান করিতেছিল, তাহা আমি দর্শন করিতেই আমার হৃদয়ে পাঁচবাণ (মদন, মাদন, শোষণ, মোহন ও স্তম্ভন) বিদ্ধ করিল। তাহার কেশরাশিতে জলধারা পতিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহার মুখচন্দ্রের ভয়ে অন্ধকার রোদন করিতেছে; আর অভিষিক্ত সূক্ষ্ম বস্ত্র তাহার শরীরে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিলে মুনিগণের মনেও মন্মথ জাগরিত হয়। কুচযুগ মনোহর, তখন স্নানকাল—রাত্রির শেষ যাম হইলেও যেন দেবতা কর্তৃক চক্রবাক ও চক্রবাকী নদীর এক কূলে মিলিত হইয়াছে; সেই চক্রবাক ও চক্রবাকী পাছে উড়িয়া যায় (এই) ভয়ে যেন সেই রমণী ভুজপাশ দ্বারা তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে।

বিদ্যাপতির পদগুলি মৈথিলী ভাষায় রচিত হইলেও অনুমান চারিশত বর্ষ কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মুখে গীত হইতেছে, সুতরাং ইহার অনেক অংশ বাঙ্গালার আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আধুনিক সংগ্রহ-কারী গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পদটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

যথা—

কামিনী করু অসনানে।
হেরইতে হিদয় হনল পচমানে॥
তিতল বসন তন লাগু।
মুনিহুঁক মন সমস্ত ভয় জাগু॥
চিকুর বহে জলধারে।
জনি শশি বিমু মোহি লাগত আন্ধারে॥
কুচযুগ সচারু চকেবা।
নিজ করকমল আনি তুঅ দেবা॥

ধানশী।

যাইতে পেখলুঁ নাহলি গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি ॥
কেশ নিঙাড়িতে বহে জল-ধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম-হারা ॥
অলকহি তিতল তহিঁ অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা ॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুরে মণ্ডিত পঙ্কজ-পাতা ॥
সজল চীর পয়োধর-সীমা।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও হিমা ॥
তুল কি করইতে চাহে সে দেহা।
অবহি ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা ॥
ঐছে ফেরি রস না পাওব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার ॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ও রূপ নেহারি ॥ ২৩ ॥

তৈসন্সে ভুজ ফাঁসে।
বাঁধি ধরিঅ উড়ি লাগত অকাসে ॥
ভণহি বিদ্যাপতি ভানে।
সুপুরুখ ন কবহুঁ হোয়ত ন দানে ॥

শব্দার্থ।

কতি সঞে—কোথা হইতে। অলক—চূর্ণ কুন্তল। তিতল—অভিষিক্ত বা ভিজা। নীরে নিরঞ্জন—জলে ধৌত হইয়া নয়ন অঞ্জনশূন্য হইয়াছে। রাতা—রাঙা। কনক বেলে—স্বর্ণ বিল্ব ফলে। জনু—যেন। পড়িগেও—পড়িয়াছে। হিম—শিশির। চাহে সে দেহা—দেহকে চাহিয়া। অবহি—এখনি। মোহে—আমাকে। লেহা—ভালবাসা। ঐছে—ঐরূপ। ফেরি—পুনর্ব্বার। ইথে লাগি—এই জন্য ॥ ২৩ ॥

সিন্ধুড়া।

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখনু সিনানক বেলা ॥
চিকুরে গলয়ে জল-ধারা।
মেহ বরিখে জনু মোতিম-হারা ॥
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধয়ল জনু কনক-মুকুর ॥

ভাবার্থ।

আমি যাইতে দেখিলাম, গোরী অর্থাৎ সুন্দরী স্নান করিতেছে। এমন রূপ সে কোথা হইতে চুরি করিয়া আনিল? যখন দেখিলাম, কেশ নিঙড়াইতেছে, তখন যেন চামরে মুক্তার হার বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ইহাতে শ্রীমতীর কেশের প্রাচুর্য্য বর্ণিত হইল। আবার তাহার সিক্ত অলকাগুলির শোভাই বা কি বলিব? যেন মধুলোভে ভ্রমর সমূহ কমলকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এখানে শ্রীমতীর মুখকে কমল ও অলকাবলীকে ভ্রমররূপে বর্ণিত করা হইয়াছে। বারি কর্ত্তৃক তাহার নয়ন-অঞ্জন বিদূরিত হইয়াছে; সুতরাং লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছে। তাহাতে যেন পদ্মপুষ্পের দলে সিন্দূর মাখান বলিয়া বোধ হইতেছে। বক্ষস্থলে আর্দ্রবস্ত্র থাকায় বোধ হইল, যেন বিল্বফলে শিশিরবিন্দু নিপতিত হইয়াছে। শ্রীমতীর অঙ্গের আর্দ্রবস্ত্র হইতে জলধারা পড়িতেছে, তাহা দেখিয়া বুঝিলাম যে, বস্ত্র দেহকে বলিতেছে, "অহে দেহ, তুমি ত আমাকে এখনই পরিত্যাগ করিবে কিন্তু আমি আর কখন এমন রস পাইব না" এই জন্যই যেন জলধারাচ্ছলে সেই বস্ত্র ক্রন্দন করিতেছে ॥ ২৩ ॥

শব্দার্থ।

আজু—অদ্য। মঝু—আমার। ভেলা—হইল। পেখনু—দেখিলাম। মেহ—মেঘ। বরিখে—বর্ষণ করে। মোতিম-হারা—মুক্তার মালা। মোছল—মার্জ্জনা করিল। পরচুর—প্রচুর। ধয়ল—ধরিল বা রাখিল। কনক-মুকুর—স্বর্ণ দর্পণ।

তেঁঞি উদলস কুচ জোরা।
পালটি বৈঠায়ল কনক-কটোরা॥
নীবিবন্ধ করল উদেশ।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ॥ ২৪॥

তিরোতা।

নাহি উঠল তীরে সো ধনী রাই।
মঝু মুখ সুন্দরী অবনত চাই॥
একলি চললি ধনি হই আগুয়ান।
উমতি কহয়ে সখি করহ পয়াণ॥
এ সখি পেখনু অপরূপ গোরী।
বল করি চিত চোরায়লি মোরি॥
কিয়ে ধনি রাগি বিরাগিণী হোয়।
আশ নৈরাশ দগধে তনু মোয়॥
কৈছে মিলব মোহে সো ধনি অবলা।
চিত নয়ন মঝু দুহুঁ তাহে রহলা॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
ধৈরজ করহ মিলব বর নারী॥ ২৫॥

তেঁঞি—তাহাতে। উদলস—মুক্ত হইল। জোরা—যুগল। নীবিবন্ধ—ঘাঘরা বা বন্ধন রজ্জু। করল—করিল। উদেশ—শিথিল॥ ২৪॥

ভাবার্থ।

আজ আমার শুভদিন। স্নান করিতে আমি সুন্দরীকে দেখিলাম। তাহার সিক্ত কেশরাশি হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল—যেন মেঘ মুক্তা বর্ষণ করিতে লাগিল। রমণী মুখ মুছিতে হস্তদ্বয় একত্রে উত্তোলন করিলেন—মনে হইল যেন সুবর্ণ দর্পণ। হস্ত উত্তোলন করায় রমণীর স্তনের ও কটিবন্ধনের বসন শিথিল হইল অর্থাৎ খুলিয়া যাইল॥২৪॥

শব্দার্থ।

নাহিয়া—স্নান করিয়া। উঠল—উঠিল। সো—সেই। ধনী—ধন্যা। রাই—রাধিকা। মঝু—আমার। চাই—চাহিয়া। একলি—একাকিনী। আগুয়ান—অগ্রবর্ত্তিনী। উমতি—চমকি। পয়াণ—প্রয়াণ। পেখনু—দেখিলাম। অপরূপ—অপূর্ব্ব। গোরী—গৌরবর্ণা স্ত্রী। চোরায়লি—চুরি করিয়া। মোরি—আমার। অন্যান্য শব্দার্থ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য॥ ২৫॥

পূরবী।

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই।
তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই॥
যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী তরঙ্গ॥
কি হেরিলোঁ অপরূপ গোরী।
পৈঠল হিয়ামাহা মোরি॥ ধ্রু॥
যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ।
তাঁহি কমল পরকাশ॥
যাঁহা যাঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তাঁহা তাঁহা অমিয়া বিকার॥
যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ।
তাঁহি মদন শর লাখ॥
হেরইতে সো ধনী থোর।
অব তিন ভুবন আগোর॥
পুন কি এ দরশন পাব।
অব মোহি ইহ দুখ যাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়া গুণে দেয়ব আনি॥ ২৬॥

বয়ঃসন্ধি। *

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখনু রাই॥ ধ্রু॥

শব্দার্থ।

হেরিলোঁ—দেখিলাম। পৈঠল—প্রবেশ করিল। হিয়ামাহা—হৃদয় মধ্যে। মোরি—আমারই। লহু—লঘু। অমিয়া—অমৃত। বিকার—বিকৃতি বা রূপান্তর। কটাখ—কটাক্ষ। লাখ—লক্ষ। আগোর—শ্রেষ্ঠ। পাব—পাইব। যাব—যাইবে। দেয়ব—দিবে॥ ২৬॥

* বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্ব্বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে। মধুর রসের বয়ঃ চারি প্রকার। যথা—বয়ঃসন্ধি, নব্য যৌবন, ব্যক্ত যৌবন ও পূর্ণ যৌবন। তন্মধ্যে বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলকে বয়ঃসন্ধি বলে।

মুখ-রুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলী কমলক সঙ্গ॥
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ-আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥ *
ভাঙুক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে মাজল মদন-ধনু॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতিক বচনে।
বিকশল অঙ্গ না যায়ত ধরণে॥ ২৭॥

তিরোথা।

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল॥
বচনক চাতুরী লহু লহু হাস।
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥
মুকুর লেই অব করত শিঙ্গার।
সখীরে পুছই কৈছে সুরত বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরত কত বেরি।
হাসত আপন পয়োধর হেরি॥
পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরয়ে অঙ্গ॥
মাধব পেখনু অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা॥

বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
দুহুঁ এক যোগ ইহকে কহে সেয়ানি॥ ২৮॥

তথা রাগ।

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে॥
বালা সঙ্গে যব রহই।
তরুণী পাই পরিহাস তহি করই॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী।
কো কহে বালা কো কহে তরুণী॥
কেলি-রভস যব শুনে।
আনত না হেরি ততহি দেই কানে॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।
বালাচরিত রসিক জন জানে॥ ২৯॥

---

* যেন মধুকর মধুপানে উড়িতে পারিতেছে না। শব্দার্থ ভাঙুক ভঙ্গিম—ভ্রূভঙ্গী। থোরি জনু—যেন অল্প বা ঈষৎ। কাজরে মাজল মদন ধনু—কন্দর্পের ধনু যেন কজ্জল দ্বারা মার্জ্জিত করিয়াছে॥ ২৭॥

শব্দার্থ।

শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল—ইহার নয়নদ্বয় আকর্ণ-বিশ্রান্ত ইহাই বুঝাইল। ধরণীয়ে—পৃথিবীতে। শিঙ্গার—বেশবিন্যাস। নিরজনে—নির্জ্জনে। আগোরয়ে—অধিকার করে। কোন সখা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে মাধব! আমি শৈশব ও যৌবনের সমীপবর্ত্তিনী এক অপূর্ব্ব বালিকা দর্শন করিলাম॥ ২৮॥

ভাবার্থ।

হে মাধব! তোমার জন্য শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিলাম। "কো কহে বালা কো কহে তরুণী" কিন্তু আমি দেখিলাম, তাহার বাল্যভাব দুর্ব্বল হইয়াছে, কেন না—"না রহে গুরুজন মাঝে" আবার 'তরুণী পাই পরিহাস তহি করই' অর্থাৎ যুবতী পাইলেই তাহার সহিত উপহাস করে। যখন কেলি-রহস্য শ্রবণ করে, তখন অন্য কিছু না দেখিয়া কেবল সেই রহস্য কথাতেই শ্রবণ নিযুক্ত করে। ইহাতেও বাল্যের দৌর্ব্বল্য বিবৃত হইল। "ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি। কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি।" পরচারি—প্রচার। রোদনের সহিত হাস্য করিয়া কটুবাক্য প্রয়োগ করে। ইহাতেই যৌবনের প্রাবল্য বর্ণিত হইয়াছে॥ ২৯॥

আর দূর দেশে হাম পিয়া ন পঠাও।
আচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাও॥
শীতের ওড়ন পিয়া গিরিশের বা।
বরিশের ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
নিধন বলিয়া পিয়ার না কহুঁ যতন।
এবে হাম জানিলুঁ পিয়া বড় ধন॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নাগর সঙ্গে করু রস পরিহারি ॥৩০॥ (ক)

গুর্জ্জরী।

উদসল কুন্তল ভারা।
মুরতি শিঙ্গর-লখিমি অবতারা॥
অতিশয় প্রেম-বিকারা।
কামিনী করত পুরুখ-বিহারা॥
দোলত মোতিম-হারা।
যামুন-জলে যৈছে দুধক ধারা॥
কুচকুম্ভ পালটল বয়না।
রস-অমিয়া জনু ঢারল ময়না॥
প্রিয়তম-কর তহিঁ দেবা।
সরসিজমাহে জনু রহল চকেবা॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে।
জয় জয় ডিণ্ডিম মদন সমাজে॥
রসিক-শিরোমণি কান।
কবিরঞ্জন রস গান॥ ৩১ ॥ (খ)

একে মধু যামিনী সুপুরুখ সঙ্গ।
আইতি না করিঅ আশা ভঙ্গ॥
সঞে কি সিখউবি হে তোহহি সুবোধ।
আপন কাজ হোঅ পর অনুরোধ॥
চল চল সুন্দরী চল অভিসার।
অবসর লাখ লহ এ উপকার॥
তরতম নহি কিছু সম্ভব কাজ।
আমা কঅ তোহ সনে নাহি লাজ॥
পিয়া গুণ গাহক তঞে শুন গেহ।
সুপুরুখ বচন পাষাণেক রেহ॥ ৩২ ॥ (গ)

পার্ব্বতীয় বরাড়ী ছন্দ।
কমর ভমর জগ অছএ অনেক।
সব তহ সে বড় যাহি বিবেক॥
মানিনি তোরিত কর অভিসার।
অবসর থোড়েহুঁ বহুত উপকার॥
মধু নাহি দেলহ রহলি কী খাগি।
সে সম্পতি রে পরহিত লাগি॥

(ক) অর্থ সরল।

(খ) বিহারা—ব্যবহার, আচরণ।

কবিরঞ্জন—বিদ্যাপতি।

(গ) আইতি—আসিতে।

একে মধু (চৈত্রমাসের) যামিনী, তাহাতে সুপুরুষের সঙ্গ, আসিতে আশাভঙ্গ করিও না, (অভিসারে যাইবে মাধবকে আশা দিয়াছ, তাহা ভঙ্গ করিও না)।

আমি কি শিখাইব, তুমিও সুবোধ, আপনার কাজ কি পরের অনুরোধে হয়?

চল চল সুন্দরী, অভিসারে চল। অবসর পাইলে লক্ষ উপকার সাধিত হয়।

লহ এ—অনুমান হয়, সাধিত হয়।

তরতম—তারতম্য, ইতস্ততঃ, সংশয়।

সংশয়ে কিছু কাজ সম্ভব নয়, আশা দিয়া তোমার মনে লজ্জা হয় না?

তঞে—তুই, তুমি। গেহ—গৃহ, ধাম।

পিয়া-গুণগাহক তুমি গুণধাম, পুরুষের বচন পাষাণের রেখা।

(ঘ) অছএ—আছে। তহ—হইতে। যাহি—যাহার।

জগতে কমল ও ভ্রমর অনেক আছে, যাহার বিবেক (আছে), সেই সকলের অপেক্ষা (হইতে) বড়। তোরিত—শীঘ্র। থোড়েহুঁ—অল্প।

মানিনি,—শীঘ্র অভিসার কর, অবসর অল্প, উপকার হইতে পারে।

খাগি—অভাব। মধু দিলে না, কি অভাব ছিল? পরহিতের জন্য যে সম্পত্তি, সেই যথার্থ সম্পত্তি। তোমার মধুর অভাব নাই, তাহা দিয়া তাহার উপকার করিলে না কেন? নিজের সম্পত্তি দিয়া যদি পরের উপকার না করিতে পারিলে তো এমন সম্পত্তিতে কাজ কি?

অপূজিত লএ তুলনা তুঅ দেল।
জাব জীব অনুতাপক ভেল ॥ ॥ (ক)
তোঞে নহি মন্দ মন্দ তুঅ কাজ।
ভুলেও নন্দ হো মন্দা সমাজ ॥ (খ)
ভণই বিদ্যাপতি দূতী কহ গোএ।
নিজ ক্ষতি বিনু পরহিত নাই হোএ ॥ (গ) ৩৩

শুনহ নাগর কান।
রাজার কুমারী রাধিকা নাম ॥
জটিলার বধু নবীনা বালা।
আপন স্বভাবে করয়ে খেলা ॥
রস না পরশে তাকর অঙ্গ।
কৈছনে হোয়াব তোঁহারি সঙ্গ ॥
ভণে বিদ্যাপতি না শুনে নীত।
তা বিনু কানু কি ধরয়ব চিত ॥ ৩৪ ॥

ধানশী।

শুন শুন এ সখি কহন না হোই।
রাই রাই করি তনু মন খোই ॥
করইতে নাম প্রেমে ভই ভোর।
পুলক কম্প তনু ঘরমহি লোর ॥

(ক) অনুতাপক—যাতনার, ক্লেশের।

তুমি (তাহাকে) অত্যন্ত গঞ্জনা দিলে, (তাহাতে) তাহার যাবৎ জীবন ক্লেশ হইল (রহিবে)।

(খ) সমাজ—সঙ্গ।

তুমি মন্দ ও মন্দ তোমার কাজ; মন্দের সঙ্গে ভালও মন্দ হয়।

(গ) গোএ—গোপনে।

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, দূতী গোপনে কহিল, নিজের ক্ষতি বিনা পরের হিত হয় না ॥ ৩৩ ॥

শব্দার্থ।

কহন না হোই—বলা যায় না। খোই—ক্ষয় করিয়াছে। করইতে—করিতে। ভই—হইয়া। ভোর—একাগ্রচিত্ত। ঘরম—ঘর্ম্ম। লোর—নীর।

গদ গদ ভাখি কহই বর কান।
রাই দরশ বিনু নিকশে পরাণ ॥
যব নাহি হেরব তাকর মুখ।
তব জীউভার ধরণ কোন সুখ ॥
তুহুঁ বিনু আন নাহিক ইথে কোই।
বিছুরিতে চাহি বিছুরি নাহি হোই ॥
বিদ্যাপতি কহে নাহিক বিষাদ।
পূরব তোঁহারই সব মন সাধ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীমতীর প্রতি সখীর উক্তি।

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি।
শুতি রহল তহি কছু না আলাপি ॥
পরসঙ্গে করলহি নামহি তোর।
তবহি মিলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোর ॥
এ ধনি ইথে নাহি কহি আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যামর-চন্দ ॥
যোই নয়নভঙ্গী না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়নে স্রবে লোর-তরঙ্গ ॥
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস।
সোই নীরস ভেল দীঘ নিশাস ॥
বিদ্যাপতি ভণে মিছ নহ ভাখি।
গোবিন্দ দাস কব তুহুঁ তহিঁ সাখী ॥ ৩৬ ॥

ভাখি—ভাসি। নিকশে—বাহির হয়। যব—যতক্ষণ। হেরব- দেখিব। তাকর—তাহার। তব—ততক্ষণ। জীউভার—জীবনভার। ধরণ—ধারণ করা। তুহুঁ—তুমি। আন—অন্য। ইথে—ইহাতে। কোই—কেহ। বিছুরিতে—বিস্মৃত হইতে ॥ ৩৫ ॥

শব্দার্থ।

হিয়া—হৃদয়। ভুজযুগ—বাহুদ্বয়। শুতি রহল—শয়ন করিয়া রহিল। তহি—তদ্বিষয়ে। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে। করলহি—করিলাম। তবহি—তখন। আন ছন্দ—অন্য প্রকার। তোহে—তোমাতে। ভেল—হইল। যোই—যে।

ধানশী।

খেণে খেণে নয়ন-কোণে অনুসরই।
খেণে খেণে বসন ধূলি তনু ভরই ॥
খেণে খেণে দশন ছটাছটি হাস।
খেণে খেণে অধর আগে করু বাস ॥
চৌওকি চলয়ে খেনে খেনে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥
হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর।
খেণে আঁচর দেই খেণে হয়ে ভোর ॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জেঠ কনেঠ ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান ॥ ৩৭ ॥

ধানশী।

দিন দিন উন্নত পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ফেল খীণ ॥
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ ॥
শৈশব ছোড়ল শশীমুখীদেহ।
খত দেই তেজল ত্রিবলী তিন রেহ ॥ ধ্রু ॥
এবে ভেল যোবন বঙ্কিম দিঠ।
উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ ॥

অনঙ্গ—মদন। সোই—সে। স্রবে—পড়ে। লোর—অশ্রু। তরঙ্গ—ঢেউ। ভেল—হইল। দীঘ নিশাস—দীর্ঘনিশ্বাস। মিছ নহ ভাখি—মিথ্যা বলিতেছি না। তুহুঁ—তুমি। তঁহি—তাহাতে। সাখী—সাক্ষী ॥ ৩৬ ॥

ভাবার্থ।

কোন সখী শ্রীকৃষ্ণের লালসাযুক্ত অনুরাগ শ্রীমতীকে কহিতেছে—হে প্রিয়সখী! কুলাঙ্গনাদিগের অন্য সঙ্গ যদিও অন্যায্য, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ দেখিয়াই তোমাকে ইহা বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ তোমার অনুরাগে নয়ন মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ে ভুজযুগল স্থাপনপূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, কোনই আলাপ করিতেছেন না। যখন প্রসঙ্গক্রমে তোমার (রাধা) নাম করিলাম, তখন নয়ন-যুগল বিস্তার করিয়া মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। হে ধন্যা! শ্রীশ্যামচন্দ্র নিশ্চয় তোমাতে অনুরত হইয়াছেন। তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগের আরও লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহার নয়ন ভঙ্গিতে অনঙ্গও মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, সেই নয়নে এখন অশ্রু তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। যে অধরে সর্ব্বদাই হাস্য বিরাজ করিত, এখন সেই অধর উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস দ্বারা নীরস হইয়াছে। কবি বিদ্যাপতি কহিতেছেন—আমি মিথ্যা বলিতেছি না।

এই পর্য্যন্ত বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত। গোবিন্দ কবি-রাজ বিদ্যাপতি কৃত অসম্পূর্ণ পদগুলি সম্পূর্ণ করেন, এই পদটি তাহারই একটী। "গোবিন্দ দাস কব তুহুঁ তহিঁ সাখী" এই অংশটুকু গোবিন্দ কবিরাজের রচিত। ইহার অর্থ—হে বিদ্যাপতি তাহাতে তুমিই সাক্ষী ॥ ৩৬ ॥

শব্দার্থ।

অনুসরই—অনুসরণ করে। ভরই—পূর্ণ করে। ছটা ছটি হাস—হাসিবার ছটা। করু—ধারণ করে। চৌওকি—চমকিয়া। পহিল—প্রথম। অনুবন্ধ—সম্বন্ধ। হৃদয়জ—স্তন। ভেট—দর্শন। জেঠ—জ্যেষ্ঠ। কনেঠ—কনিষ্ঠ। তরুণিম—তারুণ্য ॥ ৩৭ ॥

ভাবার্থ।

কোন সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীমতীর বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করিতেছে। প্রথমতঃ নয়নকোণের চাঞ্চল্য বর্ণন দ্বারা তরুণ্যের প্রাবল্য, কখন কখন ধূলি ধূসরিত বর্ণনে বাল্যের প্রধানত্ব, দ্বিতীয়ার্দ্ধে অধর বস্ত্রাচ্ছাদিত করায়—যৌবনের প্রাবল্য বর্ণিত হইল। এই পদে বাল্যেরই প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

শব্দার্থ।

বাঢ়ল—বৃদ্ধি হইল। মাঝ—মধ্য। ভেল—হইল। খীণ—ক্ষীণ। অবহি—এক্ষণে। বাঢ়ায়ল—বর্দ্ধিত করিল। দীঠ—দৃষ্টি। চমকি দিল পীঠ—চমকিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। ছোড়ল—পরিত্যাগ করিল।

দিনে দিনে অনঙ্গ আগরোল ভঙ্গ।
দলপতি পরাভবে সৈনক ভঙ্গ ॥
তাকর আগে তুঁহারি পরসঙ্গ।
বুঝি করব যৈছে নহ কাজ ভঙ্গ ॥
সুকবি বিদ্যাপতি কহ পুন তোয়।
রাধা রতন তুয়া যৈছে হোয় ॥ ৩৮ ॥

শশীমুখীদেহ—শ্রীমতীর দেহরাজ্য। খত—লেখা অর্থাৎ স্বীকার পত্র বা রাজিনামা। তেজল—পরিত্যাগ করিল। ত্রিবলী—নাভির নিম্নদেশস্থ লোমাবলি। তিন রেহ—তিনটী রেখা। এবে ভেল—এখন হইল। বঙ্কিম দীঠ—বক্রদৃষ্টি। উপজল—জন্মিল। লাজ—লজ্জা। হাস—হাস্য। ভেল—হইল। মিঠ—মিষ্ট বা সুন্দর। আগরোল—অধিকার করিল। দলপতি—সৈন্যাধ্যক্ষ। সৈনক—সৈন্যের। তাকর—তাহার। তুঁহারি—তোরই। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ। করব—করিব। যৈঝে—যেন। নহ কাজ ভঙ্গ—কার্য্যভঙ্গ না হয়। তোয়—তোমায়। যৈছে—যেন ॥ ৩৮ ॥

ভাবার্থ।

পূর্ব্বপদে শ্রীরাধার বাল্যাবস্থা শ্রবণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি অন্য কোন সখী আসিয়া "শ্রীমতীর এখন আর শৈশবাবস্থা নাই" ইহাই বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। এই পদের প্রথম চারি চরণে শৈশবের দৌর্ব্বল্য এবং যৌবনের প্রাবল্য বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণে "শৈশব শ্রীরাধার দেহ রাজ্যের রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু এখন যৌবনের নিকটে শৈশব পরাজিত হওতঃ ত্রিবলীরূপ খত প্রদান পূর্ব্বক পৃষ্ঠ প্রদর্শন অর্থাৎ পলায়ন করিয়াছে" এই কথা বলা হইল। অন্যান্য চরণের অর্থ এই—যেমন সৈন্যাধ্যক্ষ পরাজিত হইলে সৈন্য সকলও রণে ভঙ্গ দেয়, তদ্রূপ শৈশবরাজের পলায়নে তাহার চঞ্চলতা ও লজ্জাহীনতা প্রভৃতি সৈন্যগণও পলায়ন করিয়াছে ইত্যাদি ॥ ৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

তিরোতা।

শুন লো রাজার ঝি,
তোরে—কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন, পরাণে বধিলি,
এ কাজ করিলি কি ॥
বেলি অবসান কালে,
তু—কবে গিয়াছিলি জলে।
তাহারে দেখিয়া, ঈষৎ হাসিয়া,
ধরিলি সখীর গলে ॥
দেখাইয়া বদন-চাঁদে,
তারে—ফেলিলি বিষম ফাঁদে।
তুঁহু—তুরিতে আওলি, লখিতে নারিল,
ওই ওই করি কান্দে ॥
তোহে—হৃদয় দরশি থোরি,
তার মন করলি চোরি।
বিদ্যাপতি কহে, শুন লো সুন্দরি,
কানু জীয়াবে কি কোরি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীবাক্য।

কি কহব মাধব পুণফল তোর।
তুঁহারি মুরলী-রবে রাই বিভোর ॥
তাহে পুনঃ শুনল নাম তোঁহারি।
সো সব ভাব হাম কহই না পারি ॥

শব্দার্থ।

তুঁহু—তুমি। তুরিতে—ত্বরিতে। আওলি—চলিয়া আসিতে। লখিতে নারিল—দেখিতে পাইল না। তোহে—তোমার। হৃদয়—(এখানে) স্তন। দরশি—দর্শন করিয়া। থোরি—অল্প। করলি—করিলি। জীয়াবে—জীবিত করিবে ॥ ৩৯ ॥

শব্দার্থ।

পুণফল তোর—তোমার পুণ্যফল ॥ ৪০ ॥

অঙ্গ অবশ ভেল কাঁপি আগেয়ান।
মুরছিত ভেল ধনী কিছুই না জান ॥
বুঝিতে না পারিয়ে কৈছন রীত।
কাহে হওল কছু নহ পরতীত ॥
চলত সেই কাল পেয়ে আজ।
বিদ্যাপতি কহ চলিলেহ কাজ ॥ ৪০ ॥

নায়িকার অভিসার।

সহচরী বাত ধঅল ধনী শ্রবণে।
হৃদয় উল্লাস কহত নাহি বচনে ॥
সহচরী সমুঝল মরমক বাত।
সাজাঅল যৈছে কছু নখই না যাত ॥
শ্বেতাম্বরে তনু আবরি দেলি।
বাহু পবনগতি সঙ্গে করে নেলি ॥
যৈছনে চাঁদ পবনে চলি যাই।
ঐছনে কুঞ্জে উদয়লি রাই ॥
কানু ধরল যব রাইক হাত।
বৈঠল সুবদনী কহ লহু বাত ॥
কুচযুগ পরশে তরসি মুখ মোড়।
ভণয়ে বিদ্যাপতি আনন্দ ওর ॥ ৪১ ॥

দূতীর উক্তি।

সুহই।

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোহে সোঁপনু ধনী রাই ॥
কমলিনী কোমল কলেবর।
তুহুঁ সে ভুখিল মধুকর ॥
সহজে করবি মধুপান।
ভুলহ জনি পাঁচবাণ ॥
পরবোধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জরে জনু সরোরুহ ॥
গণইতে মোতিম-হারা।
ছলে পরশবি কুচভারা ॥
না বুঝয়ে রতি-রস রঙ্গ।
খেণে অনুমতি খেণে ভঙ্গ ॥
শিরীষ-কুসুম জিনি তনু।
থোরি সহবি ফুল ধনু ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
দোতিক মিনতি তুয়া পায়ে ॥ ৪২ ॥

সম্ভোগ।

বালা রমণী রমণে নাহি সুখ।
অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ ॥
সব সখী মেলি শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনয়ে জনু বাল ভুজঙ্গ ॥
বেরি এক করে ধনী মুদিত নয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔষধ পান ॥
তিল আধ দুখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাহে ধনি তুহুঁ মোড়সি মুখ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহুঁ রস-সাগর মুগধিনী নারী ॥ ৪৩ ॥

যথা রাগ।

পহিলহি রাধা মাধব ভেট।
চকিত হি চাহি বদন করু হেট ॥

শব্দার্থ।

বাত—বাক্য। ধঅল—ধারণ করিল। সমুঝল—বুঝিল। কছু—কিছু। নখই—লক্ষ্য করা। না যাত—যায় না। আবরি দেলি—আবৃত করিয়া দিল। নেলি—লইল। বৈঠল—উপবেশন করিল। লহু বাত—লঘু বাক্য। তরসি—ত্রাসে। মোড়—মুড়িয়া। ওর—সীমা ॥ ৪১ ॥

অনুনয় কাকুতি কর তাহ কান।
নবীন রমণী ধনী রস নাহি জান ॥
হেরি হেরি নাগর পুলকিত ভেল।
কাঁপি উঠহ তনু স্বেদ বহি গেল ॥
অথির শ্যাম ধরু রাইক হাত।
করে কর বারি লেই ধনী মাথ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নহ মন মান।
রাজা শিবসিংহ দেবী পরমাণ ॥ ৪৪ ॥

কামোদ।

একে ধনী পদুমিনী সহজেই ছোটি।
কর ধরইতে কত করুণা কোটি ॥
হঠ-পরিরম্ভণে নহি নহি বোল।
হরি-ডরে হরিণী হরি-হিয়ে ডোল ॥
বালি বিলাসিনী আকুল কান।
মদন-কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান ॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান ॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধামাধব পহিলহি সঙ্গ ॥ ৪৫ ॥ *

শব্দার্থ।

পহিলহি—প্রথম। ভেট—দর্শন। কান—কৃষ্ণ। স্বেদ—ঘর্ম্ম। অথির—অস্থির। ধরু—ধরিল। বারি—বারণ করিয়া। লেই—লইল। নহ মন মান—মন মানে না। দেবী—রাজা শিবসিংহের পত্নী ॥ ৪৪ ॥

শব্দার্থ।

পদুমিনী—পদ্মিনী। হরি ডরে—সিংহ ভয়ে। ডোল—আনন্দিত হয়। বালি—বালিকা ॥ ৪৫ ॥

* এই কবিতাটীর গ্রন্থান্তরে নিম্নরূপ পাঠ আছে।
ও ধনি পদুমিনী সহজই ছোটি।
কব ধরাইতে করু করুণা কোটি ॥
বালি বিলাসিনি আকুল কান।
মদন কৌতুকী হরি হঠ নাহি মান ॥
নয়ানে নীর ঝরে নাহি নাহি বোল।
হরিউরে হরি নয়ানী ঘন ডোল ॥

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

হৃদয়ে আরতি বহু ভয়ে তনু কাঁপ।
নতন হরিণী জনু হরিণ করু ঝাঁপ ॥
ভুখা চকোর জনু পিবইতে আশ।
ঐছে সময়ে মেঘ নাহি পরকাশ ॥
পহিল সমাগম রস নাহি জান।
কত কত কাকুতি করতহি কান ॥
পরিরম্ভণ বেরি উঠহ তরাস।
লাজে বচন নাহি পরকাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ নাহি ভায়।
যো রসবন্ত সোই রস পায় ॥ ৪৬ ॥

নায়িকার প্রতি সখী।

শুন শুন সুন্দরী নারী।
মদন-ভাণ্ডার কো নিল কাড়ি ॥
কুন্তল কুসুম অতীতে।
হরি তোড়ল কোন রীতে ॥
হেরইতে নখর বিধানে।
বুঝি মঝু না টুটে পিন্ধনে ॥
অলক তিলক মিটি গেল।
সিন্দুর বিন্দুহি বিগলিত ভেল ॥
বিদ্যাপতি রস গায়।
প্রথম সমাগম পুন রতি পায় ॥ ৪৭ ॥

সখীর উক্তি।

পঠমঞ্জরী।

আজি কেনে তোমা এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি ॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা ॥

বিদ্যাপতি কবি ইছ রস গানে।
বালা নবরস অমিয়া সিনানে ॥

সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেব-অবঘাত হৈয়াছে পারা॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমি জনার মরমে বাজে॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী॥
বিদ্যাপতি কহে এ কথা দড়।
গোপত পীরিতি বিষম বড়॥ ৪৮॥

শ্রীরাধিকার রসোদ্গার।
বিভাষ।

কি কহব রে সখি রজনীক বাত।
বহু দুখে গোয়াইনু মাধব সাথ॥
করে কুচ ঝাঁপয়ে অধরে মধু পান।
বদনে দশন দিয়া বধয়ে পরাণ॥
নব যৌবন তাহে রস পরচার।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার॥
মদনে বিভোর কিছুই না জান।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
তুহুঁ মুগধিনী সেই লুবধ মুরারি॥ ৪৯॥

শ্রীরাধার উক্তি।

এক দিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজি অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥
শুন স্বজনি, ও নাগর শ্যামরাজ।
মূল বিনু পরধন মাগয়ে বেয়াজ॥
অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥
আপনা নেহারি নেহারে তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
খেণে খেণে বৈদগধি কলা অনুপাম।
অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর।
বুঝই না বুঝহ ইহ রস-বোল॥ ৫০॥

রামকেলী।

কি কহিব রে সখি কহইতে লাজ।
যোই কয়ল সোই নাগর-রাজ॥
পহিল বয়স মঝু নাহি রতি-রঙ্গ।
দোতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ॥
হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধ-মোতি তাহে করু ঝাঁপ॥
চেতন হরল মোর আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে কয়ল রসকেলি॥
হঠ করি নাহ কয়ল কত কাজ।
সো কি কহব ইহ সখিনী সমাঝ॥
জানসি তব কাহে করসি পুছারি।
সো ধনী যো ধীর তাহে নিহারি॥
বিদ্যাপতি কহ না কর তরাস।
ঐছন হোয়ল পহিল বিলাস॥ ৫১॥

শব্দার্থ।

নিয়ড়ে—নিকটে। মূল—মূল্য। আন—অন্য। বৈদগধি কলা—চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যায় যাহার চিত্ত মাখামাখি, তাহাকে বিদগ্ধ কহে। এই বিদগ্ধ নায়কের গীত, গুম্ফন, নৃত্য ও প্রহেলী কথা প্রভৃতি কার্য্যকে বৈদগ্ধ কলা বলে। অনুপম—উপমা রহিত। আরতি—অনুরক্ত। ওর—সীমা॥ ৫০॥

শব্দার্থ।

করসি—কর। পুছারি—জিজ্ঞাসা। সো ধনী ইত্যাদির অর্থ—সেই ধন্যা, যে ধীরভাবে তাহাকে দর্শন করে। বিদ্যাপতি কহিতেছেন,—ভয় করিও না অর্থাৎ চিন্তিতা হইও না—প্রথম বিলাস এইরূপই হইয়া থাকে॥ ৫১॥

তিরোতা।

মন্দিরে আছিনু সহচরী মেলি।
পরসঙ্গে রজনী অধিক ভৈ গেলি ॥
যব সখী চললহুঁ আপন গেহ।
তব মঝু নিঁদে ভরল সব দেহ ॥
শুতি রহনু হাম করি এক চিত।
দৈব বিপাকে ভেল বিপরীত ॥
না বোল স্বজনি শুন স্বপন-সংবাদ।
হসইতে কেহ জানি করে পরিবাদ ॥
বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
তুরিতে ঘুচায়নু নীবিহক কাজ ॥
এক পুরুখ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক রাগে ॥
সো ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল।
কপালে কাজর মুখে সিন্দূর ভেল ॥
অতয়ে করব কেহু অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহ কো পাতিয়াব ॥ ৫২ ॥

সখীগণের উক্তি।

পঠমঞ্জরী।

পুছমো এ সখি পুছমো তোয়।
কেলি-কলারস কহবি মোয় ॥
বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পূর।
অলকা-তিলক মিটি গেলহি দূর ॥
কুসুম-কুল সব ভেল ভিন ভিন।
অধরহি লাগল দশনক চিন ॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা হা শম্ভু ভগন ভৈগেল ॥
অলসহিঁ পূরল সকলহিঁ গা।
বসন লেই ঘন ঘন কর বা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সব রস লেয়ল রসিক মুরারি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীরাগ।

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে।
কি করব হাম তাক পরবোধে ॥
অল্প বয়েস হাম কানু সে তরুণা।
অতিহুঁ লাজ ডর অতি সে করুণা ॥
লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুখ দেলি ॥
হঠ ভেল রস হাম হরল গেয়ান।
নীবিবন্ধ তোড়ল কখন কে জান ॥
দেলহি আলিঙ্গন কুচযুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয় উঠল মঝু কাঁপি ॥
নয়নে বারি দরশাঅনু রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই ॥
অধর নীরস মঝু করলহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা ॥
কুচযুগে দেঅল নখ পরিহারে।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী নারী।
তুহুঁ সে অচেতনী লুবধ মুরারি ॥ ৫৪ ॥

শব্দার্থ।

আছিনু—ছিলাম। মেলি—মিলিয়া। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে। ভৈ গেলি—হইয়া গেল। চললহুঁ—চলিলাম। নিঁদে—নিদ্রায়। ভরল—পূর্ণ হইল। শুতি রহনু—শয়ন করিয়া রহিলাম। পরিবাদ—প্রবাদ। ঘুচায়নু—মুক্ত করিলাম। চিকুর চীর—কেশ ও বস্ত্র। আনহি—অন্যত্র। ভেল—লইল। গাব—গাহিবে। কো পাতিয়াব—কে প্রত্যয় করিবে ॥ ৫২ ॥

শব্দার্থ।

পুছমো—আমি জিজ্ঞাসা করি। মোয়—আমাকে। পূর—পূর্ণ। গেলহি—গেল। ভিন ভিন—ভিন্ন ভিন্ন। চিন—চিহ্ন। ভগন—ভগ্ন। অলসহিঁ—অলসে। গা—গাত্র। লেই—লইয়া। বা—বায়ু। লেয়ল—লইল ॥ ৫৩ ॥

শব্দার্থ।

হাম—আমি। তাক—তাহাকে। পরবোধে—প্রবোধ। অতিহুঁ—অতিশয়। তোড়ল—ছিন্ন করিল।

তথা রাগ।

হাম অতি ভীত রহল তনু গোই।
সো রস-সাগর থির নাহি হোই॥
রস নাহি হোয়ল কয়ল যে শাতি।
দমন-লতা জনু দংশল হাতী॥
পুন কত কাকুতি কয়ল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ হিয়া মঝু নাহি ভুল॥
হামারি আছিল কত পূরবকি ভাগি।
ফেরি আওনু হাম ফল সে লাগি॥
বিদ্যাপতি কহে না করহ খেদ।
ঐছন হোঅল পহিল সম্ভেদ॥ ৫৫॥

সখীগণের উক্তি।

বালা ধানশী।

কহ কথি সাঙরি ঝামরি দেহা।
কোন্ পুরুষ সঙ্গে ন্যায়লি লেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার।
কোন লুঠল তুয়া অমিয়া-ভাণ্ডার॥
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গোর।
মাজি ধরল জনু কনয়া কটোর॥
না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে।
ফেরি আয়লি তুহুঁ পূরুবক পুণে॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥ ৫৬॥

ভূপালী।

নব কুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব-কমলে ভ্রমরা করু ঝাঁপে॥
টুটল গীমক মোতিম-হার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার॥
সুন্দর পয়োধরে নখক্ষত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥
পুন না যাইহ ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পুরাইহ কাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
অনলে পুড়িলে পুন আনলে কাজ॥ ৫৭॥

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার।

ধানশী।

করে কর ধরি, যে কিছু কহল,
বদন বিহসি থোর।
যৈছে হিমকর, মৃগ পরিহরি,
কুমুদ করল কোর॥
রামা হে—শপথি করহুঁ তোর।
সোই গুণবতী-, গুণ গণি গণি,
না জানি কি গতি মোর॥ ধ্রু॥
গলিত বসন, লোলিত ভূষণ,
ফুরল কবরীভার।

কে জান—কে জানে। দরশাঅনু—দর্শন করাইলাম। রোই—রোদন করিয়া। উপশম—নিবৃত্তি। করলহি—করিল। গরাসি—গ্রাস করিয়া। চন্দা—চন্দ্র। কেশরী—সিংহ। গজকুম্ভ—হস্তীর মস্তকের স্থান-বিশেষ॥ ৫৪॥

শব্দার্থ।

গোই—গোপন করিয়া। শাতি—শাস্তি। দমন-লতা—কণ্টক বৃক্ষ বিশেষ। হাতী—হস্তী। তবহুঁ—তথাপি। পাপ হিয়া—পাপ হৃদয় (এখানে শ্রীকৃষ্ণ)। পূরবকি ভাগী—পূর্ব্বজন্মের ভাগ্য। ফেরি—ফিরিয়া। আওনু—আসিলাম। ফল সে—সেই পুণ্যে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন—দুঃখ করিও না, প্রথম মিলনে এইরূপই হইয়া থাকে॥ ৫৫॥

শব্দার্থ।

কথি—কেন। সাঙরি—শ্যামলী। ঝামরি—মলিনা। ন্যায়লি—লইলি (পাঠান্তর—নয়লী—নূতন)। লেহা—প্রেম। পঙার—প্রবাল। মাজি—মাজিয়া। ধরল—রাখিল। কনয়া কটোর—সোণার বাটী। তহি—সেখানে। এক গুণে—একবারও। ফেরি—ফিরিয়া। আয়লি—আসিলে। তুহুঁ—তুমি। পূরুবক—পূর্ব্বের। পুণে—পুণ্যে॥ ৫৬॥

শব্দার্থ।

যে—যে। কহল—কহিল। বিহসি—হাসিয়া। থোর—অল্প। যৈছে—যেমন। হিমকর—চন্দ্র। মৃগ—কলঙ্ক। কোর—ক্রোড়। রামা হে—হে সখি।

আহা উহু করি, যে কিছু কহল,
তাহা কি বিছরি পার ॥
নিভৃত কেতনে, হরল চেতনে,
হৃদয়ে রহল বাধা।
ভণে বিদ্যাপতি, ভালে সে উমতি,
বিপতি পড়িল রাধা ॥ ৫৮ ॥

সুহই।

বেনল সঞে যব, বসন উতারনু,
লাজে লাজায়লি গৌরী।
করে কুচ ঝাঁপিতে, বিহস বয়নি ধনী,
অঙ্গ কয়ল কত মোড়ি ॥ ধ্রু ॥
নীবিবন্ধ খসইতে, করে কর ধরু ধনী,
পুন বেকত কুচ জোরি।
দুয় সমাধানে, বিকল ভেল শশিমুখী,
তব হাম কোরে আগোরি ॥
এত কহি বিষাদ, ভাবি রহুঁ মাধব,
রাইক প্রেমে ভেল ভোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস তথি,
পূরল ইহ রস জোর ॥ ৫৯ ॥

মানপ্রকরণ।

ধানশী।

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত।
তুয়া কুচ হেম-ঘট, হার ভুজঙ্গিনী,
তাক উপরি ধরি হাত ॥ ধ্রু ॥
তোহে ছাড়ি হাম যদি পরশ কঁরো কোয়।
তুয়া হার-নাগিনী কাটব মোয় ॥
হামারি বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত ॥
ভুজপাশে বান্ধি জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি ॥
উর-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি ॥ ৬০ ॥

ধানশী।

জটিলা শাশ, ফুকরি তহিঁ বোলত,
বহুরি বেরি কাহে থাড়ি।
ললিতা কহত, অমঙ্গল শুননু,
সতী পতি-ভয় অব গাঢ়ি ॥
শুনি কহে জটিলা, ঘটিল কিয়ে অকুশল,
ঘর সঞে বাহির হোয়।

শপথি—দিব্য। লোলিত—বিগলিত। ফুরল—ফুরাল অর্থাৎ কবরী খুলিল। তাহা কি বিছরি পার—তাহা কি বিস্মৃত হইতে পারি? নিভৃত কেতনে—নির্জ্জন কুঞ্জে। হরল—হরণ করিল। বাধা—পীড়া। বিপতি—বিপত্তি ॥ ৫৮ ॥

ভাবার্থ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখী ধনিষ্ঠা-বৃন্দাদি কেহ সেই স্থানে আগমন করিলে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, রামা ইত্যাদি ॥ ৫৮ ॥

শব্দার্থ।

বেনল সঞে—নির্ল্লজ হইয়া। উতারনু—উত্তীর্ণ করিলাম। লাজায়লি—লজ্জিত হইল ॥ ৫৯ ॥

শব্দার্থ।

তুয়া—তোমার। তাক—তাহার। পরশ—স্পর্শ। করোঁ—করি। কোয়—কাহাকে। হার নাগিনী—হাররূপা সর্পিণী। কাটব—দংশন করিবে। মোয়—আমাকে। পরতীত—প্রতীত। শাতি—শাস্তি। তাড়ি—পীড়ন করিয়া। ভারি—ভার। উর—বক্ষ। (পাঠান্তরে—উরু)। বিদ্যাপতি কহ—বিদ্যাপতি বলিতেছেন। উচিত ইহ শাতি—ইহাই উচিত শাস্তি ॥ ৬০ ॥

শব্দার্থ।

জটিলা শাশ—শ্রীরাধিকার শ্বশ্রূ। ফুকরি—উচ্চৈঃস্বরে। বোলত—বলিতেছে। বহুরি—বধূ। বেরি—বাহিরে। কাহে থাড়ি—কেন দাঁড়াইয়া আছ।

বহুরিক পাণি, পাণি ধরি হেরহ,
কিয়ে অকুশল কহ মোয় ॥
যোগেশ্বর ফেরি, বহুরিক পাণি ধরি,
কুশল করব বনদেব।
এহ এক অঙ্ক, বঙ্ক নিশঙ্কউ,
বনহুঁ পশুপতি সেব ॥
পূজক মন্ত্র, তন্ত্র বহু আছয়ে,
সো ইহ কছু নাহি জান।
জটিলা কহে আন, দেব কাঁহা পাওব,
তুহুঁ বীজ কর ইথে দান ॥
এত কহি দুহুঁক, মন্দিরে পরবেশল,
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
মনমথ মন্ত্র, পড়াওল দুহুঁ জন,
পূরল দুহুঁ মনকাম ॥
পুন দুহুঁ জন, মন্দির সঞে নিকসল,
জটিলা সনে কহে ভাখী।
যব ইহ গৌরী-, আরাধনে যাওব,
বিধবা জন ঘরে রাখি ॥
এত কহি সবহুঁ, চলল নিজ মন্দিরে,
যোগী-চরণে পরণাম।
বিদ্যাপতি কহ; নটবর-শেখর,
সাধি চলল মনকাম ॥ ৬১ ॥

গাঢ়ি—গাঢ়। ঘর সঞে—ঘর হইতে। বহুরিক—বধূর। পাণি—হস্ত। হেরহ—দেখ। কিয়ে—কি। মোয়—আমাকে। যোগেশ্বর—যোগীরূপী শ্রীকৃষ্ণ। ফেরি—পুনঃ। বহুরিক পাণি ধরি—বধূর (রাধার) হস্ত ধরিয়া। এহ—এই। এক অঙ্ক—একটি রেখা। বঙ্ক—বাঁকা। নিশঙ্কউ—নিঃশঙ্ক হও। বনহুঁ—বনে গিয়া। পশুপতি—শিব, শেষে শ্রীকৃষ্ণ। ইহ—এই বধূ। আন দেব—অন্য ব্রাহ্মণ। তুহুঁ—তুমি। বীজ—মন্ত্র। ইথে—ইহাতে। দুহুঁক—দুইজনকে। পরবেশল—প্রবেশ করিল। দুহুঁ জন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ। ঠাম—ঠাঁই। মন্দির সঞে—মন্দির হইতে। নিকসল—বাহির হইল। ভাখী—ভাষি, কহিলেন ॥ ৬১ ॥

পঠমঞ্জরী।

সবহুঁ আপন ভবনে গেল।
সুবদনী-চিতে চমক ভেল ॥
নাশা পরশি রহল ধন্দ।
ঈষৎ হাসয়ে বয়ন-চন্দ ॥
সখি হে, অপরূপ বর কান।
কাঁহা গেও মঝু সে হেন মান ॥ ধ্রু ॥
যো কিছু কয়ল রসিকরাজ।
কহিতে অবহুঁ বাসিয়ে লাজ ॥
বিদ্যাপতি কহে ঐছন কান।*
দাস গোবিন্দ ও রস ভাণ ॥ ৬২ ॥

শ্রীগান্ধার।

কি কহসি মোহে নিদান।
কহইতে দহই পরাণ ॥
তেজনু গুরুকুল সঙ্গ।
পূরল দুকুল কলঙ্ক ॥

ভাবার্থ।

শ্রীমতী মানবতী হইলে শ্রীকৃষ্ণকে যোগীবেশে রাধার সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীরাধা বাহিরে আসিলেন, তাহা দেখিয়া জটিলা বলিল,—বধূ বাহিরে দাঁড়াইয়া কেন? শ্রীরাধার প্রিয়সখী ললিতা তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন, 'সতীর পতির অকুশল হইয়াছে, এই কথা যোগীবর বলিতেছেন।' জটিলা তাহা শ্রবণ করিয়া ব্যগ্রভাবে যোগীকে কহিলেন, 'বহুরিক পাণি পাণি ধরি হেরহ' ইত্যাদি ॥ ৬১ ॥

* 'বিদ্যাপতি কহে ঐছন কান'—এই পর্য্যন্তই বিদ্যাপতির রচিত। নিম্নের চরণ গোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর পূর্ণ করিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

ভাবার্থ।

কোন সখী মান ত্যাগ করিতে বলিলে, শ্রীমতী তাহার উত্তর করিতেছেন—"আমাকে কি বলিতেছ, আমার কথা কহিতে প্রাণ দগ্ধ হয়। আমি গুরুকুল ত্যাগ করিলাম,

বিধি মোহে দারুণ ভেল।
কানু নিঠুর ভই গেল ॥
হাম অবলামতি বাম।
না গণনু ইহ পরিণাম ॥
কি করব ইহ অনুযোগ।
আপন করমক দোখ ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
তুরিতে মিলায়ব কান ॥ ৬৩ ॥

ধানশী।

চরণ-নখ রমণি-রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুলচাঁদ ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচনে লোর।
কত রূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর ॥
লাগল কুদিন কয়লু হাম মান।
অবহুঁ না নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥
রোখ-তিমির এত বৈরী কি জান।
রতনক ভৈগেল গৈরিক ভান ॥
নারী-জনমে হাম না করিনু ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে কহ ভাল সমুঝাই ॥ ৬৪ ॥

তথা রাগ।

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী।
নাগর নিকটে সখী কয়লি পয়াণি ॥
দুরসঞে সো সখী নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম নেহারই ফেরি ॥
হেরইতে নাগর আওল তহি।
কি করহ এ সখি আওল কাঁহি ॥
হামারি বচন কছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সো মানিনী ঠাম ॥
শুনি কহে সো সখী নাগর পাশ।
বিদ্যাপতি কহ পূরল আশ ॥ ৬৫ ॥

ভূপালী।

অপরূপ রাধা মাধব-রঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী-মান ভেল ভঙ্গ ॥
চুম্বই মাধব রাই-বয়ান।
হেরই মুখশশী সজল নয়ান ॥
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহুঁ জন মন মহা মনসিজ গেল ॥
দুহুঁ জন আকুল দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর ॥ ৬৬ ॥

কামোদ।

দিবস তিল আধ, রাখবি যৌবন,
বহই দিবস সব যাব।
ভাল মন্দ দুই, সঙ্গে চলি যায়ব,
পর উপকার সে লাভ ॥
সুন্দরি হরিবধে তুহুঁ ভেলি ভাগি।
রাতি দিবস সোই, আন নাহি ভাবই,
কাল বিরহ তুয়া লাগি ॥
বিরহ-সিন্ধু মাহা, ডুবইতে আছয়ে,
তুয়া কুচকুম্ভ লখি দেই।

তাহাতে দুই কুলের কলঙ্ক পূর্ণ হইল, বিধাতা আমার প্রতি নিদারুণ হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণও নিষ্ঠুর হইয়াছেন ॥ ৬৩ ॥

শব্দার্থ।

রোখ-তিমির ইত্যাদি। রোখ—ক্রোধ অর্থাৎ ক্রোধরূপ অন্ধকার কি আমার বৈরী (শত্রু) ছিল? কেন না রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভান—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ রত্নকে আমার গৈরিক (গিরিমাটী) সমান বলিয়া বোধ হইল ॥ ৬৪ ॥

পয়াণি—প্রয়াণ, গমন। দূরসঞে—দূর হইতে। নেহারই—দেখিয়া। তহি—সেখানে। কাঁহি—কেন ॥ ৬৫ ॥

চুম্বই—চুম্বন। ভেল—হইল। মনসিজ—মদন, কন্দর্প। করু—করিল। কোর—ক্রোড়ে, কোলে ॥ ৬৬ ॥

তুহুঁ ধনী গুণবতী, উধার গোকুলপতি,
ত্রিভুবন ভরি যশ লেই ॥
লাখ লাখ নাগরী, যো কানু হেরই,
সো শুভদিন করি মান।
তুয়া অভিমান, লাগি সোই আকুল,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৬৭ ॥

ধানশী।

সখি হে না বোল বচন আন।
ভালে ভালে হাম, অলপে চিহ্নিনু,
যৈছন কুটিল কান ॥ ধ্রু ॥
কাঠ কঠিন, কয়ল মোদক,
উপরে মাখিয়া গুড়।
কনয়া-কলস, বিখে পূরাইয়া,
উপরে দুধক পুর ॥
কানু সে সুজন, হাম দুরজন,
তাহার বচনে যাই।
হৃদয় মুখেতে, এক সমতুল,
কোটীকে গুটিক পাই ॥
যে ফুলে তেজসি, সে ফুলে পূজসি,
সে ফুলে ধরসি বাণ।
কানুর বচন, ঐছন চরিত,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ৬৮ ॥

গান্ধার।

কাঞ্চন জ্যোতি কুসুম পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ ॥
তাকর মূলে দিনু দুধক ধার।
ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝন্‌ঝনি সার ॥
জাতি গোয়ালিনী হাম মতিহীনা।
কুজনক পীরিতি মরণ অধীনা ॥
হা হা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল ॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল নহত সমান ॥ ৬৯ ॥

ধানশী।

পীন কনয়া কুচ কঠিন কঠোর।
বঙ্কিম নয়নে চিত হরি নিল মোর ॥
পরিহর সুন্দরি দারুণ মান।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান ॥
এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ নাহি করহ মহত রাখ মোর ॥
পুন পুন কতয়ে বুঝাব বারে বার।
মদন-বেদন হাম সহই না পার ॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি তুহুঁ সব জান।
আশাভঙ্গ দুখ মরণ সমান ॥ ৭০ ॥

শ্রীরাগ।

কি লাগি বদন, ঝাঁপসি সুন্দরি,
হরল চেতন মোর।
পুরুষ-বধের, ভয় না করহ,
এ বড়ি সাহস তোর ॥
মানিনি, আকুল হৃদয় মোর।
মদন-বেদন, সহিতে না পারি,
শরণ লইনু তোর ॥ ধ্রু ॥

বহই দিবস—দিন বয়ে যাবে। মাহা—মধ্যে। যৌবন চিরস্থায়ী নয়—তোমার বিরহে আমি আকুল। তুমি হরি বধের ভাগি হবে। গোকুলপতিকে উদ্ধার কর অর্থাৎ বাঁচাও। কুচকুম্ভ—স্থূল ও উচ্চ স্তন। উধার—উদ্ধার কর ॥ ৬৭ ॥

মোদক—লাড়ু। কনয়া কলস ইত্যাদি—কলস সকল বিষ পূর্ণ করতঃ তাহার উপরে দুগ্ধ রাখিয়াছে। কোটীকে গুটিক পাই—কোটীর মধ্যে একটী পাই কিনা সন্দেহ ॥ ৬৮ ॥

সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশায়া সেবিতো বৃক্ষঃ পশ্চাতু ঝনঝনায়তে ॥
এই শ্লোকানুরূপ এই পদে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

কনয়া—সোনা। কুচ—স্তন। চিত—হৃদয়। হরি নিল—কাড়িয়া লইল। মহত—মহত্ত্ব, মান ॥ ৭০ ॥

কিয়ে গিরিবর, কনয়া-কটোর,
তা দেখি লাগয়ে ধন্ধ।
হিয়ার উপরে, শম্ভু পূজিত,
বেড়িয়া বালক-চন্দ ॥
এ করকমলে, পরশিতে চাহি,
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে, শরণ লইনু,
সদয় হইবে রামা ॥
চঞ্চল দেখিয়া, আকুল হইনু,
ব্যাকুল হইল চিত।
কহে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি,
কানুর করহ হিত ॥ ৭১ ॥

সুহই।

কত কত অনুনয় করু বর-নাহ।
ও ধনী মানিনী পালটি না চাহ ॥
বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান ॥
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে চমকিত চিত ॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর যোড়ি ঠাঢ়ি বদন পুন জোয় ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর-কান।
কি করবি তুহুঁ অব দুর্জ্জয় মান ॥ ৭২ ॥

বরাড়ী।

তুহুঁ যদি মাধব চাহসি লেহ।
মদন সাখী করি খত লেখি দেহ ॥
ছোড়বি কেলিকদম্ব বিলাস।
দূরে করবি নিজ গুরুজন-আশ ॥
মো বিনে স্বপনে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জল পান ॥
রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর।
আন যুবতী কোই না করবি কোর ॥
ঐছন কবচ ধরব যব হাত।
তবহি তুয়া সঞে মরমক বাত ॥
ভণহ বিদ্যাপতি শুন বর-কান।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ ॥ ৭৩ ॥

গেলাহুঁ পুরুষ প্রেম উতরো ন দেই। (ক)
দাহিন বচন বাম কই লেই ॥ (খ)
এ হরি রস দয় রুসলি রমণী।
হম তহ ন আউতি কুঞ্জরগমনী ॥ (গ)
গইয়ে মনাবহ রহও সমাজে। (ঘ)
সব তহ বড় থিক আঁখিক লাজে ॥ (ঙ) ৭৪ ॥

কনয়া-কটোর—স্বর্ণ বাটী সদৃশ। বিহি—বিধাতা ॥ ৭১ ॥

পালটি—ফিরিয়া। ঠাঢ়ি—দাঁড়াইয়া। জোয়—দেখে ॥ ৭২ ॥

ঐছন ইত্যাদি—এই প্রকার কর্জ্জপত্র যখন নিজ হস্তে লিখিয়া দিবে, তখন তোমার সহিত মর্ম্মের কথা হইবে ॥ ৭৩ ॥

(ক) গেলাহুঁ—গমন করিলাম। উতরো—উত্তর।

(খ) দাহিন—দক্ষিণ, অনুকূল। কই—করিয়া। পূর্ব্ব প্রেমের কথা বলিতে গমন করিলাম, উত্তর দেয় না, অনুকূল বচন প্রতিকূল করিয়া গ্রহণ করে। (অর্থাৎ ভাল বলিলে মন্দ বুঝে)।

(গ) রস দয়—রস দিয়া, প্রেম দেখাইয়া।
তহ—হইতে। আউতি—আসিবে।

হে হরি, প্রেম দেখাইয়া রমণী রাগ করিয়াছে, (প্রেমে সে মানিনী) গজগামিনী আমা হইতে আসিবে না। (আমি তাহাকে আনিতে পারিব না)।

(ঘ) গইয়ে—গিয়া। মনাবহ—মনাও, সাধ্য-সাধনা কর। সমাজে—নিকটে।

(ঙ) থিক—হয়।

গিয়া সাধ্য-সাধনা কর, নিকটে থাক, সব চেয়ে চক্ষু-লজ্জা বড় (তুমি সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে তাহার চক্ষুলজ্জা হইবে, মান ভাঙ্গিতেও পারে) ॥ ৭৪ ॥

জে কিছু কহলক সে অছি লেল।
ভাল কয় বুঝব অপনহি গেল॥
ভণই বিদ্যাপতি নারী সোভাবে।
রুসলি রমণী পুনু পুনতম পাবে॥ (ক) ৭৫

—

রাগ তরঙ্গিণী।

চন্দন গরল সমান।
শীতল পবন হুতাশন জ্ঞান॥
হেরই সুধানিধি সুর।
নিশি বৈঠলি সুবদনি ঝুর॥
হরি হরি দারুণ তোহারি সিনেহ।
তাহারি জীবন পরল সন্দেহ॥
গুরুজন লোচন বারি।
ধনি বাঠিয়া হেরই তোহরি॥
তেজই নয়ন ঘন নীর।
কত বেদন সহত শরীর॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভাণ।
দূতীকে বচন লজায়ল কান॥ (খ)॥ ৭৬॥

—

রাধার উক্তি।

জতহি প্রেম ততহি দুরন্ত।
পুন কর পালটি পীরিতি গুণবন্ত॥
সবতহু সুনিঅ অইসন বেবহার।
পুনু টুটএ পুনু গাঁথএ হার॥
একহু একহু তোঁইহি সআন।
বিসরিঅ কোপ করিঅ সমাধান॥
প্রেমক আঁকুর তাহে জল দেল।
দিনে দিনে বাঢ়ি মহাতরু ভেল॥
তুয় গুণে ন শুনল সউতিনী আছ।
রোপি ন কাটিঅ বিষহুক গাছ॥ (গ) ৭৭॥

—

(ক) কহলক—কহিল। অছি লেল—লইয়া আছি, অর্থাৎ আমি জানি, আমার মনেই আছে।

ভাল কয়—ভাল করিয়া।

যাহা কিছু কহিল, তাহা লইয়া রাখিয়াছি। (আমিই জানি, নিজে গেলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে)।

সোভাবে—স্বভাবে।

পুণতম—পুণ্যবান্।

বিদ্যাপতি কহিতেছেন, নারীর (এইরূপ) স্বভাব, রুষ্ট রমণীকে পুণ্যবান্ পুনরায় প্রাপ্ত হয়॥ ৭৫॥

(খ) সুধানিধি সুর—চন্দ্রকে সূর্য্যের তুল্য দেখে।

নিশি ইত্যাদি—সুবদনী নিশাকালে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে। হরি হরি—হায় হায়।

তাহারি—তাহার। তাহার জীবনে সন্দেহ পড়িল।

বারি—নিবারণ করিয়া।

বাঠিয়া—বাট, পথ।

গুরুজনের নয়নের অন্তরালে (তাঁহাদের অসাক্ষাতে) ধনী তার পথ প্রতি চাহিয়া দেখে।

দূতীর বচনে কানাই লজ্জিত হইল (লজ্জায় মৌন হইল)॥ ৭৬॥

(গ) জতহি—যেখানেই। ততহি—সেখানেই।

দুরন্ত—দৌরাত্ম্য। কর—করে। গুণবন্ত—গুণবান্।

যেখানে প্রেমরস, সেই খানেই দৌরাত্ম্য (প্রেমে কলহ হইয়াই থাকে), গুণবান আবার ফিরিয়া প্রীতি করে।

সবতহু—সকলের কাছে।

সকলের কাছে এইরূপ ব্যবহার শুনি, হার ছিঁড়িয়া গেলে আবার গাঁথে (কোপ অথবা মানান্তে আবার মিলন হয়)।

বিসরিঅ—ভুলিয়া যাও। সমাধান—নিবারণ।

হে কানাই, তুমি চতুর, কোপ সমাধান কর, বিস্মৃত হও।

প্রেমের অঙ্কুরে তুমি জল দিলে, দিনে দিনে বাড়িয়া তাহা মহাতরু হইল।

সউতিনী—সতিনী। আছ—থাকিলে।

বিষহুক—বিষেরও।

সপত্নী থাকিতেও তোমার গুণে গণনা করিলাম না, (সপত্নী-যন্ত্রনা সহ্য করিলাম)। বিষবৃক্ষও রোপণ করিয়া কাটে না, (অতএব প্রেমের অমৃত-তরু ছেদন করা কর্ত্তব্য নয়)॥ ৭৭॥

জো নেহ উপজল প্রাণক ওল।
সো ন করিঅ দূর দুরজন বোল॥
জগত বিদিত ভেল তোহ হস নেহ।
এক পরাণ কএল দুই দেহ॥
ভণই বিদ্যাপতি করব উদাস।
বড়ক বচনে করিঅ বিশবাস॥ (ক) ৭৮॥

তিরোথা।

ঝর ঝর বরিখে সঘনে জলধার।
দশ দিশ সবহুঁ ভেল আঁধিয়ার॥
এ সখি কিয়ে করব পরকার।
অব জনু বাধয়ে হরি-অভিসার॥
অন্তরে শ্যামচন্দ পরকাশ।
মনহি মনোভাব লেই নিজ পাশ॥
কৈছনে সঙ্কেতে বঞ্চয়ে কান।
সোঙরিতে জর জর অথির পরাণ॥
ঝলকই দামিনী দহন সমান।
ঝম্ ঝম্ শবদ কলিশ ঝন্ ঝান্॥
ঘর মাহা রহইতে রহই না পার।
কি করব এ সব বিঘিন বিথার॥

চড়ব মনোরথে সারথি কাম।
তুরিতে মিলায়ব নাগর ঠাম॥
মনমঝু সাখি দেয়ত পুনবার।
কহ শেখর ধনি কর অভিসার॥ (খ) ৭৯॥

সুহিনী।

দূরে গেল মানিনী-মান।
অমিয়া-সরোবরে ডুবল কান॥
মাগয়ে তব পরিরম্ভ।
প্রেমভরে সুবদনী-তনু জনু স্তম্ভ॥
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরী গদ গদ দীঘ নিশাস॥
কোরে আগোরল নাহ।
করু সঙ্কীরণ-রস নিরবাহ॥
লহু লহু চুম্ব বয়ান।
সরস বিরস হৃদি সজল নয়ান॥
সাহসে উরে কর দেল।
মনহিঁ মনোভব তব নাহি ভেল॥
তোড়ল যব নীবিবন্ধ।
হরি-সুখে তবহিঁ মনোভব মন্দ॥
তব কছু নাহক সুখ।
ভন বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥ ৮০॥

(ক) উপজল—উৎপন্ন হইল। ওল—সীমা। বোল—কথা।

যে স্নেহ প্রাণের সীমায় উৎপন্ন হইল, তাহা দুর্জ্জনের কথায় দূর করিও না।

তোমার আমার স্নেহ জগতে বিদিত হইল, (বিধাতা) এক প্রাণ দুই দেহ করিল।

কএল—করিল। উদাস—উদাসীনতা। বড়ক—মহৎ লোকের। বিশবাস—বিশ্বাস।

বিদ্যাপতি কহিতেছেন (মাধব) উদাসীন হইবে (মান ত্যাগ করিবে), মহৎ লোকের কথায় বিশ্বাস করিতে হয়॥ ৭৮॥

(খ) পরকার—প্রকার, উপায়।

এখন হরির অভিসারে নিবারণ করে (বাধা দেয়)। মনের মধ্যে মদন নিজের পাশ লইয়াছে।

সোঙরিতে—স্মরণ করিতে।

ঘরের মধ্যে থাকিতে (চাহিয়াও) থাকিতে পারি না।

মনোরথে চড়িব, কাম সারথি (হইবে), ত্বরিতে নাগরের নিকট মিলিব।

আমার মন আবার সাক্ষী দিতেছে॥ ৭৯॥

করু সঙ্কীরণ রস নিরবাহ—সঙ্কীর্ণ রস নির্ব্বাহ করিলেন। মানান্তে যে সম্ভোগ, তাহাকে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ কহে। লক্ষণ যথা—যত্র সঙ্কীর্য্যমানাঃ স্যুঃ ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ উপচারাঃ। স সঙ্কীর্ণাঃ কিঞ্চিত্তপ্তেষু পেশলঃ॥ ৮০॥

সিন্ধুড়া।

অবনত-বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যো কহে শ্যামনাম তাহে না পেখি॥
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥
নীরস অরুণ কমলবর বয়নী।
নয়ন-লোর বহি যায়ত ধরণী॥
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী।
কহয়ে চলহ ধনি ভানুক সেবি॥
অবনত বয়নে উতর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহে সো চলি গেল॥ ৮১॥

গান্ধার।

তোহারি বিরহ, বেদনে বাউর,
সুন্দর মাধব মোর।
ক্ষণে অচেতন, ক্ষণে সচেতন,
ক্ষণে নাম ধরু তোর॥
রামা হে, তো বড়ি কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ, না বুঝি তেজল,
জগত দুলহ লেহ॥ ধ্রু॥
তোহারি কাহিনী, কহিতে লাগল,
শুনই দেখই তোয়।
না ঘর বাহিরে, ধৈরজ না ধরে,
পথ নিরখিয়ে রোয়॥
কত পরবোধি, না মানে রহসি,
না করে ভোজন পান।
কাঠ মূরতি, ঐছন আছয়ে,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ৮২॥

তিরোথা।

মাধব রাধা স্বাধীন ভেল।
যতনহি কত পর-, পরকার বুঝাঅনু,
তবু সে সমতি নাহি দেল॥
তোহারি কেশ, কুসুম তৃণ তাম্বুল,
ধরলহুঁ রাইক আগে।
কোপে কমলমুখী, পালটি না হেরল,
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে॥
তোহারি নাম, শুনয়ে যব সুন্দরী,
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
তোহারি পীরিতি যো, নব নব মানই,
সো অব না শুনয়ে বাণী॥
হেন বুঝি কুলিশ-, সার তছু অন্তর,
কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি, বচন অব সমুচিত,
আপে সিধারহ কান॥ ৮৩॥

কেদার।

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে॥
গগনে উদয়ে কত তারা।
চাঁদ আনহি অবতারা॥
আন কি কহব বিশেখি।
লাখ লখমিচয় লেখি না লেখি॥
শুন ধনি-মন-হৃদি ঝুর।
তবহিঁ মনহিঁ মন পূর॥
বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহি ভৈ গেল॥ ৮৪॥

কামোদ।

রাধা মাধব, রতনহি মন্দিরে,
নিবসই শয়নক সুখে।
রসে রসে দারুণ, দ্বন্দ্ব উপজায়ল,
কান্ত চলল তহি রোখে॥

জগত দুলহ লেহ—জগতে দুর্ল্লভ প্রেম॥ ৮২॥

সমতি—সম্মতি। হেন বুঝি ইত্যাদি—আমি বোধ করি, তাহার অন্তর কুলিশসার অর্থাৎ বজ্রসার॥ ৮৩॥

নাগর-অঞ্চল, করে ধরি নাগরী,
হাসি মিনতি করু আধা।
নাগর-হৃদয়ে, পাঁচ শর হানল,
উরজ দরশি মন বাধা॥
দেখ সখি, ঝুটক মান।
কারণ কছুহুঁ, বুঝই নাহি পারিয়ে,
তব কাহে রোখল কান॥ ধ্রু॥
রোখ সমাপি পুন, রসহি পসারল,
তাহি মধ্যত পাঁচ-বাণ।
অবসর জানি, মানবতী রাধা,
বিদ্যাপতি ইহ ভাণ॥ ৮৫॥

ভূপালী।

আছিনু হাম অতি মানিনী হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই॥
কি কহিব রে সখি, আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তহিঁ দোতিক সঙ্গ॥ ধ্রু॥
বেণী বনাইয়া চাঁচর কেশে।
নাগর-শেখর নাগরী বেশে॥
পহিরলি হার উরজ করি উরে।
চরণহিঁ নেয়ল রতন-নূপুরে॥
পহিলহিঁ চলইতে বাম পদাঘাত।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত॥
হেরি হাম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর নেল॥
সো তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল॥
নাসা পরশি রহলুঁ হাম ধন্ধ।
বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব॥ ৮৬॥

ঝুটক মান—মিথ্যা মান। মধ্যত—মধ্যস্থ॥ ৮৫॥
পহিরলি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ রমণীবেশ ধারণ করিয়া আমার মান ভঙ্গ করিতে আসিয়াছিলেন, সে বড়ই আশ্চর্য্য। নাগর এতই চতুর যে, তিনি চলিবার সময় অগ্রেই বামপদ বাড়াইয়া ছিলেন॥ ৮৬॥

ভূপালী।

বড়ই চতুর মোর কান।
সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান॥
যোগীবেশ ধরি আওল আজ।
কো ইহ সমঝুব অপরূপ কাজ॥
শাশ বচনে হাম ভিখ লেই গেল।
মঝু মুখ হেরইতে গদ গদ ভেল॥
কহ তব মান-রতন দেহ মোয়।
সমুঝলুঁ তব হাম সুকপট সোয়॥
যে কছু কয়ল তব কহইতে লাজ।
কোই না জানল নাগর-রাজ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরী রাই।
কিয়ে তুহুঁ সমুঝবি সো চতুরাই॥ ৮৭॥

শ্রীরাধার রূপ।

ধানশী।

করিবর রাজ,- হংস গতিগামিনী,
চললহি সঙ্কেত গেহা।
অমল তড়িত-, দণ্ড হেমমঞ্জরী,
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥
জলধর তিমির, চামর জিনি কুন্তল,
অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে।
ভাঙু লতা ধনু, ভ্রমর ভুজঙ্গিনী,
জিনি আধ বিধুবর ভালে॥
নলিনী চকোর, সফরী সব মধুকর,
মৃগী খঞ্জন জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল, গরুড়-চঞ্চু জিনি,
গৃধিনী শ্রবণ বিশেখি॥
কনক-মুকুর শশী, কমল জিনিয়া মুখ,
জিনি বিম্ব অধর প্রবালে।
দশন মুকুতা জিনি, কুন্দ করগ-বীজ,
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে॥

বেল তাল-যুগ, হেম কলস গিরি,
কটোরি জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল, পাশ বল্লরী জিনি,
ডমরু সিংহ জিনি মাঝা॥
লোম লতাবলী, শৈবাল কজ্জল,
ত্রিবলী তরঙ্গিণী রঙ্গা।
নাভি সরোবর, সরোরুহ-দল জিনি,
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা॥
ঊরুযুগ কদলী, করিবর-কর জিনি,
স্থলপঙ্কজ পদপাণি।
নখ দাড়িমবীজ, ইন্দু-রতন জিনি,
পিকু জিনি অমিয়া বাণী॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মূরতি,
রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
একাদশ অবতারা॥ ৮৮॥

রসোদ্গার।

যথা রাগ।

পিয়াক পীরিত হাম কহিতে না পার।
লাখ বদন বিহি না দিল হামার॥
আপনক গজমোতি হার উতারি।
যতনে পরায়ল কণ্ঠে হামারি॥
করে ধরি পিয়া বৈঠায়ল নিজ কোর।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর॥
ফুরল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম।
তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পকদাম॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই কান।
আনন্দ জলে পরিপূরল নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব তরঙ্গ।
এবে কহি শুন সখি সো পরসঙ্গ॥ ৮৯॥

বরাড়ী।

নাহি উঠল তীর, রাই কমলমুখী,
সমুখে হেরল বর-কান।
গুরুজন সঙ্গে, লাজে ধনী নতমুখী,
কৈছনে হেরব বয়ান॥
সখি হে, অপরূপ চাতুরী গোরী।
সব জন তেজি, আগুসরি ফুকরই,
আড়বদনে তহিঁ ফেরি॥ ধ্রু॥
তঁহি পুন মোতি-, হার টুটি ফেলল,
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক, এক চুনি সঞ্চরু,
শ্যাম দরশন ধনী কেল॥
নয়ন-চকোর, কানু মুখ শশীবর,
কয়ল অমিয়া রস পান।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে, রসহুঁ পসারল,
বিদ্যাপতি ভালে জান॥ ৯০॥

পঠমঞ্জরী।

এ সখি রঙ্গিণী কি কহব তোয়।
আর এক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি আছিনু ঘরে হীন-পরিধান।
অলখিতে আয়ল কমল-নয়ান॥
এ দিকে ঝাঁপিতে তনু ও দিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায়।
মলয়-শিখর জনু হিমে না লুকায়॥
ধিক্ যাউ জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই॥ ৯১॥

পাঠান্তর—হংসজিনি গামিনী॥ ৮৮॥
ফুরল কবরী—বিধ্বস্ত কেশবন্ধ॥ ৮৯॥

নাহি—স্নান করিয়া। টুটি—ছিঁড়িয়া। সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু—সকলেই একটী করিয়া চুনি নামক রত্ন সঞ্চয় অর্থাৎ কুড়াইতে লাগিলেন॥ ৯০॥
হীন-পরিধান—ক্ষুদ্র বস্ত্র। অলখিতে—অজ্ঞাতে। ৯১॥

তথা রাগ।

আজুক লাজ কি কহব মাই।
জল দেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই॥
নাহি উঠলুঁ হাম কালিন্দী-তীর।
অঙ্গহি লাগল পাতল চীর॥
তহিঁ বেকত ভেল সকল শরীর।
তহিঁ উপনীত সমুখে যত্নবীর॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল॥
উরজ উপর যব দেয়ল দীঠ।
উর মোড়ি বৈঠনু হরি করি পীঠ॥
হাসি মুখ নিরখয়ে টীট মাধাই।
তনু তনু ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যাই॥
বিদ্যাপতি কহে তুহুঁ অগেয়ানী।
পুন কাহে পালটী না পৈঠলি পানি॥ ৯২॥

ধানশী।

এ ধনি রঙ্গিণী কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি শুতিয়া ছিনু কুসুম-শয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুলবাণ॥
নূপুর ঝুণু ঝুণু আওল কান।
কৌতুকে হাম মুদি রহল নয়ন॥
আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ মোড়ি হাম লুকায়নু হাস॥
কুন্তল কুসুমদাম হরি নেল।
বরিহামাল পুনহি মুঝে দেল॥
নাসা-মোতিম গীমক হার।
যতনে উতারল কত পরকার॥
কঞ্চুক ফুগইতে পহু ভেল ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধলু চোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহুঁ রসবতী পূন সব রস ভাণ॥ ৯৩॥

তথা রাগ।

শাশ ঘুমায়ত কোরে আগোরি।
তহিঁ রতি-টীট পীঠ রহুঁ চোরি॥
কিয়ে হাম আখরে কহলুঁ বুঝাই।
আজুক চাতুরী রহব কি যাই॥
না করহ আরতি এ অবুধ নাহ।
আব নাহি হোত বচন-নিরবাহ॥
পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পীয়াস দুধে কিয়ে যাব॥
কত মুখ মোড়ি অধর-রস নেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল॥
সম্মুখে না যায় সঘনে নিশয়াস।
হাস কিরণ ভেল দশন-বিকাশ॥
জাগল শাশ চলত তব কান।
না পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ॥ ৯৪॥

বিভাষ।

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিহি মোরে বাম॥

নাহি উঠলুঁ—স্নান করিয়া উঠিলাম। তাপর—তাহার উপর। টীট—শঠ, চতুর। বিদ্যাপতি কহে ইত্যাদি—কবি কহিতেছেন, রাধে তুমি জ্ঞানহীনা, যে হেতু তুমি পুনর্ব্বার কেন জলে প্রবেশ করিলে না॥ ৯২॥

বরিহামাল—ময়ূরপুচ্ছের মালা। মুঝে—আমাকে। কঞ্চুক—কাঁচুলি। ফুগইতে—শিথিল করিতে॥ ৯৩॥

তহিঁ রতি টীট ইত্যাদি—তখন রতিলম্পট পশ্চাদ্ভাগে গুপ্তভাবে রহিল। আখরে—সঙ্কেতে। না করহ ইত্যাদি—হে অবোধ নাথ, আর তুমি আগ্রহ প্রকাশ করিও না॥ ৯৪॥

কত দুখে আওল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তহিঁ জাগি॥
ঘরে ঘোর আন্ধিয়ার কি কহব সখি।
পাশে লাগল পিয়া কিছুই না দেখি॥
চিত মোর ধস-ধস কহিতে না পাই।
এ বড় মনের দুখ রহু চিরথাই॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
পিয়া হিয় করি কাহে না ফেরি বয়ানি ॥৯৫॥

ধানশী।

সখি হে, সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিকরাজ॥
আঙ্গিনা আওল সেহ।
হাম চলিনু গেহ॥
ও ধরু আঁচর ওর।
ফুয়ল কবরী মোর॥
ঢীট নাগর চোর।
পাওল হেম-কটোর॥
ধরিতে ধায়ল তায়।
তোড়ল নখের ঘায়॥
চকোরে চপল চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
পূরল দুহুঁক কাম॥ ৯৬॥

দিনান্তরে—ধানশী।

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
ঘগরি খসল কুচ-চীর হামার॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাঁপব কিয়ে নীবিবন্ধ॥
হাসি বহুবল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ লাজ রসাতল গেল॥
করে কি বুতায়ব দুরহি দীপ।
লাজে না যাওল এ কঠিন জীব॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপলি যাহে তাহে কিয়ে লাজ॥ ৯৭॥

বংশী প্রতি আক্ষেপ।

পঠমঞ্জরী।

কি কহব রে সখি ইহ দুখ-ওর।
বাঁশী-নিশাস গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥
গুরুজন সমুখহি ভাব-তরঙ্গ।
যতনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহমাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্ধ॥ ৯৮॥

কন্দর্প প্রতি আক্ষেপ।

তিরোথা।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহু শঙ্কর হউ বর নারী॥
নাহি জটা ইহ বেণী-বিভঙ্গ।
মালতীমাল শিরে নহ গঙ্গ॥

চিরথাই—চিরস্থায়ী। হিয়—হৃদয়। বয়ানি—বদন॥ ৯৫
গেহ—গৃহ। আঁচর ওর—অঞ্চলের প্রান্তভাগ॥ ৯৬॥

তৈখনে—তখনি। বুতায়ব—নির্ব্বাণ করিব॥ ৯৭॥
হঠসঞে—হঠাৎ। পৈঠয়ে—প্রবেশ করে। তনু—দেহ। ঝাঁপি—আবৃত করি। আজু—আজি। রাখল—রাখিল॥ ৯৮॥

মোতিম-বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুরবিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ-সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলিকমল ইহ না হয়ে কপাল॥
বিদ্যাপতি কহ এহেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ-পঙ্ক॥ ৯৯॥

প্রেমবিচার।

বরাড়ী।

তুহুঁ রসময়-তনু গুণে নাহি ওর।
লাগল দুহুঁক না ভাঙ্গই জোর॥
কে নাহি কয়ল কতহুঁ পরকার।
দুহুঁ জন ভেদ করই নাহি পার॥
খোজনু সকল মহীতল-গেহ।
ক্ষীর নীর সম না হেরিলুঁ লেহ॥
যব কোই বেরি আনলমুখ আনি।
ক্ষীর দগু দেই নিরলস পানি॥
তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে।
বিরহ-বিয়োগ আগ দিল ঝাঁপে॥
যব কোই পানি আনি তাহে দেল।
বিরহ-বিয়োগ তবহুঁ দূরে গেল॥
ভণহু বিদ্যাপতি এতনি সুরেহ।
রাধা মাধব ঐছন লেহ॥ ১০০॥

ভাবার্থ।

আমি সকল পৃথিবীর গৃহে গৃহে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, ক্ষীর ও নীর এই দুয়ের যেরূপ প্রীতি এমন আর দেখিলাম না। জলশূন্য করিবার জন্য যখন দুগ্ধকে অগ্নির উপরে রাখিয়া দণ্ডদ্বারা আলোড়ন করা যায়, তখন দুগ্ধ নিজ প্রিয়জন জলের বিরহে অগ্নিমুখে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। কিন্তু আবার যদি কেহ তাহাতে জল প্রদান করে, তাহা হইলেই দুগ্ধ সাম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে॥ ১০০॥

তোহে কুলমতিরতি কুলমতি নারী।
বাঁকে দরশনে ভুলল মুরারী॥
উচিতহুঁ বোলইতে আবে অবধান।
সংশয় মেললহু তহ্নিক পরাণ॥
সুন্দরী কি কহব কহইতে লাজ।
ভোর বেলা সো পরহু সঞে বাজ॥
থবর জঙ্গম মনহি অনুমান।
সবহিক বিষয় তোহর হোয় ভান॥
আওর কহি কি বুঝাওরিসি তোহি।
জনি উধমতি উমতাবএ মোহি॥ (ক)১০১

অনুরাগ।

তিরোথা।

সখি হে, মন্দ প্রেম-পরিণামা।
বরকে জীবন, কয়ল পরাধীন,
নাহি উপকার এক ঠামা॥

শব্দার্থ।

(ক) কুলমতি—কুলে যাহার মতি ও অনুরাগ।

বাঁকে দরশনে—বক্র কুটীল দৃষ্টি।

তুই কুলবতী নারী, কুলে তোর মতি রতি, (তোর) কুটীল দৃষ্টিতে মুরারী ভুলিল।

মেললহু—নিক্ষিপ্ত হইল, পড়িল। তহ্নিক—তাহার।

উচিত বলিতেছি, এক্ষণে মনোযোগ কর, তাঁহার প্রাণ সংশয় পড়িল।

ভোর—বিহ্বল। পরহু—পর। সঞে—সহিত। বাজ—কথা কহিতে।

সুন্দরী কি কহিব, কহিতে লজ্জা হয়, সে পরের সহিত কথা কহিতে বিহ্বল হইল।

স্থাবর জঙ্গম মনে অনুমান করিতে, সকল বিষয়েই তোর ভাব হয়। (যাহা দেখে—মনে হয় যেন তোকে দেখিতেছে)।

আওর—আর। বুঝাওরিসি—বুঝাইব।

উধমতি—উন্মত্ত। উমতাবএ—উন্মত্ত করে।

আর কি করিয়া তোকে বুঝাইবে। যেন উন্মত্ত (মাধব) আমাকে উন্মত্ত করিয়াছে॥ ১০১॥

ঝাঁপয়ে কূপ, লখই না পারনু,
আইতে পরলহুঁ ধাই।
তখনক লঘু গুরু, কিছু না বিচারিনু,
অব পাছু তরইতে চাই ॥
মধু সম বচন, প্রেম সম মানুখ,
পহিলহি জাননু না ভেলা।
আপন চতুরপণ, পরহাতে সোঁপনু,
হৃদিসে গরব দূরে গেলা ॥
এত দিনে আনু, ভালে হাম আছিনু,
অব বুঝনু অবগাহি।
আপন শূল হাম, আপনি চাঁছনু,
দোখ দোয়ব অব কাহি ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি,
চিতে নাহি গুণবি আনে।
প্রেমক কারণ, জীউ উপেখিয়ে,
জগ-জন কো নাহি জানে ॥ ১০২ ॥

তথা রাগ।

পাসরিতে শরীর হয় অবসান।
কহিতে না লয় অব বুঝই অবধান ॥
কহনে না পারিয়ে সহনে না যায়।
বলহ স্বজনি অব কি করি উপায় ॥
কোন্ বিহি নিরমিল এহ পুন লেহ।
কাহে কুলবতী করি গড়ল মোর দেহ ॥
কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বাহার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুলাচার ॥
সহই না পারিয়ে চলই না পারি।
ঘন ফিরি যৈছে পিঞ্জর মাহা শারী ॥
এতহু বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম এ লেহ ॥ ১০৩ ॥

সখীর উক্তি।

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহ রসিকবর বিদগধ জান ॥
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহুঁ মিলব সোই সুপুরুখ আপ ॥
উদভট প্রেম করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐছন হিয়া মাহা জাগ ॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ।
সুপুরুখ কবহু না তেজয়ে লেহ ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরাধিকার উক্তি।

তিরোথা।

প্রেমক গুণ কহই সব কোই।
যো প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই ॥
হাম যদি জানিয়ে পীরিতি দুরন্ত।
তব কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত ॥
অব সব বিষসম লাগয়ে মোই।
হরি হরি পীরিতি করই জানি কোই ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারি।
পানি পিয়ে পিছে জাতি বিচারি ॥ ১০৫ ॥

ঠামা—একটুও। ঝাঁপয়ে—লুকান। মানুখ—মানুষ। তরইতে চাই—উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করি। আপন শূল হাম ইত্যাদি—আমি আপনার শূল আপনিই চাঁছিয়া ফেলিলাম, এখন আর কাহাকে দোষ দিব ॥ ১০২ ॥

কাম করে ইত্যাদি—কন্দর্প আমার কর ধারণ করিয়া বাহির হইতেছে, আবার কুলাচারধর্ম্ম আমাকে গৃহে রক্ষা করিতেছে। পিঞ্জর মাহা শারী—যেমন পিঞ্জর মধ্যে শারিকা পক্ষী ॥ ১০৩ ॥

করসি—কর। আপ—স্বয়ং। হিয়া মাহা জাগ—হৃদয়-মধ্যে জাগরিত হউক। থেহ—স্থির ॥ ১০৪ ॥

হরি হরি পীরিতি করই জানি কোই—হায়! পীরিতি যে কি, তাহা কে জানে ॥ ১০৫ ॥

তথা রাগ।

কত গুরু-গঞ্জন দুরজন বোল।
মনে কিছু না গণনু ও রসে ভোল ॥
কুলজা-রীত ছোড়নু যছু লাগি।
সো অব বিছুরল হামারি অভাগি ॥
সোঙরি সোঙরি সখি, কহবি মুরারি।
সুপুরুখ পরিহরে দোখ বিচারি ॥
যো পুন সহচরি হোয় মতিমান।
করয়ে পিশুন-বচন অবধান ॥
নারী অবলা হাম কি বোলব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ গুণক নিধান ॥
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এহি কর দোখ রোখ অবগাই ॥
তুহুঁ বর চতুরী হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গান ॥ ১০৬ ॥

শ্রীরাগ।

স্বজনি কানুকে কহবি বুঝাই।
রোপিয়া প্রেমবীজ, অঙ্কুরে মোড়লি,
বাঁচব কোন উপাই ॥
তৈলবিন্দু যৈছে, পানি পসারল,
ঐছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে, খণহি শুখাওল,
ঐছন তুঁহারি সোহাগে ॥
কুল-কামিনী ছিনু, কুলটা ভৈ গেনু,
তাকর বচন লোভাই।
আপন করে হাম, মুড় মুড়ায়নু,
কানুসোঁ প্রেম বাঢ়াই ॥
চোর রমণী জনু, মনে মনে রোয়ই,
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে, শলভ জনু ধায়ল,
সো ফল ভুজইতে চাই ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, ইহ কলিযুগ-রীতি,
চিন্তা না কর কোই।
আপন করম দোষে, আপনি-ভুঞ্জই,
যো জন পরবশ হোই ॥ ১০৭ ॥

গান্ধার।

মনে ছিল না টুটব লেহা।
সুজনক পীরিতি পাষাণ সম রেহা ॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈব-গঠিত ॥
এ সখি, কহবি বন্ধুরে কর যোড়ি।
কি ফল প্রেমক আঁকুড় মোড়ি ॥
যদি কহ তুহুঁ আগেয়ানী।
হাম সোঁপিনু হিয়া নিজ করি জানি ॥
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্ধা।
যাকর পীরিতি সো জন অন্ধা ॥ ১০৮ ॥

ভাবার্থ।

হে সখি! আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসে ভুলিয়া, গুরু-জনের গঞ্জনা ও দুর্জ্জনের বাক্য (না গণনু) গণিলাম না, যাহার জন্য কুলজ রমণীদিগের রীতি পরিত্যাগ করিলাম, (সো অব বিছুরল) সেই শ্রীকৃষ্ণ এখন আমাকে বিস্মৃত হইলেন। ইহা আমারই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে ইত্যাদি ॥ ১০৬ ॥

শ্রীরাধা দূতী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মনোগত ভাব বলিয়া দিতেছেন। তৈলবিন্দু ইত্যাদি—জলের উপর তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে যেমন প্রসারিত হয়, কিন্তু মিশ্রিত হয় না, তেমনি শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ। তাঁহার সোহাগ কেমন—না বালুকা রাশিতে যেমন জল নিক্ষিপ্ত হইলে তখনই শুষ্ক হইয়া যায়। মুড় মুড়ায়নু—মস্তক মুণ্ডন করিলাম। কানুসোঁ—কৃষ্ণে। শলভ—পতঙ্গ। ভুজইতে—ভুঞ্জাইতে অর্থাৎ ভোগ করিতে ॥ ১০৭ ॥

শব্দার্থ।

না টুটবে—ভাঙ্গিবে না। লেহা—প্রেম। রেহা—রেখা। আঁকুড়—অঙ্কুর। মোড়ি—ভাঙ্গিয়া ॥ ১০৮ ॥

সখীর উক্তি।

পঠমঞ্জরী।

এ সখি কাহে কহসি অনুযোগে।
কানুসে অবহি করবি প্রেম ভোগে॥
কোলে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হাম চলনু তহিঁ থির কর হিয়া॥
এত কহি কানু পাশে মিলল সোই সখী।
প্রেমক রীত কহল সব দুখী॥
শুন তহিঁ কানু মিলল ধনী-পাশ।
বিদ্যাপতি কহে অধিক উল্লাস॥ ১০৯॥

অভিসার।

কেদার।

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়লি পয়াণ।
পন্থ বিপথ নাহি মান্॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি।
পন্থহি তেজল সগরি॥
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহিঁ তেজি চলি যায়॥
যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথ হেরি উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরিয়ে আন॥ ১১০॥

কর সঞে—কর হইতে। কঙ্কণ—হস্তালঙ্কার বিশেষ। সগরি—সকল। উজিয়ার—উজ্জ্বল। বিঘিনি বিথারিত বাট—বিঘ্নবিস্তারিত পথ। আয়ুধে—অস্ত্রে। কাট—কাটিয়া॥ ১১০॥

শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা।

ভূপালী।

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী।
কতি ক্ষণে আওব কুঞ্জর-গমনী॥
ভীম ভুজঙ্গম সরণা।
কত সঙ্কট তাহে কোমল-চরণা॥
বিহি পায়ে করি পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার॥
গগন সঘন মহী পঙ্কা।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা॥
দশ দিশি ঘন ঘন আন্ধিয়ারা।
চলইতে লখই লখই নাহি পারা॥
সব জনি পালটি ভুললি।
আওত মানবি ভাসত লোলি॥
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবতী পরাভব সহই॥ ১১১॥

জ্যোৎস্নাভিসার।

তথা রাগ।

অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদ-কিরণ জগমণ্ডলে লাগি॥
রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥
কামিনী কয়ল কতয়ে পরকার।
পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার॥
ধামিলি লোল ঝুট করি বন্ধ।
পহিরণ বসন আন করি ছন্দ॥

রয়নি—রজনী। সরণা—পথ। অবিঘিনে—নির্ব্বিঘ্নে। ভাসত—ভ্রান্তি॥ ১১১॥

অবহুঁ—এখনও। সোয়াথ—সোয়াস্তি। নৌতুন লেহ—নূতন প্রীতি। কয়ল—করিল। লোল ঝুট করি বন্ধ—কেশগুলি মাথায় ঝুঁটি করিয়া বান্ধিলেন। পরিধেয় বস্ত্রখানি অন্যপ্রকার করিয়া অর্থাৎ পুরুষের মত করিয়া পরিধান করিলেন। অম্বরে—বস্ত্রে।

অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু ভেল।
বাজন-যন্ত্র হৃদয়ে করি নেল॥
ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগর-রাজ॥
হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্ধ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥
বিদ্যাপতি কহ তব কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনমথ-কেলি॥ ১১২॥

শ্রীরাগ।

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ, মনোভব মঙ্গল,
ত্রিভুবনবিজয়ী মালা॥
সুন্দর বদন, চারু অরুলোচন,
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক-কমল মাঝে, কাল ভুজঙ্গিনী,
শ্রীযুত-খঞ্জন খেলা॥
নাভি-বিবর সঞে, লোম লতাবলী,
ভুজগি নিশ্বাস পিয়াসা।
নাসা খগপতি-, চঞ্চু ভরম ভয়ে,
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা॥
তিন বাণে মদন, তিজল তিন ভুবন,
অবধি রহল দৌবাণে।
বিধি বড় দারুণ, বধিতে রসিক জন,
সোঁপল তোহারি নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতী,
ইহ রস কূপ যো জান।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
লছিমা দেবী পরিমাণ॥ ১১৩॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

তিরোথা।

আঁচরে বদন ঝাঁপহ গোরি।
রাজা শুনল চাঁদ কি চোরি॥
ঘরে ঘরে পহরি ছোড়ি গেল জোয়।
অবহি দেখব ধনি নাগরী তোয়॥
হাসি সুধামুখি না করবি জোরি।
বাণীক ধ্বনি ধনি বোলবি থোরি॥
অধর সমীপ দশন করু জ্যোতি।
সিন্দুর সমীপ বসায়লি মোতি॥
শুন শুন সুবদনী হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয় জনি বিপদক লেশ॥
চাঁদক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কী তুহুঁ নিষ্কলঙ্ক॥
রাজা শিবসিংহ লছিমাদেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহু নিশঙ্ক॥ ১১৪॥

বিপরীত সম্ভোগ।

ভূপালী।

বিগলিত চিকুর, মিলিত মুখমণ্ডল,
চাঁদে বেঢ়ল ঘনমালা।

অর্থাৎ বস্ত্র দ্বারা উচ্চ কুচদ্বয় সম্বৃত হইল না বলিয়া একটী বাদ্যযন্ত্র (বীণাদি) হৃদয়ে ধারণ করিয়া জ্যোৎস্নাভিসার করিলেন॥ ১১২॥

শ্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—সুন্দর বদন ইত্যাদি—একে সুন্দর বদন, তাহে মনোরম নয়নদ্বয়, তাহা আবার কজ্জল দ্বারা রঞ্জিত। ইহাতে বোধ হইতেছে, যেন কনক কমলে কালসাপিনী এবং পার্শ্বে শ্রুতিযুগল যেন খঞ্জনদ্বয় ক্রীড়া করিতেছে। নাভি-বিবর সঞে ইত্যাদি—নাসা গরুড় পক্ষীর চঞ্চু মনে করিয়া নাভি-বিবর হইতে লোমাবলীরূপ ভুজঙ্গিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া কুচগিরির গুহায় নিবাস সংস্থাপন করিল। তিন বাণ ইত্যাদি—মদনের বাণ পাঁচটী, তাহার মধ্যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে তিনটী বাণ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যে দুইটী ছিল, তাহাই দারুণ বিধাতা রসিক জনের প্রাণ বধ করিবার জন্য তোমার নয়নে স্থাপন করিয়াছেন॥ ১১৩॥

মণিময় কুণ্ডল, শ্রবণে দুলিত ভেল,
ঘামে তিলক বহি গেলা ॥
সুন্দরী তুয়া মুখ মঙ্গলদাতা ।
রতি বিপরীত, সময়ে যদি রাখবি,
কি করব হরি হর ধাতা ॥ ধ্রু ॥
কিঙ্কিণী কিনি কিনি, কঙ্কণ কন কন,
কলরব নূপুর বাজে ।
নিজ মদে মদন, পরাভব মানল,
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে ॥
তালে এক জঘন, সঘন রব করইতে,
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ ।
বিদ্যাপতি-পতি, ও রস গাহক,
যামুনা মিলল গঙ্গ তরঙ্গ ॥ ১১৫ ॥

ধানশী ।

বদন সোহায়ল শ্রমজল-বিন্দু ।
মদন মোতি দেই পূজল ইন্দু ॥
প্রিয়মুখে সুমুখী চুম্বয়ে ওজ ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ ॥
কুচযুগ উপর বিলম্বিত হার ।
কনকলতা পরি দুধক ধার ॥
কিঙ্কিণী শবদ নিতম্বহি সাজ ।
মদন বিজয় রণ বাজন বাজ ॥
বিগলিত চিকুর মাল ধরু অঙ্গ ।
জনু যামুন জলে দুধ-তরঙ্গ ॥
দুহুঁক পীরিতে দুহুঁ সো সমান ।
সুকবি বিদ্যাপতি ইহ রস জান ॥ ১১৬ ॥

সখীর উক্তি ।

বিভাষ ।

কহ কহ সখি, নিকুঞ্জ-মন্দিরে,
আজু কি হইল ধন্দ ।
চপলে ঝাঁপল, জনু জলধর,
নীল উতপল চন্দ ॥
ফণী মণিবর, উগরে নিরখি,
শিখিনী আনত গেল ।
সুমেরু উপরে, সুরতরঙ্গিণী,
কেবল তরল ভেল ॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ, করু কলরব,
নূপুর অধিক তাহে ।
সুকাম-নটনে, তুরিজতিকহু,
ঐছন সকল শোহে ॥
না কর গোপন, নিজ পরিজন,
ইহ বুঝি অনুমান ।
বিদ্যাপতি-কৃত, কৃপায়ে তাহারি,
কোন জন ইহা গান ॥ ১১৭ ॥

শ্রীরাধিকার উক্তি ।

সুহই ।

কি কহব রে সখি কেলি-বিলাস ।
বিপরীত সুরত নায়র-অভিলাষ ॥
মানায়ত নায়র দূরে রহু লাজ ।
অবিরত কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ ॥
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ ।
দুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস ॥
শ্রম জল-বিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি ।
কনক কমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি ॥
কুচযুগ কনক ধরাধর জানি ।
ভাঙ্গি পড়ল জানি পহুঁ দিল পাণি ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি ।
নহিলে কি বশ কৈছে তোহারি মুরারি ॥ ১১৮ ॥

শব্দার্থ ।

ওজ—প্রকাশ । পিবই—পান করে । দুধক—দুগ্ধের । কিঙ্কিণী—ঘটিকা, ঘুঙ্গুর । যামুন জলে—যমুনার জলে ॥ ১১৬ ॥

শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিপরীত বিহারান্তে শ্রীরাধার কোন সখী কহিতেছেন, কহ কহ ইত্যাদি ॥ ১১৮ ॥

ভাটিয়ারী।

সখি হে, কি কহব নাহিক ওর।
স্বপন কি পরতেক, কহই না পারিয়ে,
কি অতি নিকট কি দূর॥
তড়িত লতাতলে, তিমির সাম্ভায়ল,
আতরে সুরধুনীধারা।
তমল তিমির শশী, সূর গরাসল,
চৌদিকে খসি পড়ু তারা॥
অম্বর খসল, ধরাধর উলটল,
ধরণী ডগমগ ডোলে।
খরতর বেগে, সমীরণ সঞ্চরু,
চঞ্চরীগণ করু রোলে॥
প্রবল-পয়োধি, জলে জনু ঝাঁপল,
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত, কথা পাতিয়ায়ব,
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥ ১১৯॥

পঠমঞ্জরী।

কুচযুগ চারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জনি পহুঁ দিল পাণি॥
ঘামবিন্দু মুখ হেরয়ে নাহ।
চুম্বয়ে হরষ সরস অবগাহ॥
বুঝই না পারিয়ে পিয়া মুখ-ভাষ।
বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস॥
আপন ভাব মোহে অনুভাবি।
না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি॥
তাকর বচনে কয়নু সব কাজ।
কি কহব সো সব কহইতে লাজ॥
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভাণ।
নাগরী রমইতে ভয় নাহি মান॥ ১২০॥

শ্রীরাগ।

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।
আপন মনোরথ সো পরিপূর॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস॥
জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ।
উয়ল চারু ধরাধর-রাজ॥
মরকত দরপণ হেরইতে হাম।
উচ নীচ না বুঝি পড়নু সোই ঠাম॥
পুন অনুমানিয়ে নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান॥
নি-বাসে বাস পুন দেয়ল সোই।
লাজে রহনু হিয়ে আনন গোই॥
সোই রসিকবর কোরে আগোরি।
আঁচরে শ্রমজল মোছল মোরি॥
মৃদু মৃদু বীজইতে ঘুমল হাম।
ভণয়ে বিদ্যাপতি রস অনুপাম॥ ১২১॥

শ্রীকৃষ্ণের রসোদ্গার।

সুহিনী।

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী-বিলাস কাম॥
সে যে সুবদনী সুন্দরী রাই।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লাই॥
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ॥
বহুবিধ কেলি করল সোই।
সে সব স্বপন হোয়ল মোই॥
কিবা সে বচন অমিয়া মিঠ।
ভাঙুর ভঙ্গিম কুটিল দিঠ॥
সে ধনী হিয়ার মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে॥ ১২২॥

লাই—লইয়া। রভসে—আনন্দে। সোই—সে। মোই—আমাকে॥ ১২২॥

পুনর্ম্মিলন।

ভূপালী।

দোঁহার ডুলহ তুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন-শ্যাম রমণী-রতনে॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ॥
নয়ানে নয়ান তুঁহার বয়ানে বয়ান।
তুহুঁ গুণে তুহুঁ গুণ তুহুঁ জনে গান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর।
ত্রিভুবনবিজয়ী নাগর চোর॥ ১২৩॥

রূপোল্লাস।

ধানশী।

সুন্দর বদনে, সিন্দুর-বিন্দু,
শাঙল চিকুর ভার।
জনু রবি শশী, সঙ্গহি উদল,
পিছে করি আন্ধিয়ার॥
রামা হে, অধিক চন্দ্রিম ভেল।
কত না যতনে, কত অদভুত,
বিহি বহি তোহে দেল॥ ধ্রু॥
উরজ অঙ্কুর, চীরে ঝাপায়সি,
থোর থোর দরশায়।
কত না যতনে, কত না গোপসি,
হিমে গিরি না লুকায়॥
চঞ্চল লোচন, বঙ্ক নেহারণি
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর, পবনে ঠেলল,
অলি ভরে উলটায়॥
ভণে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতী,
এ সব এরূপ জান।
রায় শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
লছিমা দেবী পরমাণ॥ ১২৪॥

মায়ূর।

কবরী ভয়ে, চামরী গিরি কন্দরে,
মুখ-ভয়ে চান্দ আকাশে।
হরিণী নয়ন-ভয়ে, স্বর-ভয়ে কোকিল,
গতি-ভয়ে গজ বনবাসে॥
সুন্দরি, কাহে মোহে সম্ভাষি যাসি।
তুয়া ডরে ইহ সব, দূরহি পলায়ল,
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি॥ ধ্রু॥
কুচভয়ে কমল, কোরক জলে মুদি রহুঁ,
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল, গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজ-ভয়ে কনক, মৃণাল পঙ্কে রহুঁ,
কর ভয়ে কিশলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ, কত কত ঐছন,
কহব মদন পরতাপে॥ ১২৫॥

ভূপালী।

হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥

চোর—ঠাক্রি। ইহা একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের টিপ্পনী॥ ১২৩॥

শাঙল—শ্যামল। বিহি বহি তোহে দেল—বিধাতা বহন করিয়া তোমাকে দিয়াছেন॥ ১২৪॥

চামরী—গাভীবিশেষ, অর্থাৎ যাহার পুচ্ছে চামর হয়। ঘট ইত্যাদি-ঘট অগ্নিতে প্রবেশ করে। হুতাশে—হুতাশন অর্থাৎ অগ্নি। শম্ভু ইত্যাদি—শিব বিষপান করিয়াছেন। পঙ্কে—কর্দ্দমে, পাঁকে। রহুঁ—থাকে। পরতাপে—প্রতাপে॥ ১২৫॥

হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোঁহা হোয়॥ ১২৬॥

বসন্তবর্ণন।

আওল ঋতুপতিরাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ॥
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড।
কেশর কুসুম ধরল হেমদণ্ড॥
নৃপ আসন নব পীঠল পাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষ-মন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দ বিল্লি তরু ধরল নিশান।
পাটল তূণ আশোকদল বাণ॥
কিংশুক লবঙ্গলতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকা-কুল।
শিশিরক সবহুঁ করল নিরমূল॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন দান॥
নব-বৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥ ১২৭॥

মায়ুর।

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ,
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল,
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী-পুলিন, কুঞ্জ নব শোভন,
নব নব প্রেম-বিভোর॥ ধ্রু॥

ভাবার্থ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার প্রেম পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কোন কথা বলিলে, তাহার উত্তরে শ্রীরাধিকা কহিতেছেন,--হে মাধব! তুমি কেন এমন কথা বল বলিতে পারি, না। কিন্তু আমি তোমাকে হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বুল, হৃদয়ের মৃগমদ, গ্রীবার হার, দেহের স্বর্ব্বস্ব, গৃহের সারবস্তু, পক্ষীর পাখা, মৎস্যের জল এবং জীবের জীবন বলিয়া জানি॥ ১২৬॥

ঋতু শ্রেষ্ঠ বসন্ত রাজা হইলেন দেখিয়া, ভ্রমর মাধবীলতার নিকট দৌড়িয়া গেল, সূর্য্যকিরণ বাল্য ত্যাগ করিয়া পৌগণ্ড অবস্থা প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ কিঞ্চিৎ প্রখর হইল। কেশর কুসুম অর্থাৎ বকুল ফুল ছত্র ধারণ করিল। নূতন পাটলী-পত্রই রাজসিংহাসন হইল। কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধারণ করিল। আম্রমুকুলগুলি শিরোভূষণ হইল। কোকিল পঞ্চমস্বরে গান করিতে লাগিল। ভ্রমরগণ যন্ত্ররূপে বাজিতে লাগিল এবং ময়ূরগণ নাচিতে লাগিল। অন্যান্য পক্ষীসকল বেদ পাঠ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। কুসুমরেণুগুলি মলয়পবন সহ অনুরক্ত হইয়া চন্দ্রাতপরূপে শোভা পাইল। কুন্দফুল ও বিল্লি অর্থাৎ বেলা ধ্বজারূপে দেখা দিল। পাটলপুষ্প, তূণ, অশোক, কিংশুক এবং লবঙ্গলতা ঋতুরাজের বাণ-স্বরূপ প্রকাশ পাইল। ইহা দেখিয়া শীতঋতু রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন পরায়ণ হইল। বসন্তরাজের মধুমক্ষিকা সৈন্যদল শিশির সকলেই নির্ম্মূল করিয়া দিল। পদ্ম শীত কর্ত্তৃক হত-শ্রী হইয়া মৃতপ্রায় ছিল, এখন তাহারা উদ্ধার পাইয়া প্রাণ প্রাপ্ত হইল এবং নিজ পত্র বিস্তার করিয়া যেন বসন্তরাজকে আসন প্রদান করিল॥ ১২৭॥

নবীন রসাল, মকুল মধু মাতিয়া,
নব কোকিলকুল গায় ।
নব যুবতীগণ, চিত উমাতায়ই,
নব রসে কাননে ধায় ॥
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী,
মিলয়ে নব নব ভাতি ।
নিতি নিতি ঐছন, নব নব খেলন,
বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥ ১২৮ ॥

বসন্ত রাগ ।

বিহগড়া ।

মধু-ঋতু মধুকর-পাঁতি ।
মধুর কুসুম মধু মাতি ॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ ।
মধুর মধুর রসরাজ ॥
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ ॥
মধুর যন্ত্র রসাল ।
মধুর মধুর করতাল ॥
মধুর নটন গতি-ভঙ্গ ।
মধুর নটনী নটরঙ্গ ॥
মধুর মধুর রসগান ।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ১২৯ ॥

কল্যাণ ।

ঋতুপতি রাতি রসিকবর রাজ ।
রসময় রাস-রভস রস মাঝ ॥
রসবতী রমণী-রতন ধনী রাই ।
রাস রসিক সহ রস অবগাই ॥
রঙ্গিণীগণ সব রঙ্গহি নটই ।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই ॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত ।
রতিরতরাগিণী রমণ বসন্ত ॥
রটতি রবাব মহতী কপিনাশ ।
রাধারমণ করু মুরলী-বিলাস ॥
রসময় বিদ্যাপতি কবি ভাণ ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান ॥ ১৩০ ॥

বেলোয়ার ।

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিমি দ্রিমিয়া ।
নটতি কলাবতী, শ্যাম সঙ্গে মাতি,
করে করু তাল প্রবন্ধক ধ্বনিয়া ॥
ডগমগ ডম্ফ, দ্রিমিক দ্রিমি মাদল,
রুণু ঝুণু মঞ্জীর বোল ।
কিঙ্কিণী রণরণি, বলয়া কনয়া মণি,
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল ॥
বীণ রবাব, মুরজ স্বরমণ্ডল,
সা রি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব ।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি, মৃদঙ্গ গরজনি,
চঞ্চল স্বরমণ্ডল একু রাব ॥
শ্রমভরে গলিত, গলিত কবরীযুত,
মালতীমাল বিথারল মোতি ।
সময় বসন্ত, রাস-রস বর্ণনে,
বিদ্যাপতি-মতি ক্ষোভিত হোতি ॥ ১৩১ ॥

মাথুর লীলা ।

ভাবী বিরহ ।

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয় ।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয় ॥

অবগাই—অবগাহন করিয়া। নটই—নৃত্য করিতেছে।

রটই—শব্দ করিতে লাগিল। রবাব—পিনাক। মহতী—যন্ত্রবিশেষ ॥ ১৩০ ॥

দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিমি প্রভৃতি বাদ্য ও নৃত্যের শব্দ-বিশেষ। বীণ, রবাব, মুরজ ও স্বরমণ্ডল—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি—স্বর সমূহ। বিথারল—বিস্তৃত হইল বা ছিন্নভিন্ন হইল ॥ ১৩১ ॥

পিয়ার লাগিয়া হাম কোন্ দেশ যাব।
রজনী প্রভাত হইলে কার মুখ চাব॥
বঁধু যাবে দূরদেশে মরিব আমি শোকে।
সায়রে তেজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে॥
নহে ত পিয়ারে গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গণ।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥ ১৩২॥

বালা ধানশী।

মাধব, বিধুবদনা।
কবহুঁ না জানই বিরহক বেদনা॥
তুহুঁ পরদেশে যাব শুনি ভই ক্ষীণা।
প্রেম-পরিতাপে চেতন হরু দীনা॥
কিশলয় তেজি ভূমে শুতলি আয়াসে।
কোকিল কলরবে উঠত তরাসে॥
লোরহি কুচকুঙ্কুম দূরে গেল।
কৃশ-ভুজ ভূষণ ক্ষিতিতলে মেল॥
আনত বয়নে রাই হেরত গীম।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলী ছিন॥
কহই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত।
সো সব গণইতে ভেলি মুরছিত॥ ১৩৩॥

দেখ দেখ রাধারূপ অপার।
অপরূপ কে বিহি আনি মিলাওল
ক্ষিতিতলে লাবনি সার॥
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ মূরছায়ত
হের এ পড়ই অথির।
মনমথ কোটি মথন করু যে জন
সে হরি মহি মাহ গীর॥
কত কত লখিনি চরণতল নেউছয়
রঙ্গিণী হেরি বিভোরি।

ভাবার্থ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, প্রবাস নিকট ও দূরভেদে দ্বিবিধ। গোষ্ঠলীলাদি নিকট প্রবাস, মথুরাগমন দূর প্রবাস। এই দূর প্রবাসে তিন প্রকার বিরহ যন্ত্রণা হয়। যথা—"ভাবী ভবংশ্চ ভূতশ্চ ত্রিবিধঃ স তু কীর্ত্তিতঃ।" শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিবেন শুনিয়া যে বিরহ তাহাকে ভাবী, মথুরা গমন করিতেছেন দেখিয়া যে বিরহ, তাহাকে ভবন্ এবং মথুরা গমন করিলে যে বিরহ, তাহকে ভূত বিরহ কহে।

সোয়াথ—সোয়াস্তি। ভরমিব—ভ্রমণ করিব॥ ১৩২॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিবেন শুনিয়া শ্রীরাধার কোন সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট কহিতেছেন। ভই ক্ষীণা—ক্ষীণ হইয়াছেন। তরাস—ত্রাস। লোরহি ইত্যাদি—নয়ন-নীরে বক্ষস্থিত কুঙ্কুমরাগ দূরীভূত হইয়াছে। কৃশ ভুজ ইত্যাদি—শ্রীরাধার ভুজদ্বয় এতই কৃশ হইয়াছে যে ভূষণ সকল ভূমিতে পতিত হইতেছে। ছিন—ছিন্ন॥ ১৩৩॥

হরিপদ ছন্দ। ২৭ মাত্রা। ১৬ ও ১৯ মাত্রায় বিশ্রাম। প্রত্যন্তর ১১ মাত্রা রাধারূপ অপার।

আনি মিলাওল—(বিদ্যাপতির রচনায় এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ পুনঃ পুনঃ লক্ষিত হয়) আনিয়া মিলাইল।

দেখ দেখ রাধারূপ অপার।
মদন-মোহন বাহিতে অনুখন,
লাবণী প্রেম অমিয়া রস রাধা॥
মাধব দাস।

অঙ্গহি অঙ্গ ইত্যাদি—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হেরিয়া অনঙ্গ মূর্চ্ছিত, অস্থির হইয়া পড়ে।

অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম,
রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচরিয়া।
গোবিন্দদাস।

যে কোটী মন্মথ মথন করে, সে (মাধব) দেখিয়া ধরণী তলে (মধ্যে) পতিত হয়।

মনমথ কোটী মথন করু ঐছন।
জ্ঞানদাস।

নেউছয়—নির্ম্মঞ্ছন করে।

কত কত লক্ষ্মী চরণতলে নির্ম্মঞ্ছনরূপে থাকে, রুক্মিণীকে (রাধাকে) দেখিয়া বিভোর হয়, অর্থাৎ

করু অভিলাষ মনহি পদপঙ্কজ
অহ নিশ কোর আগোরি ॥ ১৩৪ ॥

নীকে বনি আওয়ে হো নন্দলাল।
মনমথ মথন ভউহ যুগভঙ্গিম
কুবলয় নয়ন বিশাল ॥
[গোবিন্দ দাস।]
মনমথ মথন মথনিবর।
রাইক চরণ শরণ নাহা ছোর ॥
[রাধামোহন।]
মনমথ কোটি মথন করু যো জন
সো তুয়া চরণ ধেয়ায়।
[ধরণী।] (ক) ॥ ১৩৫ ॥

তিরোথা।

কানু-মুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী ॥
অনুমতি মাগিতে বর বিধুবদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড়ু ধরণী ॥
আকুল কত পরবোধই কান।
অব নাহি মাথুর করব পয়াণ ॥
ইহ সব শবদ পশিল যব শ্রবণে।
তব বিরহিণী ধনী পাওল চেতনে ॥
নিজ করে ধরি দুই কানুক হাত।
যতনে ধরল ধনী আপনক মাথ ॥
বুঝিয়ে কহয়ে বর নাগর কান।
হাম নাহি মথুরা করব পয়াণ ॥
যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস।
বৈঠলি দুহুঁ তব ছোড়ি নিশ্বাস ॥
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি ॥ ১৩৬ ॥

ভবন্ বিরহ।

গান্ধার।

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল শূন্য ভেল ॥
রোদতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে ॥
অব সোই যমুনার কূলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে ॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান ॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা ॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব রোদন নহ সমুচিত ॥ ১৩৭ ॥

ধানশী।

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল ॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়ন-জলে দেখ বহয়ে হিল্লোল ॥

মনে অভিলাষ (হয়) পদপঙ্কজ অহর্নিশি কোলে আগলাইয়া রাখি।

ভণিতা নাই। পদকল্পতরু হইতে গৃহীত। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে কয়েকটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল ॥১৩৪॥

শূন্য ভেল— শূন্য হইল। রোদতি ইত্যাদি—পিঞ্জরস্থ শুকপক্ষী রোদন করিতেছে। ধেনুগণ মথুরার দিকে ধাবিত হইতেছে। ইহা দ্বারা পক্ষী ও পশুদিগের বিরহ বর্ণন করা হইল। ইহার ভাবার্থ এই যে, যখন পশুপক্ষী গণেরও শ্রীকৃষ্ণ বিরহ অসহ্য হইয়াছে, তখন আমাদের কথা আর কি বলিব। হাম সাগরে ইত্যাদি—অতএব আমি সাগরে প্রাণত্যাগ করিব। এখানে সাগর শব্দে কামসাগর কাম্যরূপ বুঝিতে হইবে। আমি মরিয়া অন্য জন্মে কৃষ্ণ হইব এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধা হইবে অর্থাৎ কান্তবিরহে কান্তাদিগের যে বাধা (পীড়া), তাহা তিনি অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ১৩৭ ॥

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি॥
কৈছনে যাওব যমুনা-তীর।
কৈছে নিহারব কুঞ্জ-কুটীর॥
সহচরী সঞে যাহা কয়ল ফুলধারী।
কৈছনে জীয়ব তাহি নিহারী॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তহিঁ রহুঁ কান॥ ১৩৮॥

ভূত বিরহ।

সুহই।

প্রেমক অঙ্কুর, আত জাত ভেল,
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ-চাঁদ, উদয় যৈছে যামিনী,
সুখলব ভৈ গেল নৈরাশা॥
সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহিল বিছুরাই॥ ধ্রু॥
কো জানে চাঁদ, চকোরিণী বঞ্চক,
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু, পীরিতি অনুমানিয়ে,
বিঘটিত বিহি নিরমাণ॥

পাপ পরাণ মম, আন নাহি জানত,
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ, নিকরুণ মাধব,
গোবিন্দ দাস রসপুর॥ ১৩৯॥

তিরোথা।

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় স্বজনী।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়ান কি নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥ ১৪০॥

গান্ধার।

সজল নয়ান করি, পিয়া-পথ হেরি হেরি,
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় দারুণ, তাহে পুন ঐছন,
দূরিহি করল মুরারী॥

শূন ভেল ইত্যাদি—মন্দির শূন্য হইল, নগর শূন্য হইল, দশদিক শূন্য হইল, অধিক কি বলিব সগরি অর্থাৎ সকলই শূন্য হইল। সঞে—সঙ্গে। ফুলধারী—বনমালী॥ ১৩৮॥

নিষ্ঠুর নায়কের জন্য রোদন করা উচিত নহে, কোন সখী এই কথা বলিলে শ্রীরাধা তাহার উত্তর করিতেছেন। আত—আতপ অর্থাৎ রৌদ্রে, প্রখর রৌদ্রে অঙ্কুর শুষ্ক হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। সুখলব—সুখ কথা। অব মুঝে—এখন আমাকে। নিঠুর—নিষ্ঠুর। মাধাই—মাধব। বিছুরাই—ভুলিয়া। কো জানে চাঁদ ইত্যাদি—হে সহি কে জানে যে চন্দ্র চকোরিণীকে বঞ্চনা করিবে? কে জানে যে মধুপ (ভ্রমর) মাধবীলতাকে বঞ্চনা করিবে? অর্থাৎ ইহা কখনই জানিতাম না। অতএব আমি অনুমান করি, দৈববিঘটন বশতঃ বিধাতা এই কৃষ্ণপ্রেম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার পাপ-প্রাণ কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই জানে না, এখনও কানু কানু করিয়া ঝুরিতেছে। "গোবিন্দদাস রসপুর" এই অংশটুকু গোবিন্দদাস কবিরাজ ঠাকুর পূর্ণ করিয়াছেন॥ ১৩৯॥

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধা কোন সখীর নিকট নিজ দুঃখ বর্ণনা করিতেছেন। হে সখি, মাধব মথুরাপুরে গেল, আমি কুলবালা কেমন করে দিন রাত্রি যাপন করিব? আমার নয়নের ঘুম মুখের হাসি গেল॥ ১৪০॥

স্বজনি, কিয়ে করব পরকার।
কি মোর করম ফলে, পিয়া গেল দেশান্তরে,
নিতি নিতি মদন-ঝঙ্কার ॥ ধ্রু ॥
নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ,
মোর পিয়া যার পাশে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হও, গিয়া পাশে উড়ি যাও,
সব দুখ কহোঁ তছু পাশে ॥
আনি দেই মোর পিউ, রাখহ আমার জীউ,
কো ইহ করুণাবান।
বিদ্যাপতি কহ, ধৈরজ ধর চিত,
তুরিতহিঁ মিলব কান ॥ ১৪১ ॥

পাহিড়া।

চীর চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা ॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনে মোহে কে কি না কহলা ॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে ॥
পুরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে ॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি ॥ ১৪২ ॥

তথা রাগ।

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করিয়া জনম বহি গেলা ॥
আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক যত গুণ বিসরিত ভেলা ॥
মনে মোর যত দুখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনি রাই।
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই ॥ ১৪৩ ॥

পঠমঞ্জরী।

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারী।
সেখানে লিখিও মোর নাম দুই চারি ॥
সখীগণ গণইতে লৈও মোর নাম।
পিয়া মোর বিদগধ বিধি ভেল বাম ॥
দিনে একবেরি পিয়া লিয়ে মোর নাম।
অরুণ দুর্ল্লভ করে দেই জল-দান ॥
এই সব আভরণ দিও পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি ॥ ১৪৪ ॥

করুণ বরাড়ী।

লোচন-লোর তটিনী নিরমাণ।
ততহিঁ কমলমুখী করত সিনান ॥
বেরী এক মাধব তুয়া রাই জীবই।
যব তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই ॥
ফুয়ল কবরী উলটি উরে পড়ই।
জনু কনয়াগিরি চামর ঢরই ॥

শ্রীরাধিকা কোন সখীকে বলিতেছেন, স্বজনী কি উপায় করিব। একতিল সময় আমার চারিযুগের মত মনে হইতেছে। আমার কর্ম্মফলে প্রিয় আমার দেশান্তরে গিয়াছে। আমার প্রিয়কে আনিয়া আমার জীবন বাঁচায়—এমন কে করুণাবান আছে ॥ ১৪১ ॥

চীর—বস্ত্র। উরে—বক্ষঃস্থলে। ঝাঁঝর—জর্জ্জরিত ॥১৪২॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন সখী কহিতেছেন, লোচন লোরে ইত্যাদি—শ্রীরাধার নয়ন-নীরে একটি নদী নির্ম্মিত হইয়াছে। কমলমুখী তাহাতেই স্নান করেন। বেরী এক ইত্যাদি—হে মাধব, একবার তোমায় নয়নে দেখিলে তোমার রাই বাঁচিতে পারে। শ্রীরাধার কবরী খুলিয়া উলটিয়া বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন কনকপর্ব্বতে চামর ব্যজন করিতেছে। ইহা দ্বারা

তুয়া গুণ গণইতে নিন্দ না হোই।
অবনত আননে ধনী কত রোই ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান।
বুঝনু তুয়া হিয়া দারুণ পাষাণ ॥ ১৪৫ ॥

গুর্জ্জরী।

মাধব, যাই না পেখহ বালা।
আজিহুঁ কালি, পরাণ পরিতেজিব,
কত সহ বিরহক জ্বালা ॥
শীতল সলিল, কমল-দল শেজহি,
লেপহুঁ চন্দন-পঙ্কা।
সো সব যতহুঁ, আনল সম হোয়ল,
দশ গুণ দহই মৃগাঙ্কা ॥
শকতি গেলহুঁ ধনী, উঠই ধরণী ধরি,
পেখহুঁ নিশি দিশি জাগি।
চমকি চমকি ধনী, বোলত শিব শিব,
জগত ভরল তছু আগি ॥
কাহে উপচার, বুঝই না পারই,
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।
কেবল দশমী দশা, বিধি সিরজিল,
অবহুঁ করহ অবধানে ॥ ১৪৬ ॥

বালা ধানশী।

মাধব, সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে, বারি ঝরু নিঝর,
জনু ঘন শাঙন মালা ॥
পুনমিক ইন্দু, নিন্দি মুখ সুন্দর,
সো ভেল অব শশিরেহা।
কলেবর কমল,- কাঁতি জিনি কামিনী,
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা ॥
উপবন হেরি, মূরছি পড়ু ভূতলে,
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই, ক্ষিতিপর লেখই,
পাণি কপোল অবলম্ব ॥
ঐছন হেরি, তুরিতে হাম আয়নু,
অব তুহুঁ করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ, নিকরুণ মাধব,
বুঝনু কুলিশক সার ॥ ১৪৭ ॥

কামোদ।

অনুখন মাধব, মাধব সোঙরিতে,
সুন্দরী ভেলী মাধাই।
ও নিজ ভাব, স্বভাবহি বিছুরল,
আপন গুণ লুবধাই ॥

শ্রীরাধার চিন্তা দশা বর্ণিত হইল। বিরহে যে দশটি দশা হয়, তাহার প্রথম দশার নাম চিন্তা। তুয়া গুণ গণইতে ইত্যাদি দ্বারা দ্বিতীয় দশা জাগরণ বর্ণিত হইল ॥ ১৪৫ ॥

হে মাধব, একবার বৃন্দাবনে গমন করিয়া দশা পেখহ (দেখ)। পরাণ পরিতেজিব—প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। প্রাণ পরিত্যাগের হেতু কহিতেছেন—কত সহ ইত্যাদি। জালার পরিমাণ কহিতেছেন—শীতল সলিল, কমলদলের শয্যা ও চন্দনপঙ্ক লেপন করিলেও সে সকল অগ্নিসম হইতেছে। মৃগাঙ্কা—চন্দ্র দশগুণ দহন করিতেছেন;—ইহাতে রাধার ব্যাধি-দশা অর্থাৎ সপ্তমী দশা বর্ণিত হইল। শকতি গেলহুঁ ইত্যাদি দ্বারা—তানব দশা অর্থাৎ চতুর্থী দশা বর্ণিত হইল। পেখহুঁ—দেখিলাম। নিশি দিশি—দিবারাত্র। ইহাতে জাগর্য্যা দশা প্রকাশ পাইতেছে। চমকি ইত্যাদি—চমকিত হইয়া শিব শিব এই বাক্য কহিতেছেন; ইহাতে উন্মাদ দশা বর্ণিত হইয়াছে। দশমী দশা—মৃত্যু ॥ ১৪৬ ॥

শব্দার্থ।

জনু ঘন শাঙন মালা—যেন শ্রাবণ মাসের মেঘমলা। পুনমিক ইন্দু—পূর্ণিমার চাঁদ। শশিরেহা—শশি রেখা। কাঁতি—কান্তি। পাণি—কর। কপোল—গাল। ঐছন—ঐরূপ। তুরিতে হাম আয়নু—শীঘ্র আমি আসিলাম। অব তুহুঁ করহ বিচার—এখন তুমি বিচার কর ॥ ১৪৭ ॥

মাধব, অপরূপ তোহারি সুলেহ।
আপনি বিরহে, আপন তনু জর জর,
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
ভোরহি সহচরী, কাতর দিঠি হেরি,
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখন রাধা, রাধা নাম রটতহি,
আধ আধ কহি বাণী॥
রাধা সঞে যব, পুন তহিঁ মাধব,
মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম, তবহি নাহি টুটত,
বাঢ়ত বিরহক বাধা॥
দুহু দিশে দারু, দহনে যৈছে দগধই,
আকুল কীট-পরাণ।
ঐছন বল্লভ, হেরি সুধামুখী,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ১৪৮॥

পীন পয়োধর দুরবি গতা।
মেরু উপজল কনকলতা॥
একাহ্নু একাহ্নু তোরি দোহাই।
অতি অপরুব দেখলি মাই॥
মুখ মনোহর অধর রঙ্গে।
ফুললি মাধুরী কমল সঙ্গে॥
লোচনযুগল ভৃঙ্গ আকারে।
মধুক মাতল উড়এল পারে॥
ভঁউ হেরি কথা পুছহ জনু।
মদনে জোড়লি কাজর ধনু॥
ভণে বিদ্যাপতি দূতী বচনে।
এত শুনি কাহ্নু করু গমনে॥ (ক) ১৪৯

সুহই।

মাধব পেখনু সো ধনী রাই।
চিতপুতলী জনু এক দিঠে চাই॥
বেঢ়ল সকল সখী চৌপাশা।
অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা॥
অতি ক্ষীণ তনু জনু কাঞ্চন-রেহা।
হেরইতে কোই না ধরু নিজ দেহা॥
কঙ্কণ বলয়া গলিত দুহুঁ হাত।
ফুয়ল কবরী না সম্বরি মাথ॥
চেতন মুরছল বুঝই না পারি।
অনুখন ঘোর বিরহজ্বরে জারি॥
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
তেজল অব জগজন অনুলেহ॥ ১৫০॥

তিরোথা।

হিম হিম কর-কর, তাপে তাপায়নু,
ভৈ গেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাকমুখে, নাহি সম্বাদই,
কিয়ে করু মদন দুরন্ত॥

হে মাধব! রাধা অতি আশ্চর্য্য উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা কেবল তোমারই প্রেমের মহিমা। ও নিজ ভাব ইত্যাদি বিছুরিল—বিস্মৃত হইয়াছেন। লুবধাই—লুব্ধ হইয়া। ভোরহি সহচরী ইত্যাদি—রাধার কাতর দৃষ্টি ও নয়নের অশ্রু দেখিয়াই সহচরীগণ ভোর হইয়াছে। ভোর—চিন্তাযুক্ত। অনুখন মাধব ইত্যাদি—ক্ষণে ক্ষণে মাধব ভাবিয়াই তিনি নিজেই মাধব হইয়াছেন। সঞে—সঙ্গে॥ ১৪৮॥

(ক) দেশ রাজ বিজয় ছন্দ। তের হইতে চৌদ্দ মাত্রা। দুরবি—দুর্ব্বল শব্দ হইতে, তন্বী। গতা—গাত্র। কনকলতা (দেহ) যেন মেরু (পয়োধর) উৎপন্ন হইল॥ ১৪৯॥

চিতপুতলী—চিতপুত্তলী। এক দিঠ—এক দৃষ্টি। বেঢ়ল ইত্যাদি—চারিদিকে সখীগণ বেষ্টিত হইয়া রাধার প্রাণবায়ু পরীক্ষা করিতেছিল, তাহাতে অতি ক্ষীণশ্বাস নাসাদ্বারে প্রবাহিত হইতেছে প্রতিপন্ন হইল। রাধার কৃশতা বর্ণিত হইতেছে; কঙ্কণ ইত্যাদি—দুই হস্তের কঙ্কণ বলয় গলিত হইয়াছে॥ ১৫০॥

জাননু রে সখি, কু-দিবস ভেল।
কি খেণে বিহি মোর, বিমুখ ভেল রে,
পালটি দিঠি নাহি দেল ॥
এত দিনে তনু মোর, সাধে সাধায়নু,
বুঝনু আপন নিদান।
অবধিক আশ, ভেল সব কাহিনী,
কত সহ পাপ পরাণ ॥
বিদ্যাপতি ভণ, মাধব নিকরুণ,
কাহে সমুঝায়ব খেদ।
ইহ বাড়বানল-, তাপ অধিক ভেল,
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ ॥ ১৫১ ॥

শ্রীগান্ধার।

ফুটল কুসুম নব, কুঞ্জ-কুটীর বন,
কোকিল পঞ্চম গাওই রে।
মলয়ানিল হিম-, শিখরে সিধারল,
গিয়া নিজ দেশে না আওই রে ॥
চাঁদ চন্দন তনু, অধিক উতাপই,
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত, কান্ত রহুঁ দূরদেশ,
জাননু বিহি প্রতিকূল ॥
অনিমিখ নয়ানে, নাহ-মুখ নিরখিতে,
তিরপিত না হয়ে নয়ান।
এ সুখ সময়ে, সহয়ে এত সঙ্কট,
অবলা কঠিন পরাণ ॥
দিনে দিনে ক্ষীণতনু, হিমে কমলিনী জনু,
না জানি ইহ পরিযন্ত।
বিদ্যাপতি কহ, ধিক্ ধিক্ জীবন,
মাধব নিকরুণ-অন্ত ॥ ১৫২ ॥

ধানশী।

পহিল বয়স মোর না পূরল সাধে।
পরিহরি গেলা পিয়া কোন অপরাধে ॥
হাম অবলা দুখ সহনে না যায়।
বিরহ দারুণ দুখে মদন সহায় ॥
কোকিল কলরবে মতি অতি ভোর।
কহ কহ সজনি কোন গতি মোর ॥
গগনে গরজে ঘন ফুকরে ময়ূর।
একলি মন্দিরে হাম পিয়া মধুপুর ॥
ঐছন সখীর করম কিয়ে ভেল।
বিদ্যাপতি কহ হব পুন মেল ॥ ১৫৩ ॥

তুড়ী।

ফুটল কুসুম সকল বন-অন্ত।
মিলল অব সখি সময় বসন্ত ॥
কোকিলকুল কলরব হি বিথার।
পিয়া পরদেশ হাম সহই না পার ॥
অব যদি যাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐছে হামারি মন মান ॥
ইহ সুখ-সময়ে সোই মঝু নাহ।
কা সঞে বিলসিব কো কহ তাহ ॥
তুহুঁ যদি ইহ দুখ কহ তছু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহ পূরব কাম ॥ ১৫৪ ॥

কান্ত কাক মুখেও সংবাদ দিল না, বসন্ত বয়ে গেল, মদন দুরন্ত হইল—তবুও কান্তর দেখা পেলুম না। সখী বুঝিলাম—কু-দিবস ভেল, আমার কু-দিন এসেছে ॥ ১৫১ ॥
সিধারল—প্রবেশ করিল। নিরখিতে—দেখিতে। পরিযন্ত—পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ॥ ১৫২ ॥

পহিল বয়স—প্রথম বয়স। না পূরল—পূরিল না। পরিহরি—ত্যাগ করিয়া। গেলা—গেল। ঐছন—ঐরূপ। করম—কর্ম্মফল। কিয়ে ভেল—কি হইল ॥ ১৫৩ ॥

দূতীর প্রতি শ্রীরাধার উপদেশ বাক্য। হামারি মন মান—আমার মন বুঝিয়া। মঝু নাহ—আমার নাথ। কা সঞে—কাহার সঙ্গে। তুহুঁ যদি ইত্যাদি—হে সখি, এই সকল দুঃখের কথা (তছু—তাহার। ঠাম—নিকট) তাহার নিকট বল, তবে অবশ্যই আমার কামনা পূর্ণ হইবে ॥ ১৫৪ ॥

পাহিড়া।

হাম ধনী তাপিনী, মন্দিরে একাকিনী,
দোসর জন নাহি সঙ্গ।
বরিষা পরবেশ, পিয়া গেল পরদেশ,
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ ॥
স্বজনি, আজু শমন-দিন হোয়।
নব নব জলধর, চৌদিকে ঝাঁপল,
হেরি জীউ নিকসয়ে মোয় ॥
ঘন ঘন গরজিত, শুনি জীউ চমকিত,
কম্পিত অন্তর মোর।
পাপিহা দারুণ, পিউ পিউ সোঙরণ,
ভ্রমি ভ্রমি দেই তছু কোর ॥
বরিখয়ে পুন পুন, আগি দহন জনু,
জাননু জীবন-অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ, শুন রমণীবর,
মিলহ পহুঁ গুণবন্ত ॥ ১৫৫ ॥

জয় জয়ন্তী।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা ভাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝঞ্ঝা ঘন গর-, জন্তি সন্ততি,
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন, কাম দারুণ,
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ কত শত, পাত-মোদিত,
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী,
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির ভরি ভরি, ঘোর যামিনী,
থির বিজুরীক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ, কৈছে গোঙায়বি,
হরি বিনু দিন রাতিয়া ॥ ১৫৬ ॥

স্বপ্ন।

আওল গোকুলে নন্দকুমার।
আনন্দে কোই কহই জানি পার ॥
কি কহব রে সখি রজনীক কাজ।
স্বপনহি হেরনু নাগররাজ ॥
আজি শুভনিশি কি পোহায়ল হাম।
প্রাণ পিয়ারে করনু পরণাম ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ তোহে মিলব মুরারী ॥ ১৫৭ ॥

ধানশী।

স্বজনি কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি, পার কিয়ে পাওব,
মঝু মনে নাহি পাতিয়াই ॥
এখন তখন করি, দিবস গোঙায়নু,
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি, বরিখ গোঙায়নু,
ছোড়নু জীবনক আশা ॥
বরিখ বরিখ করি, সময় গোঙায়নু,
খোয়নু এ তনু-আশে।
হিমকর কিরণে, নলিনী যদি জারব,
কি করব মাধবী মাসে ॥
অঙ্কুর তপন, তাপে যদি জারব,
কি করব বারিদ মোহে।
ইহ নব যৌবন, বিরহে গোঙায়ব,
কি করব সো পিয়া-লেহে ॥

শ্রীরাধার বর্ষাকালোচিত বিলাপ বর্ণিত হইতেছে। বরিষা পরবেশ—বর্ষা আসিল। নব জলধর—নূতন মেঘ। চৌদিকে ঝাঁপল—চারিদিকে বেড়িল। কিন্তু পিয়া গেল পরদেশ। পাপিহা—চাতক। চাতক পিউ পিউ শব্দ করিয়া আমার পিউ অর্থাৎ প্রিয়কে স্মরণ করাইয়া দিতেছে ॥ ১৫৫ ॥

এ ভরা ভাদর—এই ভরা ভাদ্র। ভরা—পরিপূর্ণ। ঘন গরজন্তি—মেঘ গর্জ্জন করিতেছে। সন্ততি—সন্তত অর্থাৎ সতত। বরিখন্তিয়া—বর্ষণ করিতেছে। পাহুন—নিষ্ঠুর। কাম—কন্দর্প। সঘনে—ঘন ঘন। দাদুরী—ভেক। ছাতিয়া—বুক। থির বিজুরী—স্থির বিদ্যুৎ ॥ ১৫৬ ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বরযুবতী,
অব নাহি হোত নিরাশ।
সে ব্রজনন্দন, হৃদয় আনন্দন,
ঝটিতে মিলব তুয়া পাশ ॥ ১৫৮ ॥

সুহই।

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভিত ভরি গেল ॥
ভেল পরভাত পুছিই সবহুঁ।
কহ কহ রে সখি কালি কবহুঁ ॥
কালি কালি করি তেজনু আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পুর-রমণীগণ রাখল বারি ॥ ১৫৯ ॥

তথা রাগ।

কত দিন মাধব, রহব মথুরাপুর,
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ায়লুঁ,
বিছুরল গোকুল নাম ॥
হরি হরি, কাহে কহব এ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ,
জীবন আছয়ে কিবা সাধ ॥
পূরব পিয়ারী, নারী হাম আছিনু,
অব দরশনহুঁ সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি, সবহুঁ কুসুমে রমি,
না তেজই কমলিনী-লেহ ॥
আশ-নিগড় করি, জীউ কত রাখব,
অবহি যে করত পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ, আশ-হীন নহ,
আওব সো বর কান ॥ ১৬০ ॥

ধানশী।

মাধব, হেরিয়া আইনু রাই।
বিরহ-বিপতি, না দেই সমতি,
রহল বদন চাই ॥
মরকতস্থলী, শুতলি আছলি,
বিরহে সে ক্ষীণ দেহা।
নিকষ পাষাণে, যেন পাঁচবাণে,
কষিল কনক-রেহা ॥
বয়ান মণ্ডল, লোটায় ভূতল,
তাহা সে অধিক শোহে।
রাহু ভয়ে শশী, ভূমে পড়ু খসি,
ঐছে উপজল মোহে ॥
বিরহ বেদন, কি তোহে কহব,
শুনহ নিঠুর কান।
ভণ বিদ্যাপতি, সে যে কুলবতী,
জীবন সংশয় জান ॥ ১৬১ ॥

ভাবার্থ।

সখি! কে বলে, মাধব আসিবেন? আমি কি বিরহ সমুদ্রের পার প্রাপ্ত হইব? ইহা ত আমার মনে প্রত্যয় হইতেছে না। হিমকর কিরণে ইত্যাদি—চন্দ্র-কিরণে কমলিনী যদি জর্জ্জরিত হইল, তবে আর বসন্ত-কাল আসিলে কি হইবে? অঙ্কুর ইত্যাদি—সূর্য্যাতপে যদি অঙ্কুর শুষ্ক হইয়া গেল, তবে আর মেঘের আবশ্যক কি? ইহ নব যৌবন ইত্যাদি—আমার এই নূতন যৌবন যদি বিরহে কাটাইলাম, তবে আর কৃষ্ণপ্রেমের প্রয়োজন কি ॥ ১৫৮ ॥

হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ কালি আসিবেন বলিয়া গেলেন, আমি তাহা এই ভিত্তিতে লিখিয়া লিখিয়া ভিত্তি পূর্ণ করিলাম, তথাপি কৃষ্ণ আসিলেন না। তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, প্রভাত ত হইতেছে, তবে কৃষ্ণের সে "কালি" কবে, তোমরা বলিতে পার? পুর-রমণীগণ রাখল বারি—মথুরার নারীগণ বারণ করিয়া রাখিয়াছে অর্থাৎ আটকাইয়া রাখিয়াছে ॥ ১৫৯ ॥

শব্দার্থ।

কবে ঘুচব বিহি বাম—কবে বিমুখ বিধাতা সদয় হইবেন। পূরব পিয়ারী—পূর্ব্বের পিয়া। অব দরশনহুঁ সন্দেহ—এখন দর্শন পাওয়া সন্দেহস্থল। না তেজই—ত্যাগ করে না। লেহ—স্নেহ। ভ্রমর সকল কুসুমেই ভ্রমণ করে, তথাপি সে কমলিনীর প্রীতি ভুলিতে পারে না। কৃষ্ণ কিন্তু তাহার বিপরীত। আশ নিগড় ইত্যাদি—আশারূপ শৃঙ্খলে আর কত কাল জীবন বান্ধিয়া রাখিব ॥ ১৬০ ॥

তথা রাগ।

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি, কহতহি বেরি বেরি,
অব জীউ সব সমাধা॥
ধরণী ধরিয়া ধনী, যতনহি বৈঠত,
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিণী, জগ মাহা তাপিনী,
বৈরী মদন শরধারা॥
অরুণনয়ন লোরে, তিতল কলেবর,
বিলুলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির, করইতে সংশয়,
সহচরী গণতহিঁ শেষা॥
আনি নলিনী কেহো, ধনিক শুতাওলি,
কোই দেই মুখ পয়নীরে।
নিশবদ হেরি কোই, শাস নেহারত,
কোই দেই মন্দ সমীরে॥
কি কহব খেদ, ভেদ জনু অন্তর,
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, সোই কলাবতী,
জীবন বন্ধন আশ পাশ॥ ১৬২॥

মল্লার।

হিমকর পেখি, আনত কর আনন,
রহত করুণা-পথ হেরি।
নয়ন-কাজর দেই, লিখই বিধুন্তুদ,
তা সঞে কহতহিঁ টেরি॥
মাধব, কঠিন হৃদয় পরবাসী।
তোহারি বিলাসিনী, পেখনু বিরহিণী,
অবহুঁ পালটি গৃহে যাসি॥ ধ্রু॥
দক্ষিণ পবন বহে, কৈছে যুবতী সহে,
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গেলহুঁ পরাণ, আশা দেই রাখই,
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ॥
মীন কেতন ভয়ে, শিব শিব শিব কহে,
ধরণী লোটাওই সেহ।
নয়ন-নীরে লেই, সজল কমল দেই,
শম্ভু পূজয়ে নিজ দেহ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শিবসিংহ নরপতি,
বিরহক ইহ উপচারি।
পরভৃতকে ডর, পায়স লেই কর,
বায়স নিয়ড়ে ফুকারি॥ ১৬৩॥

ধানশী।

কি কহব মাধব কি করব কাজে।
পেখনু কলাবতী প্রিয়সখী মাঝে॥
আছইতে আছল কাঞ্চন পুতুলা।
ত্রিভুবনে অনুপম রূপে গুণে কুশলা॥
এবে ভেল বিপরীত ঝামর-দেহা।
দিবসে মলিন জনু চান্দকি রেহা॥
বাম করে কপোল লোলিত কেশভার।
করনখে লিখ মহী আঁখি জলধার॥
বিদ্যাপতি ভণ শুন বর কান।
রাজা শিবসিংহ ইথে পরমাণ॥ ১৬৪॥

মায়ুর।

মাধব অবলা পেখনু মতিহীনা।
সারঙ্গ শবদে, মদন অতি কোপত,
তাহে দিনে দিনে অতি ক্ষীণা॥
রহত বিদেশে, সন্দেশ না পাঠায়সি,
কৈছে জীবয়ে ব্রজবালা।

মরকতস্থলী—হরিৎক্ষেত্র। শুতলি—শুইয়া। নিকষ পাষাণে—কষ্টি পাথরে। শোহে—শোভে॥ ১৬১॥

পরবোধব—প্রবোধ দেব। জগ মাহা—পৃথিবীর মধ্যে। উতপত—উদিত বা নির্গত॥ ১৬২॥

হিমকর পেখি—চন্দ্র দর্শন করিয়া। আনত—অবনত। নয়নে কাজর দেই ইত্যাদি—নয়ন কজ্জল দ্বারা বিধুন্তুদ অর্থাৎ রাহুমূর্ত্তি লিখিতেছেন। পরভৃতকে ইত্যাদি—(পরভৃত—কোকিল) কোকিলের ভয়ে ভীত হইয়া পায়স অর্থাৎ দুগ্ধ লইয়া বায়স অর্থাৎ কাকের নিকটে গিয়া বলিতেছেন॥ ১৬৩॥

কাঞ্চন পুতুলা—সোনার পুতুল। ঝামর দেহা—মলিন অঙ্গ। রেহা—রেখা। লোলিত—বিলোলিত বা আন্দোলিত॥ ১৬৪॥

সে হেন সুনাগরী, রূপে গুণে আগরি,
জারল বিরহ-বিষ-জ্বালা ॥
উর বিনু শেজ, পরশ নাহি পায়ই,
সোই লুঠত মহী কামে।
পূর্ণমিক চাঁদ, টুটি পড়ল জনু,
ঝামর চম্পক-দামে ॥
সোই অবধি দিন, বহু আশোয়াসলুঁ,
তৈ ধনী রাখত পরাণ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, নিকরুণ মাধব,
শুনইতে হরল গেয়ান ॥ ১৬৫ ॥

মায়ূর।

মাধব, অবলা পেখনু মতিহীনা।
সারঙ্গ-শবদে, মদন অধিকায়ল,
তা দিনে দিনে ভেল ক্ষীণা ॥
রহত বিদেশ, সন্দেশ না পাঠায়লি,
কৈছে জীয়ত ব্রজবালা।
তো বিনু সুন্দরী, ঐছন ভেলহি,
যৈছে নলিনী পর পালা ॥
সকল রজনী ধনী, রোই গোঙায়াই,
স্বপনে না দেখয়ে তোয়।
ধৈরজ কৈছে, ধরব বরকামিনী,
অনিমিখে তুয়া পথ জোয় ॥
বিদ্যাপতি ভণ, শুন বর-মাধব,
হাম আওনু তুয়া পাশ।
তুরিতে চলহ অব, ধৈরজ না সহ,
ঐছন বিরহ হুতাশ ॥ ১৬৬ ॥

সিন্ধুড়া।

কুসুমিত কানন, হেরি কমলমুখী,
মুদি রহু এ দুই নয়ান।
কোকিল-কলবর, মধুকর ধ্বনি শুনি,
কর দেই ঝাঁপল কান ॥
মাধব শুন শুন বচন হামারি।
তুয়া গুণে সুন্দরী, অতি ভেল দুবরি,
গুনি গুনি প্রেম তোহারি ॥ ধ্রু ॥
ধরণী ধরিয়া ধনী, কত বেরি বৈঠত,
পুন তহিঁ উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি, চৌদিশ হেরি হেরি,
নয়নে গলয়ে জলধারা ॥
তোহারি বিরহে দীন, খেনে খেনে তনু ক্ষীণ,
চৌদশী চাঁদ সমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শিবসিংহ নরপতি,
লছিমদেবী পরমাণ ॥ ১৬৭ ॥

তুড়ী।

মাধব, ও নব-নাগরী বালা।
তুহুঁ বিছুরলি, বিহি কটাবলি,
ভেলি নিমালিক মালা ॥
সে যে সোহাগিনী, দেহলি লাগনি,
পন্থ নেহারই তোরা।
নিচল লোচন, না শুনে বচন,
ঢরি ঢরি পড়ু লোরা ॥
তোহারি মুরলী, সে দিক ছাড়লি,
ঝামরু ঝামরু দেহা।

সারঙ্গ—চাতক। কোপত—উদ্দীপ্ত। রূপে গুণে আগরি—রূপে ও গুণে অগ্রবর্ত্তিনী ॥ ১৬৫ ॥
যৈছে নলিনী পর পালা—যেমন পদ্মের উপর পালা অর্থাৎ ঘন হিমকণা থাকে না, সেইরূপ বিরহ হুতাশ আর সহ্য হইতেছে না ॥ ১৬৬ ॥

দুবরি—দুর্ব্বলা। তোহারি ইত্যাদি—শ্রীরাধা তোমার বিরহে অতি দীনা হইয়াছেন। তাঁহার শরীর ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত চৌদশী চাঁদ সমান—যেমন কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর চন্দ্রকলা ॥ ১৬৭ ॥

জনু সে সোণারে, কষি কসটীক,
তেজল কনক-রেহা ॥
ফুয়ল কবরী, না বান্ধে সংবরি,
ধনী যে অবশ এতা।
রুখলি ভুখলি, ঢুখলি, দেখলি,
সখিনী-সঙ্গ সমেতা ॥
তুষসি তুষসি, পড়ু খসি খসি,
আলি-আলিঙ্গন চাহে।
যাকর বেয়াধি, পরাধীন ঔষধি,
তাকর জীবন কাহে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, করিয়ে শপথি,
আর অপরূপ কথা।
ভাবিতে ভাবিতে, তোহারি চরিতে,
ভরম হইল যথা ॥ ১৬৮ ॥

মল্লার রাগ।

মলিন চিকুর তনু চীরে।
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীরে ॥
শুন মাধব, কি বোলব তোয়।
তুয়া গুণে লুবধি মুগধি ভেল সোয় ॥
কোই কমলদলে করই বাতাস।
কোই চতুর ধনী হেরই নিশ্বাস ॥
কোই কহে আওল হরি।
শুনিয়া চেতন ভেল নাম তোহারি ॥
উরে দোলে শ্যামর বেণী।
কমলিনী কোরে যেন কাল সাপিনী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিণী-বেদন সখী সমুঝায়ে ॥ ১৬৯ ॥

সুহিনী।

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কত দিনে ঘুচব গুরুয়া ঢুখভার ॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি ॥
কত দিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহুঁ পয়োধরে দেয়ব হাত ॥
কত দিনে করে ধরি বসাওব কোর।
কত দিনে মনোরথ পূরব মোর ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ভাগউ সকল ঢুখ মিলত মুরারী ॥ ১৭০ ॥

ধানশী।

নাহ দরশ-সুখ বিহি কৈলে বাদ।
আঙ্কুরে ভাঙ্গল বিনি অপরাধ ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতকী মরি গেল ॥
আন কয়ল হিয়ে বিধি কৈলে আন।
অব নাহি নিকষয়ে কঠিন পরাণ ॥
এ সখি বহুত কয়ল হিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ ॥
শ্রবণহি শ্যাম-নাম করু গান।
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ ॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ সমাপন প্রেম বিখারি ॥ ১৭১ ॥

ঘুচব—ঘুচিবে। ভাগই—পলায়ন করিয়াছে ॥ ১৭০ ॥

ভাবার্থ।

দূতী শ্রীমতীর দশমী দশা অর্থাৎ মৃত্যুদশা বর্ণন করিতেছেন। নাহ—নাথ। নাথ দর্শনের সুখে বিধাতা বাদ সাধিয়াছে। আঙ্কুরে—অঙ্কুরে। সুখময় সাগর মরুভূমি হইল। জলদ দেখিয়াই চাতকী মরিয়া গেল, সে আর বর্ষার অপেক্ষা করিতে পারিল না। আমার হৃদয় যে প্রকার করে, বিধাতা তাহার বিপরীত আচরণ করে। হে সখি, আমি হৃদয় মধ্যে অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম, শ্রীকৃষ্ণ অতি সুপুরুষ, আমার প্রাণনাথ, তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত হইলাম। অতএব আমি প্রাণত্যাগ করি, তোমরা আমার শ্রবণে শ্যামনাম গান কর, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাউক, তাহা হইলে দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ॥ ১৭১ ॥

পাহিড়া।

বররামা হে সো কিয়ে বিছুরণ যায়।
করে ধরি মাথুর,- অনুমতি মাগিতে,
ততহি পড়ল মুরছায় ॥
কিছু গদগদ স্বরে, লহু লহু আখরে,
যো কিছু কহল বররামা।
কঠিন শরীর মোর, তেঞি চলি আওনু,
চিত রহল সোই ঠামা ॥
তা বিনে রাতি, দিবস নাহি ভাওই,
তাহে রহল মন লাগি।
আন রমণী সঞে, রাজসম্পদময়ে,
আছিয়ে যৈছে বৈরাগী ॥
দুই এক দিবসে, নিচয়ে হাম যায়ব,
তুহুঁ পরবোধবি তাই।
বিদ্যাপতি কহ, চিত রহল তাহাঁ,
প্রেমে মিলায়ব যাই ॥ ১৭২ ॥

তথা রাগ।

মনমথ তোহে কি কহব অনেক।
দিঠি-অপরাধে পর পীড়সি
এ তুয় কোন বিবেক ॥
ডাহিন নয়ন পীশুনগণ-বারণ
পরিজন বামহি আধ।
আধ নয়ন-কোণে যব হরি পেখলুঁ
তাহে ভেল এত পরমাদ ॥
পূর বাহির পথ করত গতাগত
কে নাহি হেরত কান।
তোহারি কুসুম-শর কথিহুঁ ন সঞ্চরু
হামারি হৃদয়ে পাঁচবাণ ॥ (ক) ১৭৩ ॥

ভাবোল্লাস।

ধানশী।

যব হরি আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তুর ॥
আলিপন দেওব মোতিম-হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচভার ॥
সহকার পল্লব চুচুক দেবি।
মাধব সেবি মনোরথ নেবি ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন-নীরে করব অভিষেকে ॥
আলিঙ্গন দেয়ব পিয়াকর আগে।
ভণই বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে ॥ ১৭৪ ॥

শব্দার্থ।

দূতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য। সো কিয়ে বিছুরণ যায়—তাহাকে কি বিস্মৃত হইতে পারা যায়? ততহি ইত্যাদি—সেই স্থানে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চিত রহল ইত্যাদি—আমার চিত্ত সেই স্থানেই রহিল। দুই এক দিনের মধ্যে নিশ্চয় আমি যাইব, তুমি শ্রীরাধাকে এই প্রবোধবাক্য বলিও ॥ ১৭২ ॥

ভাবার্থ।

(ক) মন্মথ, তোমাকে অধিক কি কহিব, দৃষ্টি অপরাধে (মাধবকে দেখিয়াছি এই মাত্র অপরাধে) প্রাণ পীড়ন (করিতেছ) এ তোমার কিরূপ বিবেচনা?

দক্ষিণ চক্ষে পীশুনগণের বারণ (দুষ্ট লোকের ভয়ে দক্ষিণ চক্ষে হরি দেখি না), বাম চক্ষেরও অর্দ্ধেকে হরি-দর্শনে পরিজনদিগের বারণ অর্থাৎ পরিজনদিগের ভয়ে বাম লোচনার্দ্ধেও হরিকে দেখি না। অর্দ্ধেক নয়নকোণে (ঈষন্মাত্র কটাক্ষে) যদি হরিকে দেখিলাম, তাহাতে এত প্রমাদ হইল।

গৃহ হইতে বাহির পথে যাতায়াত করিতে কানাইকে কে না দেখে? তোমার কুসুমশর কোথায় সঞ্চার করে না, আমারি হৃদয়ে পঞ্চবাণ (বিদ্ধ) হইল। দৃশ্যসে পুরঞ্চাগতাগতমেব সে বিদধাসি ॥ ১৭৩ ॥

যখন মাধব গোকুলে আসিবেন তখন ঘরে ঘরে সমস্ত নগরে জয়তুর অর্থাৎ বিজয় তুরী বাজিবে এবং শ্রীরাধা কহিতেছেন, আমার হৃদয়স্থ মৌক্তিক মালাই আলিপনা হইবে, আমার কুচভার মঙ্গলঘট হইবে। ঘটের উপরে আম্রশাখা দেওয়ার আচার আছে, এজন্য শ্রীরাধা কহিতেছেন সহকার পল্লব চুচুক দেবি অর্থাৎ দিব। (স্তনাগ্রভাগকে

তথা রাগ।

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনক-কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গনে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥
নিশি দিশি হানব কামিনী ঠাট।
চৌদিকে পসারব চান্দকি হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুই এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥ ১৭৫॥

বালা ধানশী।

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরব।
যাওব হাম যতন পহু করব॥
রভস মাগব পিয়া যবহি।
মুখ মোড়ি বিহসি বোলব নহি তবহিঁ॥
কাঁচুয়া ধরব যব হটিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সো পহু সুপুরুখ-ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধরমধু পীয়ব হামারা॥
তৈখনে হরব মো চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে॥ ১৭৬॥

সুহই।

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সো চাঁদ-বয়ান॥
নহি নহি বোলব যব হাম নারী।
অধিক পীরিতি তব করব মুরারী॥
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।
চির দিনে হৃদয় জুরায়ব মোর॥
করব আলিঙ্গন দূরে করি মান।
ও রসে পূরব হাম মুদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তোহারি পীরিতিক যাই বলিহারি॥ ১৭৭॥

ধানশী।

কি কহব রে সখি আনন্দ-ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওড়নী পিয়া গীরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥

চুচুক বলে এবং সৌরভবিশিষ্ট আম্রকে সহকার কহে) মাধবকে সেবা করিয়া মনোরথ পূর্ণ করিব। ধূপ দীপ ইত্যাদি—স্বীয় অঙ্গের সৌরভ ধূপ হইবে। নিজ অঙ্গকান্তিই দীপ হইবে। নৈবেদ্য—নিবেদনোপযোগী উপভোগাদি। ভণহি ইত্যাদি—বিদ্যাপতি কহিতেছেন, রস ভাগে অর্থাৎ এইরূপ রস ভাগ্যে হয়॥ ১৭৪॥

মঝু গেহে—আমার গৃহে। প্রিয় যখন আমার গৃহে আসিবে তখন আমার দেহ দিয়াই সকল মঙ্গলাচার করিব॥ ১৭৫॥

শব্দার্থ।

হটিয়া—বলপূর্ব্বক। যখন রসিক বলপূর্ব্বক আমার কাঁচুলি ধরিবে, তখন আধ দিঠিয়া অর্থাৎ আড়চোখে চাহিয়া হাত দিয়া তাহার হাত আটকাইব॥ ১৭৬॥

দিঠি ভরি ইত্যাদি—সেই চন্দ্রবদন নয়ন ভরিয়া দর্শন করিব। ভণয়ে ইত্যাদি—বিদ্যাপতি কহিতেছেন, তোর প্রীতির বলিহারি যাই॥ ১৭৭॥

গীরিষের বা—গ্রীষ্মের বায়ু। না—নৌকা॥ ১৭৮॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিন দুই চারি ॥ ১৭৮ ॥

গান্ধার শ্রীরাগ।

আজু রজনী হাম, ভাগে পোহায়নু,
পেখনু পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন, সফল করি মাননু,
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মাননু,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল,
টুটল সবহুঁ সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব, লাখ লাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব, লাখ বাণ হউ,
মলয়-পবন বহু মন্দা ॥
অবহন যবহুঁ, মোহে পরি হোয়ত,
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ, অলপ ভাগী নহ,
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা ॥ ১৭৯ ॥

ধানশী।

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দুখ গেল ॥
যতহুঁ আছল মঝু হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া-পরসাদ ॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরকি পানে বিরহ দূরে গেল ॥
চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়নে নাহিক অবকাশ ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔখদে না রহে বিয়াধি ॥ ১৮০ ॥

কেদার বিহগড়া।

ঝাঁপল কনয়-ধরাধর জলধর
দামিনী জলদ আগোরি।
নিজ চঞ্চল-গুণ জলদে সোঁপি পুন
তছু ধৈরজ করু চোরি ॥
দেখ সখি অপরূপ বাদর ভেল।
নিজ পদ পরিহরি দিনমনি সঞ্চরি
গিরিবর-সান্ধিম গেল ॥
সশবদ ঘন ঘন বহই সমীরণ
থরকয়ে মোরক পাখ।
ভয়ে আকুল ফণি ধরণি ছোড়ি মণি
বেঢ়ি রহল পাঁচ-শাখ ॥
ভণ ঘনশ্যাম দাস পুন হেরই
সবহুঁ ভেল বিপরীত।
উলটল ভূধর মেঘ মহীতল
অদভুত দেব-চরিত ॥ ১৮১ ॥

গান্ধার।

ছোড়ল অভরণ মুরলী-বিলাস।
পদতলে লুঠয়ে সো পীতবাস ॥
যাক দরশ বিনে ঝরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান ॥
সুন্দরী, তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিকবর কান ॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত ॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ প্রেম সাঙ্গাতি।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি ॥

পেখনু—দেখিলাম। নিরদন্দা—নির্দ্বন্দ। পরিহোয়ত—পরিহার করে। মানব—মনে করিব। আজ আমি প্রিয়ার মুখচন্দ্র দেখিলাম—এখন লক্ষ কোকিল ডাকুক—লক্ষ চন্দ্র উদিত হউক, মদনের পাঁচবাণ—লক্ষ বাণ হউক—মলয় পবন বহুক আর ভয় নাই ॥ ১৭৯ ॥

ঋতুপতি—বসন্ত। আধি—মনঃপীড়া। ঔখদে—ঔষধে। বিয়াধি—ব্যাধি ॥ ১৮০ ॥

আজু যদি মানিনী তেজবি কান্ত।
জনম গোঙাওবি রোই একান্ত॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি না হয় সমুচিত॥ ১৮২॥

ভূপালী।

এ ধনি মানিনী কঠিন-পরাণী।
এতহুঁ বিপদে তুহুঁ না কহসি বাণী॥
ঐছন নহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে মিলন হয়ে সমুচিত॥
তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ।
তব তুহুঁ কা সঞে সাধবি মান॥
কো কহে কোমল-অন্তর তোয়।
তুহুঁ সম কঠিন-হৃদয় নাহি হোয়॥
অব যদি না মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব না কহব বাত॥ ১৮৩॥

সিন্ধুড়া।

আইস আইস বন্ধু আধ আঁচরে আসি বৈস
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
সফল করিয়ে আঁখি॥
বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে, যেখানে পরাণ,
সেই খানে লঞা থোব॥ ধ্রু॥
কাল কেশের মাঝে, তোমারে রাখিব,
পূরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে, তাহারে প্রবোধিব,
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ॥
নহেত লেহের, নিগড় করিয়া,
বান্ধিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে, নেউক আসিয়া,
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ॥ ১৮৪॥

ভূপালী।

চির দিনে সো বিহি ভেল অনুকূল।
পুন পুন হেরইতে ভেল আকুল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
তুহুঁ অধরামৃতে তুহুঁ মুখ ভরু॥
তুহুঁ তনু কাঁপই মদনক রচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত পুন সদনে॥
বিদ্যাপতি অব কি কহব আর।
যৈছে প্রেম তুহুঁ তৈছে বিহার॥ ১৮৫॥

ভূপালী।

মদন-মদালসে শ্যাম বিভোর।
শশীমুখী হাসি হাসি করু কোর॥
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাষ॥
রসবতী নারী রসিক বর কান।
হিয়ায় হিয়ায় দোহার বয়ানে বয়ান॥
তুহুঁ পুন মাতল তুহুঁ শর হান।
বিদ্যাপতি করু সো রস গান॥ ১৮৬॥

গুর্জ্জরী।

দিনকর-কিরণ-রহিত মন কুঞ্জহি
মিলল যুগল কিশোর।
তুহুঁকর কিরণহিঁ গেও সব আন্ধিয়ার
জনু কোটি রবিক উজোর॥
সজনী দেখ রাধামাধব কেলি।
অনমিখ নয়ন-চষক ভরি পীয়ত
তুহুঁ রূপ সুধা সম মেলি॥

সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পরে মান বর্ণন। সম্ভোগ চারি প্রকার যথা—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান। পূর্ব্বরাগ সংক্ষিপ্ত, মানে সঙ্কীর্ণ, নিকট প্রবাসে সম্পন্ন এবং দূর প্রবাসে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ হয়॥ ১৮২॥

পরশহি দুহুঁ তনু নুনিক পুতলি জনু
মিলনক বেরি নহ ভেদ।
ঐছন মীলত কত সুখ পাওত
না রহ লব উন খেদ॥
চিরদিন মীলন করত নিধুবন
আনন্দ-সায়রে বুর।
রাধামোহন পহু অহনিশি ব্রজে রহু
সকল মনোরথ পূর॥ ১৮৭॥

গান্ধার।

চিরদিন মীলন হোয়ল নিধুবনে
নিধুবন কত কত ভাতি।
তৈছন সখীগণ কয়ল গুণ-কীর্ত্তন
দুহুঁ কর প্রেম উনমাতি॥
হরি হরি কি কহব অদ্ভুত প্রীত।
দুহুঁ কর-প্রেম অতুল হেম সম
দুহুঁ জানয়ে দুহুঁ-রীত॥ ধ্রু॥
ঐছন কেলি করল দুহুঁ বহুখন
দুহুঁ মানস পরিপূর।
সখীগণ তৈছন পূরল মনোরথ
তবহিঁ চলল ব্রজপুর॥
যবহি চলল ব্রজ তবহিঁ বেয়াকুল
হোয়ল সকল পরাণ।
তছু গুণগানে পুন আনন্দ বাঢ়ায়ল
রাধামোহন অনুমান॥ ১৮৮॥

সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের রসোদ্গার।

সুহই।

এমন পিয়ার কথা, কি পুছসি রে সখি,
পরাণ নিছিয়া দিয়ে।
গড়ের কুটাগাছি, শিরে ছোয়াইয়ে,
আলাই বালাই তার নিয়ে॥

এমন কান্তের কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ সখী? আমা পরাণ নিছিয়া—অর্থাৎ বক্ষভেদ করে তারে দিই। মাথায় ঐটি ছোঁয়াইয়া তার আলাই বালাই আমি নিই॥ ১৮৯॥

হাত দিয়া দিয়া, মুখানি মুছাইয়া,
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দরিদ্র যেমন, পাইয়া রতন,
থুইতে ঠাঞি না পায়॥
কর্পূর তাম্বুল, আপনি চিবিয়া,
মোর মুখ ভরি দেয়।
চিবুক ধরিয়া, ঈষৎ হাসিয়া,
মুখে মুখ দিয়া লেয়॥
হিয়ার উপরে, শুয়াইয়ে মোরে,
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পীরিতি, তোমার এমতি,
কবি বিদ্যাপতি কয়॥ ১৮৯॥

প্রার্থনা।

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম,
সুতমিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমাপনু,
অব মঝু হয় কোন কাজে॥
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতএ তোহার বিশোয়াসা॥ ধ্রু॥
আধ জনম হাম, নিদে গোয়ায়নু,
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী, রঙ্গরসে মাতনু,
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর লহরী সমানা॥

তাতল সৈকতে—তপ্ত বালুকাময় ভূমি। বিসরি—বিস্মৃত হইয়া॥ ১৯০॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়,
তুয়া বিনু গতি নাহি আর।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি,
ভবতারণ ভার তোহার ॥ ১৯০ ॥

—

তথা।

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া জানি ছোড়বি মোয় ॥
গণইতে দোষ, গুণ লেশ না পাওবি,
যব তুহিঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ, জগতে কহাওসি,
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥
কয়ে মানুষ পশু, পাখী জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে, গতাগতি পুন পুন,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরাইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ ১৯১ ॥

—

জগতের লোক তোমায় জগন্নাথ বলে, আমিও জগতের বাহিরে নই। তোমার পদে আমায় একটু স্থান দিও দীনবন্ধু ॥ ১৯১ ॥

করুণ বরাড়ী।

যতনে যতেক ধন, পাপে বাটোরনু,
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি, হেরি কোই না পুছত,
করম সঙ্গে চলি যায় ॥
এ হরি, বন্দ তুয়া পদ নায়।
তুয়া পদ পরিহরি, পাপ পয়োনিধি,
পার হব কোন উপায় ॥ ধ্রু ॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু,
যুবতী মতি ময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীনু,
সম্পদে বিপহি ভেলি ॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি, নেহ মনে গণি,
কহিলে কি জানি হয় কাজে।
সাঁঝকি বেরি, সেব কোই মাগী,
হেরইতে তুয়া পদ লাজে ॥ ১৯২ ॥

—

বাটোরনু—সঞ্চয় করিলাম। করম—কর্ম্ম। বন্দ তুয়া পদ নায়—তোমার পদ নৌকায় বন্দনা করি। সাঁঝকি বেরি ইত্যাদি—সন্ধ্যাকালে (অন্তিমকালে) যদি কোন সেবার্থী ভিক্ষুক আগমন করিয়া সেবাপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে যেমন গৃহস্থ অতিশয় লজ্জিত হয় তদ্রূপ ॥ ১৯২ ॥

বিদ্যাপতি সমাপ্ত।